ত্রয়োদশ অধ্যায়

সত্তরের নির্বাচন এবং মুক্তিযুদ্ধ

বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পেছনে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনের গুরুত্ব অনেক। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনের পর এটিই ছিল সবচেয়ে বেশি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে বাঙালি জাতি ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রে যে স্বাতন্ত্র্য দাবি করে আসছিল, ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে বাঙালির সে স্বাতন্ত্র্যবাদের বিজয় ঘটে।

শিখনফল

- ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় অস্থায়ী সরকারের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবে।
- মুক্তিযোদ্ধাদের ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারবে।
- স্বাধীনতা ও বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ– বিষয়টি বিশ্লেষণ করতে পারবে।
- জাতীয় পতাকা তৈরি এবং এর ব্যবহার কৌশল বর্ণনা করতে পারবে।
- বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত নির্ধারণের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবে।
- মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন স্মৃতিস্তম্ভের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্ব অনুধাবন করে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হবে।
- জাতীয় পতাকার মর্যাদা রক্ষায় সচেতন হবে।
- মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ সংরক্ষণে আগ্রহী হবে।
- বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের ঘটনার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে পোস্টার অঙ্কন করতে পারবে।
- স্বাধীনতা দিবসে ছবি অঙ্কন করে প্রদর্শন করতে পারবে।

অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সংক্ষেপে জেনে রাখি

আইনগত কাঠামো আদেশ : ইয়াহিয়া খান ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের ২৮ মার্চ জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে নির্বাচন–সংক্রান্ত আইনগত কাঠামো আদেশ কাঠামোর মূল ধারাগুলো ঘোষণা করেন। সেখানে তিনি মূলত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যসংখ্যা কত হবে, ভোটদানের প্রক্রিয়া কী হবে, কত দিনের মধ্য নির্বাচিত পরিষদ সংবিধান রচনা করবে এবং পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য বিশেষ কিছু দিক তুলে ধরেন। এর ভিত্তিতেই পাকিস্তানে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে ৭ ডিসেম্বর এবং ১৭ ডিসেম্বর যথাক্রমে জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তবে ১২ নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের কিছু অঞ্চলে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস হওয়ায় ঐ সব অঞ্চলে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জানুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ : ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে পাকিস্তানের সামরিক সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর না করায়, পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনে এক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। সারা দেশেব্যাপী নানারকম উদ্বেগ, উত্তেজনার মধ্যে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ছিল জাতির জন্য সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা। মূলত এটি ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ।

২৫ মার্চের গণহত্যা : ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে বাঙালির তথা পৃথিবীর ইতিহাসে একটি কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সূচনা হয়। সে সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের নিরস্ত্র, নিরীহ, স্বাধীনতাকামী সাধারণ জনগণের ওপর হামলা করে এবং নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালায়। পাকিস্তান তাদের এ অভিযানের নাম দেয় 'অপারেশন সার্চ লাইট'।

স্বাধীনতার ঘোষণা ও স্বাধীনতা দিবস : গ্রেফতার হওয়ার পূর্বমুহূর্তে ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে (২৫ মার্চ রাত ১২টার পর) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এজন্যই ২৬ মার্চ আমাদের মহান স্বাধীনতা দিবস।

১৯৭১ এ বাংলাদেশ সরকার (মুজিবনগর সরকার) : ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চ পাকিস্তান সামরিক বাহিনী গণহত্যা শুরু হলে প্রাথমিকভাবে পূর্ব প্রস্তুতি ও সাংগঠনিক তৎপরতা ছাড়াই পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। মুক্তিযুদ্ধ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ১০ এপ্রিল গঠিত হয় বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার। এ সরকার শপথ গ্রহণ করে ১৭ এপ্রিল মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথ তলায়। ১৯৭০–৭১ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে বিজয়ী জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য দ্বারা মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা এবং বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্ব জনমত সৃষ্টি করা ছিল এ সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য।

পোড়ামাটি নীতি : পাকিস্তান সেনাবাহিনী 'পোড়ামাটি নীতি' অনুযায়ী বাংলাদেশের সব সম্পদ–প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দিতে চেয়েছে। যে কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, দোকান–পাট, ঘর–বাড়ি, হাসপাতাল, মসজিদ, মন্দির কোনো কিছুই তাদের হাত থেকে রেহাই পায় নি। তাদের লক্ষ্য ছিল এই ভূখণ্ডের মানুষদের হত্যা করে কেবল ভূমির দখল নেওয়া। পাক বাহিনীকে এ সমস্ত মানবতাবিরোধী অপকর্মে সহায়তা করেছে এদেশীয় কিছু দালাল চক্র।

মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন শ্রেণি পেশাজীবী মানুষের ভূমিকা : দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক আন্দোলন–সংগ্রামের ফসল মহান মুক্তিযুদ্ধ। তাই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিপক্ষে কিছু মতদ্বৈধতা বা বিরোধ থাকলেও ২৬শে মার্চ থেকেই পাকবাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসরদের অত্যাচার, নির্যাতন, হত্যা এদেশের জনগণকে আরও বেশি ঐক্যবদ্ধ করেছে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক, নারী, শিক্ষক, কবি, সাংবাদিক, চিকিৎসক, শিল্পীসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ মুক্তির সংগ্রামে শামিল হয়েছে।

স্বাধীনতা অর্জনে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অবদান : বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অবদান অপরিসীম। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবর্গ বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। নানা অত্যাচার–নিপীড়ন সহ্য করেছেন। রাজনীতিবিদগণ স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জীবনবাজি রেখে রাজনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে গেছেন। আর বলা বাহুল্য, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল নেতৃত্বে ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তার সারা জীবনের কর্মকাণ্ড, আন্দোলন–সংগ্রাম নির্দেশিত হয়েছে বাঙালির জাতীয় মুক্তির লক্ষ্যে।

মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বজনমত ও বিভিন্ন দেশের ভূমিকা : ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নারকীয় তাণ্ডব বিশ্ব বিবেককে নাড়া দেয়। পাকিস্তানবাহিনী ও স্বাধীনতাবিরোধী এদেশীয় দোসরদের দ্বারা সংঘটিত লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ, হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে বিশ্ব বিবেক জাগ্রত হয়। বিভিন্ন দেশ নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায় এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে। ২৫ মার্চের কালরাত এবং পরবর্তী সময়ের নারকীয় হত্যাযজ্ঞ সম্পর্কে বিশ্বজনমত সোচ্চার হয়ে ওঠে। গোটা বিশ্বের জনগণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে সমর্থন জানায়।

জাতিসংঘের ভূমিকা : বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রৰা করা জাতিসংঘের মূল লৰ্য ও উদ্দেশ্য। বাংলাদেশের নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের হাতে ৰমতা না দিয়ে সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান যখন বাঙালি নিধনে তৎপর, তখন জাতিসংঘ বলতে গেলে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। নারকীয় হত্যাযজ্ঞ, মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরৰদ্ধে জাতিসংঘ কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। প্রকৃতপৰে 'ভেটো' ৰমতাসম্পন্ন পাঁচটি বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্রের বাইরে জাতিসংঘের নিজস্ব উদ্যোগে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করার ৰমতাও ছিল সীমিত।

স্বাধীন বাংলাদেশের স্বতন্ত্র পরিচয় : ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ স্বাধীনতার পূর্ণতার স্বাদে–আস্বাদিত হয়। সংবিধান অনুযায়ী আমাদের এ ভূখণ্ডের নাম হয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। রক্তৰয়ী মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বিশ্বের মানচিত্রে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ; অনেক রক্ত আর ত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি লাল সবুজের পতাকা। আমরা আজ গাইতে পারি 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি'।

জাতীয় স্মৃতিস্তম্ভ : মুক্তিযুদ্ধে লৰ লৰ প্রাণ বিসর্জনকারীর অমর স্মৃতির উদ্দেশ্যে স্বাধীন বাংলাদেশে শ্রদ্ধার প্রতীক হয়ে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বেশ কিছু স্মৃতিস্তম্ভ। ঢাকার অদূরে সাভারে রয়েছে 'জাতীয় স্মৃতিসৌধ'; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন চত্বরে রয়েছে 'অপরাজেয় বাংলা'; কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ'; ঢাকার মিরপুরে 'বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ' নির্মিত হয়েছে; সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্থাপিত হয়েছে 'শিখা চিরন্তন'; 'রায়ের বাজার বধ্যভূমি' সৌধটি দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের স্মৃতিবাহী।

বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর

■ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক নির্বাচনে আওয়ামী লীগ কতটি আসন পেয়েছিল?

ক ১৬৭ খ ১৯৮ গ ২৬৭ ● ২৯৮

২. 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়েছিল–

i. নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ৰমতা হস্তান্তরে গড়িমসি করায়
ii. জাতীয় পরিষদের আহূত অধিবেশন স্থগিত করায়
iii. বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের ভর্তি ফি বৃদ্ধি করায়

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

'ক' রাষ্ট্রের শাসকশ্রেণির বিরৰদ্ধে জনগণের যৌক্তিক মুক্তিসংগ্রামে 'খ' রাষ্ট্র 'ক' রাষ্ট্রের অত্যাচারিত ও আশ্রয়হীন মানুষকে আশ্রয়, খাদ্য, বস্ত্র ও চিকিৎসা দিয়ে সাহায্য করে এবং তাদের দুঃখ–দুর্দশার কথাও বিশ্বের কাছে তুলে ধরে।

৩. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় কোন রাষ্ট্রের ভূমিকা উদ্দীপকের 'খ' রাষ্ট্রের ভূমিকার মতো ছিল?

ক চীন ● ভারত গ নেপাল ঘ মায়ানমার

৪. উক্ত রাষ্ট্রের গৃহীত কর্মকাণ্ডের ফলে–

i. স্বাধীনতা লাভ ত্বরান্বিত হয়
ii. মানবাধিকার রৰিত হয়
iii. বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের নির্যাতনের চিত্র প্রকাশিত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ● i, ii ও iii

■ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১ বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ

আধুনিক গণতান্ত্রিক বিশ্বের পথিকৃৎ আব্রাহাম লিঙ্কন গণতন্ত্রের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় নাম। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, উপস্থিত বুদ্ধি, বাগ্মিতা তাঁকে বিশ্বের আদর্শ চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত করেছে। রাজনীতির ৰেত্রে তিনি অনন্য প্রতিভার স্বাৰর রেখে গিয়েছেন। এভাবে, একজন মেহনতি মানুষ নিজের প্রতিভায় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদলাভে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি স্বার্থান্ধ মানুষের পাশবিকতার হাত থেকে মানুষকে মুক্তি দিয়েছিলেন। পৃথিবীর গণতন্ত্র ও মুক্তিকামী মানুষের জন্য তিনি তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে বলেন, 'Government of the people, by the people, for the people' আজও এ উক্তি তাঁকে অমর করে রেখেছে।

ক. মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রীর নাম কী ছিল?
খ. 'অপারেশন সার্চ লাইট' বলতে কী বোঝায়?
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত আব্রাহাম লিঙ্কনের চরিত্র ও কর্মকাণ্ডে তোমার পঠিত বিষয়বস্তুতে কার প্রতিচ্ছবি লৰ্য করা যায়–ব্যাখ্যা কর।
ঘ. 'গ' এর উত্তরের 'উক্ত নেতার বলিষ্ঠ ও আপোষহীন নেতৃত্বে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি'–মূল্যায়ন কর।

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রীর নাম ছিল তাজউদ্দিন আহমদ।

খ ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানিরা পূর্ববাংলার নিরস্ত্র, নিরীহ, স্বাধীনতাকামী সাধারণ মানুষের ওপর হামলা করে এবং নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালায়। পাকিস্তানি বাহিনী তাদের এ অভিযানের নাম দেয় 'অপারেশন সার্চ লাইট'। ২৫ মার্চ এ অভিযান পরিচালনা করলেও মূলত মার্চের প্রথম থেকেই তারা এ নৃশংস হত্যাকাÊ পরিচালনার নীলনকশা তৈরি করে। এ হত্যাকাÊর মূল লৰ্য ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ এদেশের ছাত্রসমাজ, শিৰিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি যারা অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে বিশ্বাসী আর সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়।

গ উদ্দীপকে আব্রাহাম লিঙ্কনের চরিত্র ও কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে আমার পঠিত বিষয়বস্তুতে বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিচ্ছবি লৰ করা যায়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল নেতৃত্বে ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তার সারা জীবনের কর্মকাণ্ড, আন্দোলন–সংগ্রাম নির্দেশিত হয়েছে বাঙালি জাতীয় মুক্তির লৰ্যে। '৪৮ ও ৫২–র ভাষা আন্দোলনে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। কী সংসদ, কী রাজপথ, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির পৰে তাঁর কণ্ঠ ছিল সর্বদা সোচ্চার। ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দের সংবিধানে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দান, ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে জেনারেল আইয়ুব খানের সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দের 'আমাদের বাঁচার দাবি 'ছয় দফা' কর্মসূচি পেশ ও ছয় দফাভিত্তিক আন্দোলন, '৬৯–এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নজিরবিহীন বিজয়, ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের অসহযোগ আন্দোলন থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা ও স্বাধীনতা অর্জনে একচ্ছত্র ভূমিকা পালন করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। উদ্দীপকেও আব্রাহাম লিঙ্কনের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, উপস্থিত বুদ্ধি, বাগ্মিতা তাকে আধুনিক গণতান্ত্রিক বিশ্বের পথিকৃৎ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। একজন মেহনতি

মানুষ হয়েও নিজের প্রতিভায় স্বার্থান্ধ মানুষদের পাশবিকতার হাত থেকে দেশের মুক্তিকামী মানুষদের গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করেছিলেন, দেশে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন গণতন্ত্র। ব্যক্তিস্বার্থকে উপেক্ষা করে চারিত্রিক দৃঢ়তা ও মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার জন্যই বঙ্গবন্ধু তার জীবন বাজি রেখে দেশের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে কথা বলেছিলেন, যেমন বলেছিলেন মানবতাবাদী ও আপসহীন গুণাবলির অধিকারী নেতা আব্রাহাম লিঙ্কন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত আব্রাহাম লিঙ্কনের চরিত্র এবং কর্মকাণ্ডে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিচ্ছবিই ফুটে উঠেছে।

ঘ 'গ' এর উত্তরের উক্ত নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যার বলিষ্ঠ ও আপসহীন নেতৃত্বে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল নেতৃত্বে ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তার সারা জীবনের কর্মকাণ্ড, আন্দোলন সংগ্রাম নির্দেশিত হয়েছে বাঙালি জাতির মুক্তির লক্ষ্যে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ শুরু থেকেই শোষিত ও বঞ্চিত ছিল। বঞ্চিত পূর্ব পাকিস্তানের নেতারা ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে জয়লাভ করেও ক্ষমতায় বসতে পারেননি। এরপর বঙ্গবন্ধুর প্রচেষ্টায় ধারাবাহিক আন্দোলনের মাধ্যমে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে জয়লাভ করেও তারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারেনি। উপরন্তু বাঙালিদের ওপর নানা অত্যাচার, নির্যাতন ও গুলিবর্ষণ করা হয়। এরই প্রতিবাদে বঞ্চিত বাঙালি জাতির মুক্তির আহ্বান হিসেবে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দেন, বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আস্থাবান হয়ে এবং তার জ্বালাময়ী বক্তৃতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েই বাঙালি স্বাধীনতার স্বপ্ন বুনতে শুরু করে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে, শত্রুপক্ষকে পরাজিত করতে এবং স্বাধীন জাতি হিসেবে বাঙালির মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ মূল প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। বঙ্গবন্ধুর মুখনিঃসৃত এ বাণী তৎকালীন সময়ে বাঙালির ঘরে ঘরে জ্বালিয়ে দিয়েছিল প্রতিবাদের মশাল। বাঙালিকে দাবি আদায়ের সংগ্রামে এবং স্বাধীনতা লাভে তার এ উক্তি গভীর প্রভাব রেখেছিল। তাই বলা যায়, বঙ্গবন্ধু বলিষ্ঠ ও আপসহীন নেতৃত্বেই আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি।

পরীক্ষা প্রস্তুতি

এ অংশে সংযোজন করা হয়েছে– বোর্ড ও সেরা স্কুলসমূহের বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর, বিষয়ক্রম অনুযায়ী মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর এবং নিশ্চিত কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর। এ অংশের সঠিক অনুশীলন শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা প্রস্তুতিকে সম্পূর্ণ করবে।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

■ বোর্ড ও সেরা স্কুলের বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. বাংলাদেশের পতাকা কত তারিখে প্রথম উত্তোলন করা হয়? [স. বো. '১৬]
● ২ মার্চ ১৯৭১ ⓚ ৩ মার্চ ১৯৭১
ⓖ ৪ মার্চ ১৯৭১ ⓘ ৫ মার্চ ১৯৭১

২. সম্রাট আকবরের সময় বাংলার পরিচয় বহন করে কোনটি? [স. বো. '১৬]
ⓚ বাঙ্গালাহ্ ⓚ সমতট ⓖ ত্রিপুরা ● সুবাহ বাংলা

৩. মুজিবনগর সরকার ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের কত তারিখে গঠিত হয়? [স. বো. '১৫]
ⓚ ৪ এপ্রিল ⓚ ৮ এপ্রিল ● ১০ এপ্রিল ⓘ ১৭ এপ্রিল

৪. মুজিবনগর সরকারের সদর দপ্তর কোলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয় কেন? [স. বো. '১৫]
ⓚ ভারত সরকারের আমন্ত্রণে
● পাক বাহিনীর হামলা থেকে রক্ষা পেতে
ⓖ সোভিয়েত ইউনিয়নের পরামর্শে
ⓘ শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে

৫. আইনগত কাঠামো আদেশ জারি করেন কে? [মীরপুর গার্লস আইডিয়াল ল্যাবরেটরী ইনস্টিটিউট, ঢাকা]
● ইয়াহিয়া খান ⓚ আইয়ুব খান
ⓖ মোনায়েম খান ⓘ নুরুল আমিন

৬. নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রতীক কী ছিল? [শাহজালাল জামেয়া ইসলামিয়া স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]
ⓚ কুলা ⓚ শাপলা
● নৌকা ⓘ লাঙ্গল

৭. কোন নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে? [আল আমিন একাডেমি স্কুল এন্ড কলেজ, চাঁদপুর]
ⓚ ১৯৫৬ ⓚ ১৯৬০ ⓖ ১৯৬৯ ● ১৯৭০

৮. জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ দলের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হওয়া ন্যায়সংগত ছিল কেন? [রাজশাহী শিক্ষাবোর্ড মডেল স্কুল এন্ড কলেজ]
● নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করায়
ⓚ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করায়
ⓖ অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বৈষম্য দূর করায়
ⓘ সার্বভৌম ও পার্লামেন্ট পরিবর্তন হওয়ায়

৯. ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনের পর থেকে পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনে এক অস্থিরতা সৃষ্টি হয় কেন? [বি. কে. জি. সি. সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, হবিগঞ্জ]
ⓚ নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ ওঠে বলে
● ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে টালবাহানা হয় বলে
ⓖ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে রাজনৈতিক দল ব্যর্থ হলে
ⓘ সামরিক হস্তক্ষেপের কারণে

১০. স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন হয় কত খ্রিস্টাব্দে? [পুলিশ লাইন স্কুল এন্ড কলেজ]
● ১ মার্চ, ১৯৭০ ⓚ ২ মার্চ, ১৯৭০
ⓖ ৩ মার্চ, ১৯৭০ ⓘ ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১

১১. জাতির জন্য সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা হিসেবে নিচের কোনটি অধিক যুক্তিযুক্ত? [ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড আন্তঃবিদ্যালয়, ঢাকা]
● ৭ মার্চের ভাষণ ⓚ ভাষা আন্দোলন
ⓖ ৭০ এর নির্বাচন ⓘ স্বাধীনতা ঘোষণা

১২. ৭ মার্চের ভাষণ দেওয়া হয় কোথায়? [আজিমপুর গভ. গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
ⓚ ভিক্টোরিয়া পার্কে ⓚ শিশু পার্কে
● রেসকোর্স ময়দানে ⓘ রমনা পার্কে

১৩. ঢাকায় গণহত্যা শুরু হয় কী নামে? [পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ, কুষ্টিয়া]
● অপারেশন সার্চলাইট ⓚ অপারেশন রেবল হান্ট
ⓖ অপারেশন ক্লিনহার্ট ⓘ অপারেশন ডেজার্ট স্ট্রম

১৪. 'অপারেশন সার্চলাইট' বলতে কী বোঝায়? [রাজশাহী শিক্ষাবোর্ড মডেল স্কুল এন্ড কলেজ]
ⓚ বর্বরতম গণহত্যাকাণ্ড ও নির্যাতন
● বাঙালির ওপর নৃশংস হত্যাকাণ্ড পরিচালনার নীলনকশা
ⓖ অপারেশন পুলিশ ক্যাম্প
ⓘ পিলখানার বিডিআর ক্যাম্প

১৫. ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে অস্থায়ী সরকার কেন গঠিত হয়েছিল? [মোহাম্মদপুর বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা]
● মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য
ⓚ রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দূর করার জন্য
ⓖ অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য

ঘ প্রশাসনিক বৈষম্য দূর করার জন্য

১৬. বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠিত হয় কখন? [সেন্ট জোসেফস উচ্চ বিদ্যালয়, খুলনা]
ক ৯ এপ্রিল, ১৯৭১ ● ১০ এপ্রিল, ১৯৭১
গ ১৫ এপ্রিল, ১৯৭১ ঘ ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১

১৭. মুজিবনগর সরকারের অর্থমন্ত্রী কে ছিল? [বিএএফ শাহীন কলেজ, তেজগাঁও,ঢাকা]
● মনসুর আলী খ আবদুর রব
গ এম কামরুজ্জামান ঘ তাজউদ্দিন

১৮. মুজিবনগর সরকার গঠনের কত ঘণ্টা পর সেখানে পাক বাহিনী বোমা বর্ষণ করে? [ভিকারুন নিসা নূন স্কুল ও কলেজ, ঢাকা]
ক ১ ● ২ গ ৩ ঘ ৪

১৯. মুজিবনগর সরকারের রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন? [আঞ্জুমান আদর্শ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, নেত্রকোনা]
ক এম মনসুর আলী খ এ. কে খোন্দকার
গ সৈয়দ নজরুল ইসলাম ● বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

২০. মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রীর নাম কী? [এমএম মডেল সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ]
ক এ. কে খোন্দকার খ সৈয়দ নজরুল ইসলাম
● তাজউদ্দিন আহমদ ঘ মনসুর আলী

২১. মুজিবনগর সরকারের অর্থমন্ত্রী কে ছিল? [বিএএফ শাহীন কলেজ, তেজগাঁও,ঢাকা]
● মনসুর আলী খ আবদুর রব
গ এম কামরুজ্জামান ঘ তাজউদ্দিন

২২. ছাত্ররা মুক্তিযুদ্ধের সময় সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে গিয়েছিল কেন? [বি.কে. জি.সি সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, হবিগঞ্জ]
● যুদ্ধের প্রশিক্ষণের জন্য খ যুদ্ধের ভয়ে
গ পাকিস্তানি বাহিনীর চাপে ঘ সুষ্ঠুভাবে পড়াশোনার জন্য

২৩. মুক্তিযুদ্ধে কৃষকদের অবদান ছিল কেমন? [পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া]
ক হতাশাজনক খ প্রশ্নবিদ্ধ
গ ভূমিকা ছিল না ● অত্যন্ত গৌরবময়

২৪. কৃষকরা যেকোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত ছিলেন কেন? [মুকুল নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয় ময়মনসিংহ]
ক ভূমিস্বত্ব প্রথা লোপের জন্য খ পাকিস্তান সরকার গঠনের জন্য
● স্বাধীনতা লাভের জন্য ঘ সূর্য আইন বন্ধ করার জন্য

২৫. মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ কতজন নারী বীরপ্রতীক খেতাব অর্জন করেন? [আন্তঃক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হাইস্কুল, বগুড়া]
● ২ খ ৩ গ ৪ ঘ ৫

২৬. বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি দেয় কোন দেশ? [সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স হাই স্কুল, ঢাকা]
ক নেপাল ● ভারত গ ভুটান ঘ মালদ্বীপ

২৭. জর্জ হ্যারিসন কীভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করে? [আঞ্জুমান আদর্শ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, নেত্রকোনা]
● মুক্তিবাহিনীর পক্ষে গান গেয়ে বিশ্ব জনমত সৃষ্টি করে
খ সরাসরি যুদ্ধে অংশ নিয়ে
গ বাংলাদেশে অস্ত্র পাচার করে
ঘ বাঙালিদের যুদ্ধে অনুপ্রাণিত করে

২৮. বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় পতাকার ডিজাইনার কে? [ডি.আর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
ক মঈনুল হোসেন ● শিবনারায়ণ দাস
গ কামরুল হাসান ঘ হামিদুর রহমান

২৯. জাতীয় স্মৃতিসৌধের স্থপতি কে? [আলী আমজাদ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মৌলভীবাজার]
● মঈনুল হোসেন খ আজিজুল পাশা
গ তানভির করিম ঘ নিতুন কুন্ডু

৩০. জাতীয় স্মৃতিসৌধের উচ্চতা কত ফুট? [পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ, কুষ্টিয়া]
● ১৫০ ফুট খ ১৫২ ফুট গ ১৫৩ ফুট ঘ ১৫৪ ফুট

৩১. জাতীয় স্মৃতিসৌধের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয় কত খ্রিস্টাব্দে? [আহম্মদ উদ্দিন শাহ শিশু নিকেতন স্কুল ও কলেজ, গাইবান্ধা]
ক ১৯৮০ খ ১৯৮১ ● ১৯৮২ ঘ ১৯৮৩

৩২. অপরাজেয় বাংলা কত ফুট উঁচু? [সেন্ট জোসেফস উচ্চ বিদ্যালয়, খুলনা]
ক ৫ খ ৭ ● ৬ ঘ ১০

৩৩. অপরাজেয় বাংলার স্থপতি কে? [সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স হাই স্কুল, ঢাকা]
● সৈয়দ আব্দুলরাহ খালিদ খ নিতুন কুন্ডু
গ কামরুল হাসান ঘ অন্তু করিম

৩৪. মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ কোথায় অবস্থিত? [এস.ভি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কিশোরগঞ্জ]
ক কুষ্টিয়া ● মেহেরপুর গ যশোর ঘ খুলনা

৩৫. মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে কয়টি দেয়াল আছে? [মুকুল নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয় ময়মনসিংহ]
ক ২০ ● ২৪ গ ৩০ ঘ ৩৫

৩৬. অসংখ্য বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয় কত তারিখে? [মুকুল নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ]
ক ১৩ ডিসেম্বর ● ১৪ ডিসেম্বর
গ ১৫ ডিসেম্বর ঘ ১৬ ডিসেম্বর

৩৭. শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ কোথায় অবস্থিত? [দি বাডস রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, শ্রীমঙ্গল]
● ঢাকার মিরপুরে খ ঢাকার সাভারে
গ ময়মনসিংহ এর ভালুকায় ঘ গোপালগঞ্জে

৩৮. শিখা চিরন্তন কোথায় স্থাপিত হয়? [এসএম মডেল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ]
ক জিয়া উদ্যানে ● সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে
গ কলাবাগানে ঘ ধানমন্ডিতে

৩৯. শিখা চিরন্তন কত তারিখে স্থাপিত হয় [পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ, কুষ্টিয়া]
ক ২৫ মার্চ ১৯৯৭ ● ২৬ মার্চ ১৯৯৭
গ ২৭ মার্চ ১৯৯৭ ঘ ২৮ মার্চ ১৯৯৭

৪০. কত তারিখে রায়েরবাজার বদ্ধভূমির পরিচয় পাওয়া যায়? [আল–আমিন একাডেমি স্কুল এন্ড কলেজ, চাঁদপুর]
● ১৮ ডিসেম্বর খ ১৬ সেপ্টেম্বর গ ১৪ জুন ঘ ১২ মে

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪১. অপরাজেয় বাংলার ক্ষেত্রে মিল রয়েছে– [স. বো. '১৬]
i. উচ্চতা ১২ ফুট ii. প্রস্থ ৬ ফুট
iii. ব্যাস ৬ ফুট
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৪২. 'অপারেশন সার্চলাইট' এর লক্ষ্য ছিল– [মিরপুর গার্লস আইডিয়াল ল্যাবরেটরী ইনস্টিটিউট, ঢাকা]
i. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ii. ছাত্র সমাজ
iii. শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৪৩. মুজিবনগর সরকার মিশন স্থাপন করে– [ভিকারুন নিসা নূন স্কুল ও কলেজ, ঢাকা]
i. কলকাতায় ii. ওয়াশিংটনে iii. স্টকহোম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৪৪. মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন– [বি. এএফ শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম]
i. বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ii. স্কুলের ছাত্ররা
iii. কলেজের ছাত্ররা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৪৫. জাতীয় স্মৃতিসৌধ বাঙালির– [ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড আন্তঃবিদ্যালয়, ঢাকা]
i. অহংকার ii. গৌরব iii. মর্যাদার প্রতীক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪৬, ৪৭ ও ৪৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

উদয়ন সঞ্চয়ী সমিতির নির্বাচনের সময় হলেও বর্তমান কমিটির লোকেরা নির্বাচন না দিয়ে নানা বাহানা করে। সমিতির সদস্যদের চাপে নির্বাচন দিলে পরাজিত হয়ে ৰমতা না ছাড়ার জন্য নানা ধরনের চক্রান্ত করে।

[সরাইল অন্নদা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, বি–বাড়িয়া]

৪৬. আলোচ্য ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত নির্বাচনটি কোন ঘটনার কারণে অনুষ্ঠিত হয়?
ক '৫২ এর ভাষা আন্দোলন খ এরশাদ বিরোধী আন্দোলন
গ '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান ● ইয়াহিয়া বিরোধী আন্দোলন

৪৭. অনুচ্ছেদের সাথে ঐতিহাসিক কত সালের নির্বাচনের মিল রয়েছে?
ক ১৯৫৪ ● ১৯৭০ গ ১৯৭৪ ঘ ১৯৯০

৪৮. উক্ত নির্বাচনের চেতনার ফলশ্রুতিতে বাঙালি পায়–
i. স্বাধীনতা ii. সার্বভৌমত্ব iii. স্বৈরতন্ত্র
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪৯ ও ৫০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
তাহমিনার দাদা কালুঘাট বেতারকেন্দ্রের একজন প্রাক্তন কর্মচারী। তিনি বলেন, বাংলার এক শ্রেষ্ঠ সন্তান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে গেলে এ বেতারকেন্দ্র থেকে এম এ হান্নান তা প্রচার করেন। [এইচ এমপি উচ্চ বিদ্যালয়, সুনামগঞ্জ]

৪৯. তাহমিনা কোন শ্রেষ্ঠ সন্তানের নাম জানতে পারেন?
ক হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী খ মওলানা ভাসানী
● শেখ মুজিবুর রহমান ঘ এ কে ফজলুল হক

৫০. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ঘোষণাটির প্রতি সমর্থন ও অংশগ্রহণ ছিল বাঙালি–
i. সামরিক বাহিনীর ii. আধাসামরিক বাহিনীর
iii. বেসামরিক বাহিনীর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

■ বিষয়ক্রম অনুযায়ী বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

➲ ভূমিকা ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ১৭২

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫১. পাকিস্তানে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার আশ্বাস দেন কে? (জ্ঞান)
ক আইয়ুব খান ● ইয়াহিয়া খান
গ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘ টিক্কাখান

৫২. কারা ৰমতা ধরে রাখতে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে? (জ্ঞান)
ক ভারত সরকার ● পাকিস্তান সরকার
গ ব্রিটিশ সরকার ঘ পূর্ব পাকিস্তান সরকার

৫৩. কখন বাংলাদেশ শত্রুর দখলমুক্ত হয়? (জ্ঞান)
ক ২৫ মার্চ খ ২৬ মার্চ গ ১৪ ডিসেম্বর ● ১৬ ডিসেম্বর

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫৪. ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের গণঅভ্যুত্থানের কারণ– (প্রয়োগ)
i. পাকিস্তানের সামরিক শাসনের বৈষম্যমূলক আচরণ
ii. পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের ওপর নিপীড়ন
iii. ৰমতা হস্তান্তরে গড়িমসি
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

➲ ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের সাধারণ নির্বাচন ও পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ; এবং আইনগত কাঠামো আদেশ

At a Glance

➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ১৭২

- নির্বাচন ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ৰমতা ছেড়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন– ইয়াহিয়া খান।
- সকল রাজনৈতিক তৎপরতার অনুমতি দেয়া হয়– ১লা জানুয়ারি ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে।
- নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়– বিচারপতি আবদুস সাত্তারের নেতৃত্বে।
- ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ১৬২টি আসনের মধ্যে পায়– ১৬০টি আসন।
- 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে– ছাত্রলীগ নেতারা।
- বাংলাদেশের পতাকা প্রথম উত্তোলন করা হয়– ২ মার্চ।
- ৩ মার্চ ছাত্রলীগের বিক্ষোভ সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন– বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
- ৫ দফা দাবিকে বলা হয়– স্বাধীনতার ইশতিহার।
- স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুত্থানে গুরুত্ব অনেক– ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে।
- ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনের পর অবাধ নিরপেৰ নির্বাচন ছিল– ১৯৭০–এর নির্বাচন।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫৫. ইয়াহিয়া খান ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের কত তারিখে ৰমতা ছাড়ার প্রতিশ্রুতি দেন? (জ্ঞান)
ক ২৫ মার্চ ● ২৬ মার্চ গ ২৭ মার্চ ঘ ২৮ মার্চ

৫৬. ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন কত খ্রিস্টাব্দে? (জ্ঞান)
ক ১৯৬৮ খ ১৯৬৯ ● ১৯৭০ ঘ ১৯৭১

৫৭. পাকিস্তান আমলে সকল প্রকার বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করা হয় কত খ্রিস্টাব্দে? (জ্ঞান)
ক ১৯৬৭ খ ১৯৬৮ ● ১৯৭০ ঘ ১৯৭১

৫৮. ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের কত তারিখে জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়? (জ্ঞান)
ক ২ নভেম্বর খ ৭ নভেম্বরর ● ৭ ডিসেম্বর ঘ ১৭ ডিসেম্বর

৫৯. পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন হয় কত তারিখে? (জ্ঞান)
● ১৭ ডিসেম্বর খ ১৮ ডিসেম্বর গ ১৯ ডিসেম্বর
ঘ ২০ ডিসেম্বর

৬০. পশ্চিম পাকিস্তানের ইউনিট ভেঙ্গে সাবেক প্রদেশগুলো পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয় কত তারিখে? (অনুধাবন)
● ১ জুলাই খ ৩ জুলাই গ ১ জুন ঘ ৩ জুন

৬১. ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জানুয়ারি কোন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়? (জ্ঞান)
● প্রাদেশিক নির্বাচন খ সামরিক নির্বাচন
গ সংসদ নির্বাচন ঘ ইউনিয়ন নির্বাচন

৬২. পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা কত ছিল? (জ্ঞান)
ক ৩০০ খ ৩১২ ● ৩১৩ ঘ ৩২০

৬৩. আইনগত কাঠামো আদেশে ৫টি প্রাদেশিক পরিষদের জন্য কতজন সদস্যদের কথা বলা হয়? (জ্ঞান)
ক ৬১৬ খ ৬২০ ● ৬২১ ঘ ৬২২

৬৪. ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের মহিলা আসন ছিল কতটি? (জ্ঞান)
● ৭ খ ৮ গ ৯ ঘ ১০

৬৫. ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের মোট আসন সংখ্যা ছিল কত? (জ্ঞান)
ক ১৬২ ● ১৬৯ গ ৩০০ ঘ ৩১৩

৬৬. ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ আসন ছিল কত? (জ্ঞান)
ক ১৬২ খ ১৬৯ ● ৩০০ ঘ ৩১৩

৬৭. পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের মহিলা আসন ছিল কতটি? (জ্ঞান)
ক ৫০ খ ৩০ গ ২০ ● ১০

৬৮. ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে পাঞ্জাবের মোট আসন ছিল কতটি? (জ্ঞান)
ক ১৮৫ ● ১৮৬ গ ১৮৭ ঘ ১৮৮

৬৯. পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে মহিলা আসন সংখ্যা কতটি ছিল? (জ্ঞান)
ক ১০ খ ১২ ● ১৩ ঘ ১৪

৭০. ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে ভোটের কোন নীতি গ্রহণ করা হয়? (জ্ঞান)
ক এক ব্যক্তি দুই ভোট ● এক ব্যক্তি এক ভোট
গ এক ব্যক্তি তিন ভোট ঘ এক ব্যক্তি একাধিক ভোট

৭১. ইয়াহিয়া খানের ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের কোন মাসে ভোটার তালিকা তৈরি হবে বলে বলা হয়? (জ্ঞান)
ক মে ● জুন গ জুলাই ঘ আগস্ট

৭২. জাতীয় পরিষদের অধিবেশন কতদিন ধার্য করা হয়? (অনুধাবন)
ক ১১০ ● ১২০ গ ১২২ ঘ ১৩০

৭৩. আইনগত কাঠামো আদেশের কত নং ধারায় সংবিধানের মূল ছয়টি নীতি বেঁধে দেয়ার কথা বলা হয়? (জ্ঞান)
ক ১৫ ● ২০ গ ২৫ ঘ ৩০

৭৪. আইনগত কাঠামো আদেশ জারি করেন কে? (জ্ঞান)
ক আইয়ুব খান খ মোনায়েম খান
গ নাজিমুদ্দিন ● ইয়াহিয়া খান

৭৫. ইয়াহিয়া খানের ঘোষণা অনুযায়ী কত খ্রিষ্টাব্দে নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়? (জ্ঞান)
● ১৯৬৯ খ ১৯৭০ গ ১৯৭২ ঘ ১৯৭৩

৭৬. বিচারপতি আব্দুস সাত্তার কোথাকার বিচারপতি ছিলেন? (জ্ঞান)
● সুপ্রিম কোর্ট খ হাইকোর্ট গ জজকোর্ট ঘ সাধারণ কোর্ট

৭৭. ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনের জন্য কার নেতৃত্বে একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়? (জ্ঞান)
ক বিচারপতি সাহাবুদ্দিন ● আব্দুস সাত্তার
গ হাবিবুর রহমান ঘ বিচারপতি সায়েস

৭৮. ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনের জন্য সর্বজনীন ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা হয় কার নেতৃত্বে? (জ্ঞান)
ক আব্দুল জলিল খ হাবিবুর রহমান
গ এম.এ সায়েম ● আবদুস সাত্তার

৭৯. ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের ভোটার সংখ্যা কত ছিল? (জ্ঞান)
ক ৩, ১২, ১৪, ৯২৮ খ ৩, ১২, ১৪, ৯৩০
গ ৩, ১২, ১৪, ৯৩৩ ● ৩, ১২, ১৪, ৯৩৫

৮০. ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনে পশ্চিম পাকিস্তানের ভোটার সংখ্যা কত ছিল? (জ্ঞান)
● ২, ৫২, ০৬, ২৬৩ খ ২, ৫২, ০৬, ২৬৪
গ ২, ৫২, ০৬, ২৬৫ ঘ ২, ৫২, ০৬, ২৬৭

৮১. কে এককভাবে নির্বাচনের ঘোষণা দেন? (জ্ঞান)
● শেখ মুজিবুর রহমান খ এম এ সাত্তার
গ ইয়াহিয়া খান ঘ টিক্কা খান

৮২. ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলো পৃথকভাবে প্রার্থী মনোনীত করে কেন? (অনুধাবন)
ক মুসলিম লীগ এককভাবে নির্বাচনের ঘোষণা দেওয়ায়
● আওয়ামী লীগ এককভাবে নির্বাচনের ঘোষণা দেওয়ায়
গ জোটগত নির্বাচন করতে সরকারি বিধিনিষেধ থাকায়
ঘ কোনো দল উদ্দেশ্য নিয়ে ঐকমত্যে আসতে না পারায়

৮৩. ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনে মোট কতজন প্রার্থী নির্বাচনে অংশ নেন? (জ্ঞান)
ক ৭০০ ● ৭৮১ গ ৭৮২ ঘ ৭৮৩

৮৪. ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী সংখ্যা কত ছিল? (জ্ঞান)
ক ১৬০ ● ১৬২ গ ১৬৪ ঘ ১৬৫

৮৫. ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের কতজন প্রার্থী ছিল? (জ্ঞান)
ক ৬৭ খ ৬৮ ● ৬৯ ঘ ৭০

৮৬. ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ আসন পেয়েছিল কতটি? (জ্ঞান)
ক ১৫০ খ ১৫৫ ● ১৬০ ঘ ১৮০

৮৭. ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে মহিলা আসন পেয়েছিল কতটি? (জ্ঞান)
● ৭ খ ৮ গ ৯ ঘ ১০

৮৮. ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের জাতীয় পরিষদের সদস্যদের কী নামে অভিহিত করা হতো? (জ্ঞান)
● এমএনএ খ এমপি গ এমএন ঘ এসও

৮৯. ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের কী বলা হতো? (জ্ঞান)
ক এমএনএ ● এমপিএ
গ এম এন ঘ এমও

৯০. ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের ভোটের ফলাফলে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে শতকরা কত ভাগ ভোট পায়? (জ্ঞান)
ক ৭০.৭১% খ ৭৪.১০%
● ৭৫.১০% ঘ ৮০.১%

৯১. ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে আওয়ামী লীগ প্রাদেশিক পরিষদে কত ভাগ ভোট পায়? (জ্ঞান)
● ৭০.৪৮% খ ৭০.৫০% গ ৭০.৬০% ঘ ৭০.৭০%

৯২. কে আওয়ামী লীগের হাতে ৰমতা হস্তান্তর নিয়ে গড়িমসি করেন? (জ্ঞান)
ক এম এ সাত্তার খ টিক্কা খান
● ইয়াহিয়া খান ঘ ইসকান্দার মির্জা

৯৩. জাতীয় পরিষদের অধিবেশন কে স্থগিত ঘোষণা করেন? (জ্ঞান)
ক জুলফিকার আলী ভুট্টো খ টিক্কা খান
গ ফজলুল হক ● ইয়াহিয়া খান

৯৪. কত তারিখে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করা হয়? (জ্ঞান)
● ১ মার্চ, ১৯৭১ খ ১ মে, ১৯৭০
গ ১ জুলাই, ১৯৭১ ঘ ১ আগস্ট, ১৯৭০

৯৫. স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় কত খ্রিষ্টাব্দে? (অনুধাবন)
● ১ মার্চ ১৯৭০ খ ২ মার্চ ১৯৭০
গ ৩ মার্চ ১৯৭০ ঘ ৪ মার্চ ১৯৭০

৯৬. ২ মার্চ ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে দেশব্যাপী ধর্মঘট আহ্বান করেন কারা? (জ্ঞান)
ক গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ খ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ
● স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ঘ সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ

৯৭. কত তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়? (জ্ঞান)
ক ১ মার্চ ● ২ মার্চ গ ৩ মার্চ ঘ ৪ মার্চ

৯৮. ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের ৩ মার্চ ছাত্রলীগ কোথায় বিৰোভ সমাবেশ করে? (জ্ঞান)
● পল্টন ময়দানে খ চন্দ্রিমা উদ্যানে
গ জিয়া উদ্যানে ঘ মুজিবনগরে

৯৯. ছাত্রলীগের ৫ দফা কী নামে পরিচিত ছিল? (জ্ঞান)
ক মুক্তি সংগ্রাম ● স্বাধীনতার ইশতেহার
গ মুক্তির সনদ ঘ বাংলা প্যাক্ট

১০০. কে বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা ছিলেন? (জ্ঞান)
ক মওলানা ভাসানী খ আতাউল উসমানী
গ শেরে বাংলা ফজলুল হক ● শেখ মুজিবুর রহমান

১০১. ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনের পর সবচেয়ে বেশি অবাধ ও নিরপেৰ নির্বাচন ছিল কোনটি? (জ্ঞান)
ক ৫৮'র নির্বাচন খ ৬২'র নির্বাচন
গ ৬৮'র নির্বাচন ● ৭০'র নির্বাচন

১০২. জারিফের পিতা জারিফকে বলল, বাংলাদেশ সৃষ্টির পূর্বে একটি নির্বাচন হয়েছিল, যেটি ছিল সবচেয়ে অবাধ ও নিরপেৰ নির্বাচন। এখানে কত সালের নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে? (প্রয়োগ)
ক ১৯৫৪ খ ১৯৬৬ গ ১৯৬৯ ● ১৯৭০

১০৩. বাঙালি স্বাতন্ত্র্যবাদের বিজয় ঘটে কত খ্রিষ্টাব্দে? (জ্ঞান)
ক ১৯৬৭ খ ১৯৬৮ গ ১৯৬৯ ● ১৯৭০

১০৪. কত খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনের প্রেৰাপটে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে? (জ্ঞান)
● ১৯৭০ খ ১৯৭১ গ ১৯৭৩ ঘ ১৯৭৪

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১০৫. ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের আইনগত কাঠামো আদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল– (অনুধাবন)
i. জুন মাসের মধ্যে ভোটার তালিকা তৈরি
ii. জাতীয় পরিষদের প্রতিনিধি হবে মোট ৩১৩ জন
iii. প্রাদেশিক পরিষদের মোট সদস্য হবে ৬২১ জন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১০৬. ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দল হচ্ছে– (অনুধাবন)
i. জামায়াত–ই–ইসলামী পাকিস্তান ii. নেজামে ইসলাম
iii. পাকিস্তান মুসলিম লীগ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১০৭. ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে বাঙালি জাতির স্বাতন্ত্র্যের দাবি ছিল– (অনুধাবন)
i. ভাষায় ii. সংস্কৃতিতে iii. সাহিত্যে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

➲ বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ১৭৫
■ বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ছিল– জাতির জন্য সুস্পষ্ট

At a Glance

নির্দেশনা।

- ৭ মার্চের ভাষণ অনুষ্ঠিত হয়– তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে।
- ৭ মার্চের ভাষণ শুনতে পাই– 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'।
- বাঙালিকে স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুপ্রাণীত করে– ৭ মার্চের ভাষণ।
- এদেশে ঘরে ঘরে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করা হয়– ২৩ মার্চ।
- ৭ মার্চের ভাষণের মূল বিষয় ছিল– ৪টি।
- বাঙালির উপর চরম আঘাত নেমে আসে– ২৫ মার্চ মধ্যরাতে।
- ২৫ মার্চের অভিযানের নাম দেয়া হয়– অপারেশন সার্চ লাইট।
- ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা দেন– স্বাধীনতার।
- বঙ্গবন্ধুর পরে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন– মেজর জিয়াউর রহমান।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১০৮. বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের মূল বিষয় ছিল কয়টি? (জ্ঞান)
ক ৩ ● ৪ গ ৫ ঘ ৬

১০৯. নিচে একটি জনসভার চিত্র রয়েছে। এটি আমাদের কোন ঘটনা মনে করিয়ে দেয়? (প্রয়োগ)

ক ভাষা আন্দোলন খ যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন
গ ছয় দফা আন্দোলন ● ৭ মার্চের ভাষণ

১১০. সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের সমাবেশে এখনও অনেক বক্তৃতা শোনা যায়। কিন্তু সেই নেতার কণ্ঠ আর শোনা যায় না। এখানে কোন নেতার কণ্ঠের কথা বলা হয়েছে? (প্রয়োগ)
ক হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী খ এ. কে ফজলুল হক
গ মওলানা ভাসানী ● শেখ মুজিবুর রহমান

১১১. "মনে রাখবেন, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশালল্লাহ।"–উক্তিটি কার? (জ্ঞান)
● শেখ মুজিবুর রহমানের খ এ. কে. ফজলুল হকের
গ আইয়ুব খানের ঘ ইয়াহিয়া খানের

১১২. ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে কী নামে প্রচারিত হয়? (জ্ঞান)
ক জনকণ্ঠ ● বজ্রকণ্ঠ গ জনতার কণ্ঠ ঘ মুক্তকণ্ঠ

১১৩. ৭ মার্চের পরবর্তী সময়ে ইয়াহিয়া খান কাকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিয়োগ করেন? (জ্ঞান)
ক নুরুল আমিনকে খ আইয়ুব খানকে
● টিক্কা খানকে ঘ মীর্জা খানকে

১১৪. সত্তরের নির্বাচন পরবর্তীতে কত তারিখে সরকার সামরিক আদেশ জারি করে কর্মকর্তা কর্মচারীকে কর্মস্থলে যোগ দেয়ার নির্দেশ দেন? (জ্ঞান)
ক ৮ মার্চ খ ৯ মার্চ ● ১০ মার্চ ঘ ১২ মার্চ

১১৫. ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের কত তারিখে সামরিক আইন জারি করা হয়? (জ্ঞান)
● ১৩ মার্চ খ ১৪ মার্চ গ ১৫ মার্চ ঘ ১৬ মার্চ

১১৬. ৩৫ দফাভিত্তিক দাবিনামা জারি করেন কে? (জ্ঞান)
ক হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী খ মওলানা ভাসানী
● শেখ মুজিবুর রহমান ঘ এ কে ফজলুল হক

১১৭. কত তারিখে ইয়াহিয়া খান রাজনৈতিক সমস্যা আলোচনার প্রস্তাব নিয়ে ঢাকায় আসেন? (জ্ঞান)
ক ১২ মার্চ খ ১৩ মার্চ ● ১৫ মার্চ ঘ ১৬ মার্চ

১১৮. ইয়াহিয়া–মুজিব আলোচনা শুরু হয় ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের কত তারিখে? (জ্ঞান)
ক ১৪ মাচ খ ১৫ মার্চ ● ১৬ মার্চ ঘ ১৭ মার্চ

১১৯. ইয়াহিয়া–মুজিব আলোচনায় অংশ নিতে জুলফিকার আলী ভুট্টো কত তারিখে ঢাকায় আসেন? (জ্ঞান)
ক ২০ মার্চ ● ২২ মার্চ গ ২৪ মার্চ ঘ ২৫ মার্চ

১২০. কত তারিখে পাকিস্তান সৈন্যরা জয়দেবপুরে নিরীহ মানুষের ওপর হামলা চালায়? (জ্ঞান)
ক ১৭ মার্চ খ ১৮ মার্চ ● ১৯ মার্চ ঘ ২০ মার্চ

১২১. ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২২ মার্চ হঠাৎ জুলফিকার আলী ভুট্টো ঢাকা আসেন কেন? (অনুধাবন)
ক শিক্ষা সম্মেলনে অংশ নিতে
● আলোচনায় অংশ নিতে
গ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে
ঘ পূর্ব পাকিস্তানের অভাব–অভিযোগ জানতে

১২২. পাকিস্তানের প্রজাতন্ত্র দিবস কত তারিখে? (জ্ঞান)
ক ২০ মার্চ খ ২১ মার্চ গ ২২ মার্চ ● ২৩ মার্চ

১২৩. ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে ইয়াহিয়া খান গোপনে ঢাকা ছাড়েন কত তারিখে? (জ্ঞান)
ক ১৫ মার্চ ● ২৫ মার্চ গ ২৬ মার্চ ঘ ২৭ মার্চ

১২৪. পাকিস্তান সামরিক বাহিনীকে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর আক্রমণ চালানোর জন্য নির্দেশ দেন কে? (জ্ঞান)
ক আইয়ুব খান ● ইয়াহিয়া খান
গ টিক্কা খান ঘ নুরুল আমিন

১২৫. অপারেশন সার্চলাইট পরিচালনা করা হয় কত খ্রিস্টাব্দে? (জ্ঞান)
ক ১৯৬৯ খ ১৯৭০ ● ১৯৭১ ঘ ১৯৭২

১২৬. বাঙালিদের ওপর হত্যাকাণ্ডের নীলনকশা তৈরি করা হয় ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের কত তারিখে? (জ্ঞান)
ক ১৫ মার্চ ● ১৭ মার্চ গ ১৮ মার্চ ঘ ১৯ মার্চ

১২৭. অপারেশন সার্চলাইট পরিচালনার নীলনকশা তৈরি করেন কে? (জ্ঞান)
ক টিক্কা খান ও ইয়াহিয়া খান ● টিক্কা খান ও রাও ফরমান আলী
গ ভুট্টো ও মেজর ডালিম ঘ টিক্কা খান ও মেজর ডালিম

১২৮. পূর্ববাংলায় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি নিরস্ত্রীকরণ শুরু হয় কত তারিখ থেকে? (জ্ঞান)
ক ১৮ মার্চ ● ১৯ মার্চ গ ২১ মার্চ ঘ ২৩ মার্চ

১২৯. জয়দেবপুরে সংঘর্ষ বাধে কেন? (অনুধাবন)
● বাঙালি সৈন্যদের নিরস্ত্রীকরণের জন্য
খ গণহত্যা ও নির্যাতনের জন্য
গ অপারেশন সার্চলাইটের জন্য
ঘ অপারেশন পুলিশ ক্যাম্পের জন্য

১৩০. 'পি.আই.এ ফ্লাইট বোয়িং' কোন দেশের বিমানের নাম? (অনুধাবন)
● পশ্চিম পাকিস্তানের খ ভারতের
গ চীনের ঘ ইরাকের

১৩১. ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৪ মার্চ কোন জাহাজ থেকে অস্ত্র খালাস করা শুরু হয়? (জ্ঞান)
ক এম.ভি হাজারী ● এম.ভি সোয়াত
গ এম.ভি সৈকত ঘ এম.ভি নৌ–গ্রাউন্ড

১৩২. ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চে কাকে ঢাকা শহরের দায়িত্ব দেয়া হয়? (জ্ঞান)
ক জেনারেল পীরজাদা খ জেনারেল ওমর
গ জেনারেল টিক্কা খান ● জেনারেল রাও ফরমান আলী

১৩৩. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয় কত তারিখে? (জ্ঞান)
ক ২৪ মার্চ খ ২৫ মার্চ ● ২৬ মার্চ ঘ ২৭ মার্চ

১৩৪. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন কত তারিখে? (জ্ঞান)
ক ২৪ মার্চ খ ২৫ মার্চ ● ২৬ মার্চ ঘ ২৭ মে

১৩৫. আমরা স্বাধীনতা দিবস কত তারিখে পালন করি? (জ্ঞান)
● ২৬ মার্চ খ ২৫ মার্চ গ ১৬ মার্চ ঘ ২৫ এপ্রিল

১৩৬. বঙ্গবন্ধুর সারা জীবনের কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য কী ছিল? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক বাংলাদেশের প্রধান হওয়া খ ভারতের প্রতি আনুগত্য
গ পাকিস্তানের প্রতি বিদ্বেষী ● বাঙালি জাতির মুক্তি

১৩৭. স্বাধীনতা ঘোষণাটি বঙ্গবন্ধু ইংরেজিতে দেন কেন? (অনুধাবন)
ক দেশের শিক্ষিত সমাজ যেন বুঝতে পারে
খ পশ্চিম পাকিস্তানিরা যেন বুঝতে পারে
● বিশ্ববাসী যেন বুঝতে পারে
ঘ সাধারণ মানুষ যেন বুঝতে না পারে

১৩৮. বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয় কোন বেতার কেন্দ্র থেকে? (জ্ঞান)

ⓚ ঢাকা বেতার কেন্দ্র ⓚ খুলনা বেতার কেন্দ্র
● চট্টগ্রাম কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র ⓖ রাজশাহী বেতার কেন্দ্র

১৩৯. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে পুনরায় স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন কে? (জ্ঞান)
ⓚ সৈয়দ নজরুল ইসলাম ● মেজর জিয়াউর রহমান
ⓖ খন্দকার মোশতাক আহমদ ⓖ তাজউদ্দিন আহমদ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৪০. জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সামরিক উপদেষ্টা ছিলেন– (অনুধাবন)
i. হামিদ খান ii. টিক্কা খান iii. পীরজাদা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৪১. ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে গণহত্যার দায়িত্বে ছিল যারা– (অনুধাবন)
i. টিক্কা খান ii. রাও ফরমান আলী iii. ফজলুল হক
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

১৪২. পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আক্রমণ চালায়– (অনুধাবন)
i. রাজারবাগ পুলিশ লাইনে ii. কলকাতার বিভিন্ন স্থানে
iii. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

১৪৩. পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে যে কারণে–(অনুধাবন)
i. বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ii. বাংলাদেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য
iii. স্বাধীনতা অর্জনের জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৪৪. ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চ রাতে গণহত্যা চলেছিল– (প্রয়োগ)
i. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ii. পুরনো ঢাকায়
iii. মিরপুরে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৪৫. পাকিস্তানের সেনাদের সঙ্গে লড়াই করে– (অনুধাবন)
i. বাঙালি পুলিশ ii. আনসার
iii. সাধারণ মানুষ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৪৬. স্বাধীনতার ঘোষণা বাংলাদেশের সকল স্থানে প্রচার করা হয়– (অনুধাবন)
i. টেলিগ্রামের মাধ্যমে ii. টেলিপ্রিন্টারের মাধ্যমে
iii. ইপিআর এর ট্রান্সমিটারে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৪৭. বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার প্রতি সমর্থন ও অংশগ্রহণ করেন বাঙালি– (অনুধাবন)
i. সামরিক বাহিনী ii. আধাসামরিক বাহিনী
iii. স্বাধীনতাকামী জনগণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৪৮ ও ১৪৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
অরবনা তার বান্ধবীদের সাথে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের মাঝে স্থাপিত একটি যাদুঘরে গিয়ে জানতে পারল যে, এই ঐতিহাসিক স্থানে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন।

১৪৮. অরবনা কোন ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারল? (প্রয়োগ)
ⓚ ভাষা আন্দোলন ⓚ গণঅভ্যুত্থান
ⓖ আগরতলা মামলা ● ৭ মার্চের ভাষণ

১৪৯. উক্ত ঘটনা সম্পর্কে সঠিক তথ্যসমূহ হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. জাতির জন্য সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা
ii. বাঙালি স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুপ্রাণিত হয়
iii. সারাদেশে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৫০ ও ১৫১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
ঢাকার রাজারবাগ পুলিশ লাইনে অবস্থিত একটি সামরিক পরিবারের ছেলে রাব্বি। এক গ্রীষ্মের ছুটিতে সে দাদা বাড়িতে ঘুরতে যায়। কিন্তু দশ মাসেও তার আর ফেরা হয় না। দশ মাস পর ঢাকায় এসে সে জানতে পারে এক রাতে পরিবারের সবাই নিহত হয়েছে।

১৫০. অনুচ্ছেদে বর্ণিত রাত কোন তারিখকে নির্দেশ করে? (প্রয়োগ)
ⓚ ১৯ মার্চ ● ২৫ মার্চ ⓖ ২৬ মার্চ ⓖ ১৪ ডিসেম্বর

১৫১. উক্ত রাত্রির ঘটনার ফলে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা করেন
ii. বাঙালি যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়
iii. শুরু হয় অসম লড়াই
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

➲ বাংলাদেশ সরকার (মুজিবনগর সরকার) গঠন

At a Glance

➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ১৭৮

- বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়– ১০ এপ্রিল ১৯৭১।
- অস্থায়ী সরকার শপথ গ্রহণ করে– ১৭ এপ্রিল মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথ তলায়।
- অস্থায়ী সরকার পরিচিত হয়– মুজিবনগর সরকার নামে।
- অস্থায়ী সরকারের সদরদপ্তর ছিল– ৮নং থিয়েটার রোড।
- মুক্তিযুদ্ধে সেক্টর ছিল– ১১টি।
- মুজিবনগর সরকারের ফোর্স ছিল– ৩টি।
- অসীম সাহস নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলে– ইপিআর ও পুলিশ বাহিনী।
- আল–বদর বাহিনীর প্রধান দায়িত্ব ছিল– বাঙালি বুদ্ধিজীবি হত্যা।
- 'পূর্ব পাকিস্তান রাজাকার অর্ডিনেন্স' জারি করেন– টিক্কা খান।
- তীব্র হিন্দু বিদ্বেষী ছিল– পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠি।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৫২. মুক্তিযুদ্ধ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কী গঠিত হয়? (জ্ঞান)
ⓚ ভারত সরকারের আমন্ত্রণে
● পাক বাহিনীর হামলা থেকে রক্ষা পেতে
ⓖ সোভিয়েত ইউনিয়নের পরামর্শে
ⓖ শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে

১৫৩. ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ সরকার কোথায় শপথ গ্রহণ করেন? (জ্ঞান)
ⓚ কলকাতায় ⓚ যশোরের নওয়াপাড়ায়
ⓖ খুলনার খালিশপুরে ● মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায়

১৫৪. মুজিবনগর এর পূর্বনাম কী ছিল? (জ্ঞান)
● বৈদ্যনাথতলা ⓚ মেহেরপুর ⓖ নবাবগঞ্জ ⓖ কুষ্টিয়া

১৫৫. ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১০ এপ্রিল গঠিত বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকারের নাম কী ছিল? (জ্ঞান)
● মুজিবনগর সরকার ⓚ মেহেরপুর সরকার
ⓖ তাজউদ্দিন সরকার ⓖ ভবেরপাড়া সরকার

১৫৬. ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৭ এপ্রিল গুরুত্বপূর্ণ কেন? (অনুধাবন)
ⓚ বাংলাদেশ সরকার গঠিত হওয়ায়
ⓚ বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ায়
● বাংলাদেশ সরকার শপথ গ্রহণ করায়
ⓖ যশোর শত্রুমুক্ত হওয়ায়

১৫৭. মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার ভবেরপাড়ায় গিয়ে রাকিব হাসানের একটি ঐতিহাসিক ঘটনা মনে পড়ে যায়। রাকিব হাসানের কোন ঘটনা মনে পড়ে যায়? (প্রয়োগ)
● মুজিবনগর সরকার গঠন ⓚ ৭০'র নির্বাচন
ⓖ ৬৯'র গণঅভ্যুত্থান ⓖ ৬৬'র ছয় দফা দাবি

১৫৮. পরবর্তীতে মুজিবনগর সরকারের সদর দপ্তর কোথায় স্থানান্তরিত করা হয়? (জ্ঞান)
ক দিল্লিতে খ ঢাকায় ● কলকাতায় ঘ চট্টগ্রামে

১৫৯. বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন? (জ্ঞান)
● শেখ মুজিবুর রহমান খ মনসুর আলী
গ সৈয়দ নজরুল ইসলাম ঘ তাজউদ্দিন

১৬০. মুজিবনগর সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কে ছিলেন? (জ্ঞান)
● এএইচএম কামরুজ্জামান খ এ কে খন্দকার
গ আবদুর রব ঘ এম. মনুসর আলী

১৬১. মুজিবনগর সরকারের প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন? (জ্ঞান)
ক লে. কর্নেল আবদুর রব খ আ. স. ম. আব্দুর রব
● কর্নেল ওসমানী ঘ এ কে খন্দকার

১৬২. মুজিবনগর সরকারের প্রধান চিফ অব স্টাফ কে ছিলেন? (জ্ঞান)
● লে. কর্নেল আবদুর রব খ এ. কে. খন্দকার
গ এম. এ. জি ওসমানী ঘ তাজউদ্দিন আহমদ

১৬৩. বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের কয়টি মন্ত্রণালয় ছিল? (জ্ঞান)
ক ১০ খ ১১ ● ১২ ঘ ১৩

১৬৪. মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয়েছিল কীভাবে? (অনুধাবন)
ক বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে
● ১৯৭০–এর নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে
গ শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠদের নিয়ে
ঘ সকল বাহিনী নিয়ে

১৬৫. শামীমের বাবা সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কমান্ডার। শামীম গর্ব করে, তার বাবা জীবনবাজি রেখে বাংলাদেশ স্বাধীন করেছেন। শামীমের বাবা কোন বাহিনীর সদস্য? (প্রয়োগ)
ক হানাদার বাহিনী ● মুক্তিবাহিনী
গ আলবদর বাহিনী ঘ আল শামশ বাহিনী

১৬৬. মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর সরকারের প্রচারণা ও সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেন কে? (জ্ঞান)
● আবু সাঈদ খ খন্দকার মোস্তাক
গ লে. কর্নেল আবদুর রব ঘ আ. স. ম. আব্দুর রব

১৬৭. পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলন–সংগ্রামের পিছনে কাদের হাত রয়েছে বলে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বিশ্বাস করত? (জ্ঞান)
● হিন্দু সম্প্রদায় খ মুসলিম সম্প্রদায়
গ খ্রিস্টান সম্প্রদায় ঘ বৌদ্ধ সম্প্রদায়

১৬৮. ১০ এপ্রিল সরকার কতটি জোনে বাংলাদেশ ভাগ করেন? (জ্ঞান)
ক ৩ ● ৪ গ ৫ ঘ ৬

১৬৯. মুক্তিযুদ্ধে প্রথম অবস্থায় সেক্টর কমান্ডার ছিল কত জন? (জ্ঞান)
ক ৩ ● ৪ গ ৬ ঘ ৯

১৭০. ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয় কত তারিখে? (জ্ঞান)
ক ১০ এপ্রিল ● ১১ এপ্রিল গ ১২ এপ্রিল ঘ ১৭ এপ্রিল

১৭১. মুক্তিযুদ্ধে কয়টি ব্রিগেড ফোর্স ছিল? (জ্ঞান)
● ৩ খ ৪ গ ৫ ঘ ১১

১৭২. পূর্বপাকিস্তানের আন্দোলন সংগ্রামের পেছনে কাদের ইন্ধন আছে বলে পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী বিশ্বাস করত? (জ্ঞান)
ক মালদ্বীপ খ মায়ানমার গ নেপাল ● ভারত

১৭৩. কাদেরিয়া বাহিনী গড়ে উঠেছিল কোথায়? (জ্ঞান)
● টাঙ্গাইলে খ ঢাকায় গ আগরতলায় ঘ যশোরে

১৭৪. কাদেরিয়া বাহিনী গঠন করেছিলেন কে? (জ্ঞান)
ক আ. কাদের খ ফজলুল কাদের
● কাদের সিদ্দিকী ঘ কর্নেল ওসমানী

১৭৫. মুক্তিযুদ্ধের সময় আলবদর বাহিনীর প্রধান দায়িত্ব কী ছিল? (জ্ঞান)
ক শান্তি কমিটি গঠন খ যুদ্ধ থামানো
● বুদ্ধিজীবী হত্যা ঘ অর্ডিন্যান্স জারি

১৭৬. পাকিস্তান সামরিক বাহিনী ধ্বংসলীলায় মেতে ওঠে কবে থেকে? (জ্ঞান)
ক ২৫ মার্চ ● ২৬ মার্চ গ ২৭ মার্চ ঘ ২৮ মার্চ

১৭৭. ২৫ মার্চ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান বাহিনী ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে যায় কোন সময়ে? (জ্ঞান)
● রাত সাড়ে এগারোটায় খ রাত বারোটায়
গ সকাল সাড়ে এগারোটায় ঘ সকাল ছয়টায়

১৭৮. সাধারণ জনতা ঢাকার রাজপথে ব্যারিকেড দেয় কেন? (অনুধাবন)
ক নেতৃত্বের অভাবে খ প্রতিরোধের জন্য
● গণহত্যা বন্ধ করার জন্য ঘ আত্মরক্ষার জন্য

১৭৯. ইপিআর ও পুলিশ বাহিনী কীভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলে? (অনুধাবন)
● অসীম সাহস নিয়ে
খ পাকহানাদার বাহিনীর সহায়তায়
গ পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর নির্যাতন রোধ
ঘ সামরিক বেসামরিক প্রশাসন পরিচালনার মাধ্যমে

১৮০. পাকিস্তানি শাসকদের মতে পাকিস্তানের অখণ্ডতার প্রতি হুমকির কারণ কারা? (অনুধাবন)
ক মুসলমানরা খ খ্রিস্টানরা ● হিন্দুরা ঘ ইহুদিরা

১৮১. পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হিন্দু বিদ্বেষী দৃষ্টিভঙ্গি কী প্রমাণ করে? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক অসাম্প্রদায়িকতা ● সাম্প্রদায়িকতা
গ স্বদেশপ্রেমী মনোভাব ঘ জাতি বিদ্বেষী মনোভাব

১৮২. পাকিস্তানের মতে বাঙালি হিন্দুদের পেছনে কার হাত ছিল? (জ্ঞান)
ক মিয়ানমারের ● ভারতের গ বাংলাদেশের ঘ নেপালের

১৮৩. অসহায় নগরবাসী আত্মরক্ষার সুযোগ পায়নি কেন? (অনুধাবন)
● অতর্কিত আক্রমণের ফলে খ ভয়ে
গ নির্যাতনের ফলে ঘ প্রতিরোধ ভেঙে ফেলায়

১৮৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাক বাহিনীর রোষানলে পড়ে কেন? (অনুধাবন)
ক দেশদ্রোহী অপরাধের জন্য ● সরকারবিরোধী আন্দোলনের জন্য
গ হিন্দুদের সমর্থনের জন্য ঘ হিন্দু বেশি ছিল বলে

১৮৫. ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে পাকবাহিনীর রোষানলে পড়ে কোন বিশ্ববিদ্যালয়? (জ্ঞান)
ক সিলেট বিশ্ববিদ্যালয় খ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
● ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঘ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

১৮৬. পাকিস্তানিদের পৈশাচিকতায় ঢাকা কিসে পরিণত হয়? (জ্ঞান)
● মৃত্যুপুরিতে খ নরকে
গ শান্তিভূমিতে ঘ পবিত্র নগরীতে

১৮৭. ২৫ মার্চের রাতের পর থেকে ঢাকার চারদিকে আর্তনাদ ও হাহাকারের কারণ কী ছিল? (অনুধাবন)
ক সেনা বিদ্রোহ খ বিডিআর বিদ্রোহ
● পাকিস্তানি বাহিনীর হামলা ঘ ইপিআর বাহিনীর হামলা

১৮৮. মুক্তিযুদ্ধের সময় বুদ্ধিজীবীদের পরিকল্পিতভাবে হত্যা করার কারণ কী ছিল? (প্রয়োগ)
ক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য খ সাংস্কৃতিক মুক্তির জন্য
● দেশকে মেধাশূন্য করার জন্য ঘ যুদ্ধ জয়ের জন্য

১৮৯. পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসররা কত লাখ বাঙালিকে হত্যা করেছিল? (প্রয়োগ)
ক ২০ ● ৩০ গ ৩৫ ঘ ৪০

১৯০. পূর্ব পাকিস্তানে রাজাকার অর্ডিন্যান্স জারি করেন কে? (জ্ঞান)
ক ইয়াহিয়া খান খ মোনায়েম খান
গ আইয়ুব খান ● টিক্কা খান

১৯১. রাজাকারদের প্রশিক্ষণের মেয়াদ ছিল কত দিন? (জ্ঞান)
ক ৬ ● ৭ গ ১০ ঘ ১২

১৯২. রাজাকারদের ট্রেনিং দিত কে? (জ্ঞান)
● পাক বাহিনী খ ভারতের বাহিনী
গ আমেরিকান বাহিনী ঘ ন্যাটো বাহিনী

১৯৩. বাঙালির ওপর আলবদর বাহিনীর অত্যাচারের যথার্থ কারণ কী? (উচ্চতর দক্ষতা)
● তারা পাকবাহিনীর দোসর ছিল খ তারা মুক্তি বাহিনীর সদস্য ছিল
গ তারা ছাত্রলীগের সদস্য ছিল ঘ তারা শান্তি কমিটির সদস্য ছিল

১৯৪. অন্যান্য ইসলামী ছাত্রসংঘ কোন বাহিনীর সদস্য ছিল? (জ্ঞান)
● আল শামস খ আলবদর
গ মুজাহিদ কমিটি ঘ শান্তি কমিটি

১৯৫. মুক্তিযুদ্ধের সময় আলবদর বাহিনীর প্রধান দায়িত্ব কী ছিল? (জ্ঞান)
ক শান্তি কমিটি গঠন খ যুদ্ধ থামানো
● বুদ্ধিজীবী হত্যা ঘ অর্ডিন্যান্স জারি

১৯৬. রাজাকার ছাড়াও কোন বাহিনী অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ছিল? (জ্ঞান)
ক আল শামস খ শান্তি কমিটি

● আলবদর ⓘ মুজাহিদ কমিটি

১৯৭. মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতায় প্রথম সংগঠন হিসেবে কোনটি সমর্থনযোগ্য? (জ্ঞান)
ⓚ আলবদর ⓛ রাজাকার ⓜ আল শামস ● শান্তি কমিটি

১৯৮. শান্তি কমিটি বিস্তার লাভ করে কীভাবে? (অনুধাবন)
● বিভিন্ন দলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ⓛ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে
ⓜ বুদ্ধিজীবী হত্যার মাধ্যমে ⓘ অপকর্মে সহায়তার মাধ্যমে

১৯৯. 'ঢাকা নাগরিক শান্তি কমিটি' গঠিত হলে তার আহ্বায়ক কে ছিলেন? (জ্ঞান)
ⓚ তাজউদ্দিন আহমদ ⓛ এম মনসুর আলী
ⓜ খাজা নাজিমুদ্দিন ● খাজা খয়েরুদ্দিন

২০০. ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চের পর পাকবাহিনীর প্রধান লক্ষ্য কী ছিল? (উচ্চতর দক্ষতা)
ⓚ লুটপাট করা ● ভূমি দখল করা
ⓜ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ধ্বংস করা ⓘ বুদ্ধিজীবী হত্যা করা

২০১. পাকিস্তান সেনাবাহিনী 'পোড়া মাটি নীতি'র লক্ষ্য কী ছিল? (উচ্চতর দক্ষতা)
ⓚ বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্বজনমত সৃষ্টি
● ভূখণ্ডের মানুষদের হত্যা করে ভূমির দখল নেওয়া
ⓜ সরকারের পক্ষে প্রচারণা
ⓘ মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা

২০২. দালালচক্র পাকবাহিনীকে সাহায্য করেছে কীভাবে? (অনুধাবন)
ⓚ সরাসরি যুদ্ধের মাধ্যমে ⓛ সামাজিকভাবে সহায়তার মাধ্যমে
● মানবতাবিরোধী অপরাধের মাধ্যমে ⓘ অর্থনৈতিকভাবে সাহায্যের মাধ্যমে

২০৩. পাক বাহিনীর দোসর কারা ছিল? (জ্ঞান)
● এদেশীয় দালালচক্র ⓛ অবাঙালি
ⓜ বিদেশি চক্র ⓘ মুক্তিবাহিনী

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২০৪. মুজিবনগর সরকার– (অনুধাবন)
i. ১০ এপ্রিল গঠিত হয় ii. অস্থায়ী সরকার
iii. ১৭ এপ্রিল শপথ নেয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ● i, ii ও iii

২০৫. মুজিবনগর সরকারের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন– (অনুধাবন)
i. তাজউদ্দিন আহমদ
ii. এম. মনসুর আলী
iii. এম. এ জি ওসমানী
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও ii ⓜ ii ও iii ● i, ii ও iii

২০৬. সৈয়দ নজরুল ইসলামের ক্ষেত্রে সমর্থনযোগ্য– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. তিনি ছিলেন আওয়ামী লীগের শীর্ষ স্থানীয়
ii. তিনি বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহচর
iii. তিনি মুজিব সরকারের উপরাষ্ট্রপতি ছিলেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ● i, ii ও iii

২০৭. মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত– (অনুধাবন)
i. প্রতিরক্ষা ii. পররাষ্ট্র iii. প্রকৌশল বিভাগ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ● i, ii ও iii

২০৮. পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে সহযোগিতা করেছে– (প্রয়োগ)
i. রাজাকার ii. আলবদর iii. শান্তি কমিটি
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ● i, ii ও iii

২০৯. মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় বিরোধিতা করে– (অনুধাবন)
i. জামায়াতে ইসলামী ii. মুসলিম লীগ
iii. নেজামে ইসলামী
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের ছকটি পড় এবং ২১০ ও ২১১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রাষ্ট্রপতি	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
প্রধানমন্ত্রী	তাজউদ্দিন আহমদ
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী	এ. এইচ. এম কামরুজ্জামান
অর্থমন্ত্রী	ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী

২১০. ছকটিতে কোন সরকারের গঠন তুলে ধরা হয়েছে? (প্রয়োগ)
ⓚ যুক্তফ্রন্ট সরকারের ● মুজিবনগর সরকারের
ⓜ আইয়ুব সরকারের
ⓘ স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকারের

২১১. ১৯৭১–এ উক্ত সরকার ভূমিকা রেখেছিল– (অনুধাবন)
i. মুক্তিযুদ্ধ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায়
ii. বিশ্ব জনমত সৃষ্টিতে
iii. মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের পুনর্গঠনে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২১২ ও ২১৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
আসলাম কাদেরিয়া বাহিনীর একজন অন্যতম সদস্য। তিনি আগরতলা থেকে সামান্য কিছু দিনের সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়ে টাঙ্গাইলে অবস্থানরত পাকবাহিনীর ওপর কৌশলে অতর্কিত হামলা চালান।

২১২. অনুচ্ছেদের আসলাম পাকবাহিনীর ওপর কোন ধরনের আক্রমণ চালিয়েছিল? (প্রয়োগ)
ⓚ সম্মুখ আক্রমণ ● গেরিলা আক্রমণ
ⓜ সাঁড়াশি আক্রমণ ⓘ উড়ন্ত আক্রমণ

২১৩. মুক্তিযুদ্ধে এ ধরণের আক্রমণের ফলে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. পাকবাহিনী শান্তি কমিটি গঠন করে
ii. মুক্তি নিশ্চিত হয়
iii. পাকবাহিনী সহজে পর্যুদস্ত করা যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

➲ মুক্তিযুদ্ধ ও বিভিন্ন সংগঠন ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ১৮২

At a Glance

- দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রামের ফসল– মহান মুক্তিযুদ্ধ।
- মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছিল– ছাত্র।
- স্বাধীনতা যুদ্ধে যে কোনো প্রকার ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিল– কৃষকেরা।
- মুক্তিযুদ্ধে দুজন নারীকে 'বীরপ্রতীক' খেতাব দেয়া হয় তারা হলেন– তারামন বিবি ও সেতারা বেগম।
- যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করে– স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র।
- মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ও মুজিবনগর সরকারের রাষ্ট্রপতি ছিলেন– বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
- মুক্তিযুদ্ধ সফলভাবে পরিচালনা করেন– তাজউদ্দিন আহমেদ।
- মুজিবনগর সরকারের অর্থমন্ত্রী ছিলেন– ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী।
- শরনার্থীদের জন্য ত্রান সংগ্রহে ভূমিকা ছিল– এ.এইচ.এম কামরুজ্জামান।
- মুজিবনগর সরকারের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন– সৈয়দ নজরুল ইসলাম।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২১৪. দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক আন্দোল–সংগ্রামের ফসল কোনটি? (জ্ঞান)
ⓚ সিপাহী বিদ্রোহ ⓛ ভাষা আন্দোলন
ⓜ গণঅভ্যুত্থান ● মহান মুক্তিযুদ্ধ

২১৫. মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী রাজনৈতিক দল কোনটি? (জ্ঞান)
ⓚ বিএনপি ⓛ জাতীয় পার্টি
ⓜ জামায়াতে ইসলামী ● আওয়ামী লীগ

২১৬. সমমনা বাম রাজনৈতিক দলসমূহ নিয়ে আওয়ামী লীগ কত তারিখে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করে? (জ্ঞান)
● সেপ্টেম্বর ১৯৭১ ⓛ অক্টোবর ১৯৭১
ⓜ নভেম্বর ১৯৭১ ⓘ ডিসেম্বর ১৯৭১

২১৭. মোহাম্মদ তোয়াহার নেতৃত্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি কী নামে পরিচিত? (জ্ঞান)
● পিকিংপন্থী ⓚ পাকিস্তানি দোসর ⓖ বামপন্থী ⓘ দালালচক্র

২১৮. মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি ছিল কারা? (জ্ঞান)
● ছাত্ররা ⓚ কৃষকরা
ⓖ নারীরা ⓘ গণসাইন কর্মীরা

২১৯. যুদ্ধের সময় ছাত্ররা কোথায় প্রশিক্ষণ নেয়? (জ্ঞান)
● ভারতে ⓚ ভুটানে ⓖ গ্রামে ⓘ পল্লিতে

২২০. মুক্তিযুদ্ধে কাদের অবদান গৌরবময় ছিল? (জ্ঞান)
● কৃষকদের ⓚ শিক্ষকদের ⓖ শিশুদের ⓘ নারীদের

২২১. মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিত নারীদের বঙ্গবন্ধু কী নামে সম্বোধন করেছেন? (অনুধাবন)
● বীরাঙ্গনা ⓚ বীরপ্রতীক ⓖ বীরবিক্রম ⓘ বীরশ্রেষ্ঠ

২২২. দুজন নারী 'বীরপ্রতীক' খেতাব অর্জন করেন কেন? (অনুধাবন)
● মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ
ⓚ যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য
ⓖ যুদ্ধে অত্যাচারের শিকার হওয়ার জন্য
ⓘ পাকবাহিনীর মোকাবিলা করার জন্য

২২৩. মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য তারামন বিবি কী খেতাব পান? (জ্ঞান)
ⓚ নারী মুক্তিযোদ্ধা ⓚ বীরবিক্রম
ⓖ বীরশ্রেষ্ঠ ● বীরপ্রতীক

২২৪. চট্টগ্রাম বেতারশিল্পী ও সংস্কৃতিকর্মীরা স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র চালু করেন কত তারিখে? (জ্ঞান)
ⓚ ২৫ মার্চ ● ২৬ মার্চ ⓖ ২৭ মার্চ ⓘ ২৯ মার্চ

২২৫. মুক্তিযুদ্ধের মূল নিয়ামক শক্তি ছিল কারা? (জ্ঞান)
ⓚ ইপিআর ● জনগণ ⓖ প্রচার মাধ্যম ⓘ বুদ্ধিজীবী

২২৬. মুক্তিযুদ্ধে শহিদের সংখ্যা কত? (জ্ঞান)
ⓚ বিশ লাখ ● ত্রিশ লাখ ⓖ দশ লাখ ⓘ পঁচিশ লাখ

২২৭. ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবর্গ অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন কেন? (অনুধাবন)
ⓚ নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্য ● বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য
ⓖ উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের জন্য ⓘ শান্তি কমিটি গঠনের জন্য

২২৮. বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল নেতৃত্ব দেন কে? (জ্ঞান)
● শেখ মুজিবুর রহমান ⓚ জিয়াউর রহমান
ⓖ এম এজি ওসমানী ⓘ তাজউদ্দিন আহমদ

২২৯. ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠিত হয় কত খ্রিস্টাব্দে? (জ্ঞান)
ⓚ ১৯৪৯ ● ১৯৪৮ ⓖ ১৯৫০ ⓘ ১৯৪৭

২৩০. আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় কত খ্রিস্টাব্দে? (জ্ঞান)
ⓚ ১৯৪৬ ⓚ ১৯৪৭ ⓖ ১৯৪৮ ● ১৯৪৯

২৩১. যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন হয় কত খ্রিস্টাব্দে? (জ্ঞান)
● ১৯৫৪ ⓚ ১৯৫৫ ⓖ ১৯৭০ ⓘ ১৯৭১

২৩২. কোন খ্রিস্টাব্দের সংবিধানে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়? (জ্ঞান)
ⓚ ১৯৪৭ ⓚ ১৯৪৮ ⓖ ১৯৪৯ ● ১৯৫৬

২৩৩. আইয়ুব খানের সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন কত খ্রিস্টাব্দে হয়? (জ্ঞান)
ⓚ ১৯৪৭ ⓚ ১৯৫৭ ● ১৯৫৮ ⓘ ১৯৬০

২৩৪. পাকিস্তানের ২৪ বছরের শাসনকালে বঙ্গবন্ধু কত বছর কারাগারে কাটিয়েছেন? (জ্ঞান)
ⓚ ৯ ⓚ ১০ ● ১২ ⓘ ১৩

২৩৫. মুক্তিযুদ্ধের সময় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক কে ছিলেন? (জ্ঞান)
● তাজউদ্দিন আহমদ ⓚ শেখ মুজিবুর রহমান
ⓖ মনসুর আলী ⓘ সৈয়দ নজরুল ইসলাম

২৩৬. নিচের ছবিতে দেখানো ব্যক্তি মুজিবনগর অস্থায়ী সরকারের কী ছিলেন? (প্রয়োগ)

ⓚ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ● প্রধানমন্ত্রী
ⓖ অর্থমন্ত্রী ⓘ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

২৩৭. বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে কে মুক্তিযুদ্ধের সফল নেতৃত্ব প্রদান করেন? (জ্ঞান)
ⓚ সৈয়দ নজরুল ইসলাম ⓚ এম মনসুর আলী
● তাজউদ্দিন আহমদ ⓘ মওলানা ভাসানী

২৩৮. মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য গঠিত উপদেষ্টা কমিটির আহ্বায়ক কে ছিলেন? (জ্ঞান)
ⓚ শেখ মুজিবুর রহমান ● তাজউদ্দিন আহমদ
ⓖ নজরুল ইসলাম ⓘ মওলানা ভাসানী

২৩৯. ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন? (অনুধাবন)
ⓚ তাজউদ্দিন আহমদ ● সৈয়দ নজরুল ইসলাম
ⓖ মনসুর আলী ⓘ কামরুজ্জামান

২৪০. ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের গণঅভ্যুত্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন কে? (জ্ঞান)
ⓚ তাজউদ্দিন আহমদ ⓚ সৈয়দ নজরুল ইসলাম
ⓖ মনসুর আলী ● মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৪১. মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতা করে– (অনুধাবন)
i. বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি ii. পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি
iii. পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৪২. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র চালু করে– (অনুধাবন)
i. চট্টগ্রাম বেতার শিল্পীরা ii. বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা
iii. চট্টগ্রাম সংস্কৃতি কর্মীরা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৪৩. ত্রিশ লাখ শহিদ জীবন দিয়েছেন যে কারণে– (অনুধাবন)
i. এদেশের পতাকার মর্যাদা রক্ষার জন্য
ii. নাগরিকত্ব অর্জনের জন্য
iii. স্বাধীনতা অর্জনের জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৪৪ ও ২৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
আয়েশা ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ের একজন প্রাপ্তবয়স্ক নারী। মুক্তিযুদ্ধে পুরুষের পাশাপাশি তারও অসামান্য অবদান রয়েছে।

২৪৪. অনুচ্ছেদে কোন প্রসঙ্গে বলা রেখেছে? (প্রয়োগ)
ⓚ মুক্তিযুদ্ধে কৃষকের অবদান ⓚ মুক্তিযুদ্ধে ছাত্রের অবদান
ⓖ মুক্তিযুদ্ধে শ্রমিকের অবদান ● মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদান

২৪৫. আয়েশার মতো মুক্তিযোদ্ধারা সর্বোচ্চ কোন খেতাবে ভূষিত হয়েছে? (উচ্চতর দক্ষতা)
ⓚ বীরশ্রেষ্ঠ ⓚ বীর বিক্রম ⓖ বীর উত্তম ● বীর প্রতীক

➲ মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বজনমত ও বিভিন্ন দেশের ভূমিকা

➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ১৮৬

At a Glance

- প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে সমর্থন করে– গোটাবিশ্ব।
- বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসের সঙ্গে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী– ইন্দিরা গান্ধীর অবদান অপরিসীম।
- বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি দেয়– ভারত।
- ইয়াহিয়াকে বাংলাদেশের জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য বলেন– তৎকালিন সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রপ্রধান।
- মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে সংবাদ প্রচার করে ব্রিটেনের গণমাধ্যম– বিবিসি।
- মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্বজনমত সৃষ্টি ও দানসহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করেন– বিখ্যাত সংগীত শিল্পী জর্জ হ্যারিসন।
- মুক্তিযুদ্ধে জাতিসংঘের ভূমিকা ছিল– নিরব দর্শকের মতো।
- 'যৌথ কমান্ড' গঠন করে– ভারত।
- বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সরাসরি সমর্থন জানায়– ভারত।
- বহির্বিশ্বে মুক্তিযুদ্ধের প্রচারের প্রধান কেন্দ্র ছিল– লন্ডন।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৪৬. মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা কেন গুরবত্বপূর্ণ? (অনুধাবন)
● মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি সহযোগিতার জন্য
ⓚ জাতিসংঘে ভেটো প্রদানের জন্য
ⓖ ভাষা আন্দোলনে সহযোগিতার জন্য
ⓘ পাকবাহিনীকে সহযোগিতার জন্য

২৪৭. মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? (জ্ঞান)
● ইন্দিরা গান্ধী ⓚ মহাত্মা গান্ধী ⓖ অটল বিহারী ⓘ সোনিয়া গান্ধী

২৪৮. বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসের সঙ্গে কার নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত? (জ্ঞান)
ⓚ রাহুল গান্ধী ● ইন্দিরা গান্ধী ⓖ সোনিয়া গান্ধী ⓘ রাজীব গান্ধী

২৪৯. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে প্রথম আন্তর্জাতিক পরিসরে পরিচিত করে দেন কে? (জ্ঞান)
ⓚ হিলারি ক্লিনটন ⓚ বিল ক্লিনটন
ⓖ রাজীব গান্ধী ● ইন্দিরা গান্ধী

২৫০. ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে গণহত্যা শুরু হলে এ দেশের প্রায় এক কোটি মানুষ পার্শ্ববর্তী কোন দেশে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়? (জ্ঞান)
● ভারত ⓚ ভুটান ⓖ নেপাল ⓘ মায়ানমার

২৫১. ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের কত তারিখে পাকিস্তান ভারতে বিমান হামলা চালায়? (জ্ঞান)
ⓚ ১ মে ⓚ ৭ আগস্ট ⓖ ২ ডিসেম্বর ● ৩ ডিসেম্বর

২৫২. কোন দেশের সরকার 'যৌথ কমান্ড' গঠন করে? (জ্ঞান)
ⓚ বাংলাদেশ ● ভারত ⓖ ভুটান ⓘ ঘানা

২৫৩. ভারত কত তারিখে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়? (জ্ঞান)
ⓚ ১ ডিসেম্বর ⓚ ৩ ডিসেম্বর ⓖ ৫ ডিসেম্বর ● ৬ ডিসেম্বর

২৫৪. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের পর কোন দেশ বেশি অবদান রাখে? (জ্ঞান)
● রাশিয়া ⓚ ভুটান ⓖ আমেরিকা ⓘ চীন

২৫৫. সোভিয়েত ইউনিয়ন কীভাবে মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখে? (অনুধাবন)
ⓚ বাংলাদেশকে অস্ত্র দিয়ে ● আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি করে
ⓖ পাকিস্তানে হামলা চালিয়ে ⓘ অর্থের যোগান দিয়ে

২৫৬. নিরাপত্তা পরিষদে ভেটো প্রদান করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে কোন দেশ? (জ্ঞান)
ⓚ ভারত ● সোভিয়েত ইউনিয়ন
ⓖ চীন ⓘ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

২৫৭. বিবিসি কোন দেশের প্রচার মাধ্যম হিসেবে কাজ করে? (জ্ঞান)
● ব্রিটেন ⓚ আরব আমিরাত ⓖ রাশিয়া ⓘ আমেরিকা

২৫৮. ব্রিটেনের সংবাদমাধ্যমে কী প্রচারিত হয়? (জ্ঞান)
ⓚ সেনাবাহিনীর অত্যাচার ⓚ পাকিস্তানের উন্নতি
● পাকিস্তান বাহিনীর অত্যাচার ⓘ বাংলাদেশের উন্নতি

২৫৯. বহির্বিশ্বে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারের প্রাণকেন্দ্র ছিল কোনদেশ? (জ্ঞান)
● লন্ডন ⓚ প্যারিস ⓖ নিউইয়র্ক ⓘ ওয়াশিংটন ডিসি

২৬০. জর্জ হ্যারিসন কোন দেশের নাগরিক ছিলেন? (জ্ঞান)
● ব্রিটেন ⓚ রাশিয়া ⓖ ফ্রান্স ⓘ আমেরিকা

২৬১. জর্জ হ্যারিসনের কনসার্টে কত হাজার লোকের সমাগম হয়েছিল? (জ্ঞান)
ⓚ ২০,০০০ ⓚ ৩০,০০০ ● ৪০,০০০ ⓘ ৫০,০০০

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৬২. ভারত বাংলাদেশকে সাহায্য করে– (অনুধাবন)
i. যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দিয়ে ii. শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়ে
iii. খাদ্য সরবরাহ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৬৩. সোভিয়েত রাষ্ট্রপ্রধান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে আহ্বান জানান যে কারণে– (অনুধাবন)
i. বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধ করার জন্য
ii. অগ্নিসংযোগ বন্ধ করার জন্য
iii. নারী নির্যাতন বন্ধ করার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৬৪. জাতিসংঘের মূল লব্য ও উদ্দেশ্য ছিল– (উচ্চতর দৰতা)
i. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া ii. বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা
iii. নিরাপত্তা রৰা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

➲ স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ১৮৮

At a Glance

- নয়মাস রক্তৰয়ী যুদ্ধের পর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়– ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১।
- লে. জেনারেল আমীর আব্দুলরাহ খান নিয়াজী আত্মসমর্পণ করেন– যৌথ কমান্ডের প্রধান লে. জেনারেল জগজিৎ সিং আরোরার কাছে।
- বাংলাদেশ সরকারের পৰে প্রতিনিধিত্ব করেন– গ্রুপ ক্যাপ্টেন একে খন্দকার।
- সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের নাম– গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।
- সর্বপ্রথম স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠা করেন– শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ।
- মহাভারত ও গ্রীক ঐতিহাসিক টলেমির লেখায় উলেরখ পাওয়া যায়– বাংলাদেশের।
- প্রথম জাতীয় পতাকা ডিজাইন করেছেন– শিবনারায়ণ দাস।
- জাতীয় পতাকার চূড়ান্ত ডিজাইন করেন– কামরৰল হাসান।
- বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের রচনাকার– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের কণ্ঠসংগীত হল– ১০ লাইন।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৬৫. ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের কত তারিখে যৌথ কমান্ড গঠন করা হয়? (জ্ঞান)
ⓚ ২০ নভেম্বর ● ২১ নভেম্বর ⓖ ২২ নভেম্বর ⓘ ২৩ নভেম্বর

২৬৬. ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারতে হামলা চালায় কেন? (অনুধাবন)
ⓚ মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানকে সাহায্য না করায়
● মুক্তিযুদ্ধকে অন্যখাতে প্রভাবিত করতে
ⓖ ভারতীয় বাহিনী কাশ্মীর দখল করায়
ⓘ ভারত–পাকিস্তান ঐক্যে অপরের চিরমুক্ত বলে

২৬৭. আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণের পূর্বেই হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর নৈতিক পরাজয় ঘটে কেন? (অনুধাবন)
ⓚ বাঙালির শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী চেতনার জন্য
ⓚ মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য
ⓖ ৰমতা হস্তান্তর করার জন্য
● যৌথবাহিনীর সুপরিকল্পিত প্রবল আক্রমণে

২৬৮. জেনারেল নিয়াজি কত হাজার সৈন্য নিয়ে আত্মসমর্পণ করেন? (জ্ঞান)
ⓚ ৭০ ⓚ ৮৩ ● ৯৩ ⓘ ৯৮

২৬৯. জেনারেল নিয়াজী ৯৩ হাজার সৈন্যসহ আত্মসমর্পণ করেন কত তারিখে? (জ্ঞান)
ⓚ ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ ⓚ ৮ ডিসেম্বর, ১৯৭১
ⓖ ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১ ● ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

২৭০. নিয়াজি কার কাছে আত্মসমর্পণ করেন? (জ্ঞান)
● জগজিৎ সিং অরোরা ⓚ ইন্দিরা গান্ধী
ⓖ ওসমানী ⓘ বঙ্গবন্ধু

২৭১. আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন কে? (জ্ঞান)
ⓚ কর্নেল ওসমানী ⓚ মেজর জিয়াউর রহমান
ⓖ গ্রুপ ক্যাপ্টেন আব্দুর রব ● গ্রুপ ক্যাপ্টেন একে খন্দকার

২৭২. পাক বাহিনীকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করা হয়েছিল কীভাবে? (অনুধাবন)
● রক্তৰয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ⓚ অসহযোগিতা নীতির মাধ্যমে
ⓖ ভেটো প্রদানের মাধ্যমে ⓘ ঘৃণার মাধ্যমে

২৭৩. সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের মধ্যে কততম দেশ? (জ্ঞান)
● প্রথম ⓚ দ্বিতীয় ⓖ তৃতীয় ⓘ চতুর্থ

২৭৪. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ কত মাস স্থায়ী হয়েছিল? (জ্ঞান)
ⓚ ৭ ● ৯ ⓖ ১১ ⓘ ৩

২৭৫. আমাদের মহান বিজয় দিবস কত তারিখে? (জ্ঞান)
ⓚ ১৪ ডিসেম্বর ● ১৬ ডিসেম্বর ⓖ ৭ মার্চ ⓘ ২৬ মার্চ

২৭৬. বাঙালি জাতির জীবনে ১৬ ডিসেম্বরের তাৎপর্য কী? (উচ্চতর দৰতা)
● শাসন–শোষণের হাত থেকে মুক্তি লাভ
ⓚ বাঙালির অর্থভাণ্ডারের সম্মৃধি
ⓖ স্বাধীন সরকার গঠন ⓘ বাংলা ভাষার মর্যাদা লাভ

২৭৭. বাংলাদেশের সাংবিধানিক নাম কী? (জ্ঞান)
ক সমাজতান্ত্রিক বাংলা ● গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
গ বাংলাদেশ সরকার ঘ সোনার বাংলা

২৭৮. মহাভারত ও গ্রিক ঐতিহাসিক টলেমির লেখায় কিসের উলেরখ পাওয়া যায়? (জ্ঞান)
ক স্বাধীনতার ● বাংলা নামের গ দুর্ভিক্ষের ঘ মুক্তিযুদ্ধের

২৭৯. কার লেখায় 'বাংলা' নামের উল্লেখ পাওয়া যায়? (জ্ঞান)
ক হিউয়েন সাঙ খ জিয়াউদ্দীনের ● টলেমির ঘ জসীমউদ্‌দীনের

২৮০. শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ কত খ্রিস্টাব্দে স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন? (জ্ঞান)
ক ১৩৪০ ● ১৩৪২ গ ১৩৪৩ ঘ ১৩৪৪

২৮১. ইলিয়াস শাহের স্বাধীন বাংলা কত বছর স্থায়ী হয়েছিল? (জ্ঞান)
ক ১০০ ● ২০০ গ ৩০০ ঘ ৪০০

২৮২. সোনারগাঁ কোন দেশের রাজধানী ছিল? (জ্ঞান)
ক বিহার ● বাংলা গ পাটনা ঘ আসাম

২৮৩. মুঘল আমলে সম্রাট আকবরের সময় থেকে বাংলা কী নামে পরিচিত ছিল? (জ্ঞান)
ক বাঙ্গালাহ খ বঙ্গদেশ গ শ্যামদেশ ● সুবাহ বাংলা

২৮৪. এ দেশকে 'বাঙ্গালা' নামে অভিহিত করেছেন কারা? (জ্ঞান)
ক ফরাসিরা ● পর্তুগিজরা গ ইংরেজরা ঘ দিনেমাররা

২৮৫. বাংলাকে ইংরেজরা কী নামে অভিহিত করেন? (জ্ঞান)
ক বাঙ্গালাহ খ বঙ্গদেশ গ শ্যামদেশ ● বেঙ্গাল

২৮৬. ব্রিটিশ সরকার বাংলাকে ভাগ করেন কখন? (জ্ঞান)
ক ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে খ ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে
● ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে ঘ ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে

২৮৭. বাংলাদেশ থেকে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটে কত খ্রিস্টাব্দে? (জ্ঞান)
ক ১৮৪৭ ● ১৯৪৭ গ ১৯৪৮ ঘ ১৯৪৯

২৮৮. বর্তমানের বাংলাদেশ কত খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ নামে পরিচিত ছিল? (জ্ঞান)
ক ১৯২১ খ ১৯৫২ গ ১৯৫৫ ● ১৯৫৬

২৮৯. বাংলাদেশের গৌরবের প্রতীক কোনটি? (জ্ঞান)
ক গ্রামবাংলা ● জাতীয় পতাকা
গ জাতীয় ফুল ঘ জাতীয় পশু

২৯০. বাংলাদেশের পতাকায় সবুজ রং ব্যবহৃত হয় কেন? (অনুধাবন)
ক বাংলার মানুষ শান্ত প্রকৃতির বলে
● বাংলার সবুজ প্রকৃতি বোঝানোর জন্য
গ সবুজ শান্তির প্রতীক বলে
ঘ গাছের পাতা সবুজ বলে

২৯১. বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার বৃত্তের লাল রং কিসের প্রতীক? (জ্ঞান)
ক শান্তির প্রতীক খ সংগ্রামের প্রতীক
● মুক্তিযুদ্ধে শহিদের রক্তের প্রতীক ঘ উজ্জ্বলতার প্রতীক

২৯২. শিবনারায়ণ দাসকে পতাকা তৈরির দায়িত্ব দেয় কে? (জ্ঞান)
ক বাংলাদেশ ন্যাশনাল কংগ্রেস খ বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি
● স্বাধীন বাংলা বিপরবী পরিষদ ঘ শান্তি কমিটি

২৯৩. শিবনারায়ণ কত তারিখে পতাকা তৈরির কাজ শুরব করেন? (জ্ঞান)
● ৬ জুন খ ৬ জুলাই গ ৬ আগস্ট ঘ ৬ মে

২৯৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন হলে প্রথম জাতীয় পতাকা নির্মাণের কাজ শেষ হয়? (জ্ঞান)
ক জসীমউদ্‌দীন ● জহুরুল হক গ মুসলিম ঘ সূর্যসেন

২৯৫. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহুরবল হক হলের কত নম্বর কবে পতাকা তৈরির কাজ শুরব হয়? (জ্ঞান)
ক ১০৭ ● ১১৮ গ ১৩০ ঘ ১৫০

২৯৬. কখন বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় পতাকা নির্মাণ কাজ শেষ করেন? (জ্ঞান)
ক ১ মার্চ, ১৯৭১ খ ২ মার্চ, ১৯৭১
গ ৫ জুন, ১৯৭০ ● ৬ জুন, ১৯৭০

২৯৭. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আতিক হাসান এমন একটি হলে থাকেন যে হলে বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় পতাকা তৈরি করা হয়েছিল। আতিক হাসান কোন হলে থাকেন? (প্রয়োগ)
ক সূর্যসেন হল খ এস এম হল
● জহুরুল হক হল ঘ জসীমউদদীন হল

২৯৮. কোথায় 'স্বাধীন বাংলার' পতাকা প্রথম উত্তোলন করা হয়? (অনুধাবন)
ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে খ জহুরুল হক হলে
● ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে ঘ ঢাকা মেডিকেল কলেজে

২৯৯. সর্বপ্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের কোন দিকে পতাকা উত্তোলন করা হয়? (জ্ঞান)
● পশ্চিম খ দক্ষিণ গ উত্তর ঘ পূর্ব

৩০০. বাংলাদেশে সর্বপ্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় কত তারিখে? (জ্ঞান)
ক ১ মার্চ, ১৯৭১ ● ২ মার্চ, ১৯৭১
গ ৩ মার্চ, ১৯৭১ ঘ ৪ মার্চ, ১৯৭১

৩০১. জাতীয় পতাকা প্রথমবারের মতো উত্তোলন করেন কে? (জ্ঞান)
● আ.স.ম আব্দুর রব খ বঙ্গবন্ধু
গ কামরবল হাসান ঘ শিবনারায়ণ দাস

৩০২. ঢাকাসহ বিভিন্ন জায়গায় কী পোড়ানো হয়? (জ্ঞান)
ক রাজনীতিবিদদের ছবি ● পাকিস্তানের পতাকা
গ বাড়িঘর ঘ পাকিস্তানের মানচিত্র

৩০৩. বঙ্গবন্ধু কামরুল হাসানকে জাতীয় পতাকা নির্মাণের দায়িত্ব দেন কত খ্রিস্টাব্দে? (জ্ঞান)
ক ১৯৭০ খ ১৯৭১ ● ১৯৭২ ঘ ১৯৭৩

৩০৪. মাঝখানে লালবৃত্ত এবং চারপাশে সবুজে সমৃদ্ধ বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার ডিজাইন করেন কে? (জ্ঞান)
● কামরুল হাসান খ বিশ্বজিৎ ঘোষ
গ শিবনারায়ণ দাস ঘ অ. স. ম. আব্দুর রব

৩০৫. জাতীয় পতাকার সম্মানের সাথে কার সম্মান জড়িত? (জ্ঞান)
● রাষ্ট্রের সম্মান খ জাতির সম্মান
গ রাজনীতিবিদদের সম্মান ঘ স্বাধীনতার সম্মান

৩০৬. বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতটি কত খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়? (জ্ঞান)
ক ১৯০৫ ● ১৯০৬ গ ১৯০৭ ঘ ১৯০৮

৩০৭. 'আমার সোনার বাংলা' এটি জাতীয় সংগীতরূপে সংবিধানের কত নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে? (জ্ঞান)
● ৪.১ খ ৪.২ গ ৪.৩ ঘ ৪.৪

৩০৮. বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের কত লাইন কণ্ঠসংগীত? (জ্ঞান)
ক ৮ ● ১০
গ ১২ ঘ ১৪

৩০৯. বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের কত লাইন যন্ত্রসংগীত? (জ্ঞান)
ক ২ ● ৪
গ ৬ ঘ ৮

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩১০. যৌথবাহিনী গঠিত হয়– (অনুধাবন)
i. মুক্তিবাহিনী নিয়ে
ii. আলবদর, আল শামস বাহিনী নিয়ে
iii. ভারতীয় সেনাবাহিনী নিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩১১ ও ৩১২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মুশফিক তার বাবার সাথে জাতীয় স্মৃতিসৌধে ফুল দিতে গিয়ে জানতে পারল যে, বিশ্বের ইতিহাসে এই দিনে লেখা হয় স্বাধীন বাংলাদেশের নাম।

৩১১. মুশফিক কোন দিনের নাম জানতে পারল? (প্রয়োগ)
ক ২১ ফেব্রুয়ারি ● ১৬ ডিসেম্বর
গ ৭ মার্চ ঘ ২৬ মার্চ

৩১২. অনুচ্ছেদে উলিরখিত দিনটির বিশেষ ঘটনা হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. পাকিস্তান ৯৩ হাজার সৈন্য নিয়ে আত্মসমর্পণ করে
ii. বাংলাদেশের বিজয় অর্জন
iii. পাকিস্তানের সকল অত্যাচার নিপীড়নের অবসান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

নিচের চিত্রটি দেখ এবং ৩১৩ ও ৩১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

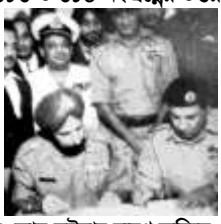

৩১৩. চিত্রটি মুক্তিযুদ্ধের কোন ঘটনার স্মরণ করিয়ে দেয়? (প্রয়োগ)
ক 'কালরাত্রি খ বহির্বিশ্বের সহায়তা
গ রাজাকারদের নির্যাতন ● পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণ

৩১৪. উক্ত স্বাক্ষর প্রদানের মাধ্যমে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. পূর্ব পাকিস্তান অংশের সমাপ্তি হয়
ii. স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম হয়
iii. লাল–সবুজ পতাকার সৃষ্টি হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

➲ জাতীয় স্মৃতিস্তম্ভ ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ১৯১

At a Glance

- জাতীয় স্মৃতিসৌধের নকশাকার হলেন– স্থপতি মইনুল হোসেন।
- মূল স্মৃতিসৌধে সাত জোড়া দেয়াল মূলত– বাঙালির গৌরবময় সংগ্রামের প্রতীক।
- মহান মুক্তিযুদ্ধের লড়াকু চেতনার মূর্ত প্রতীক– অপরাজেয় বাংলা।
- মুজিবনগর সরকারের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে নির্মিত হয়– মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ।
- শহিদ বুদ্ধিজীবি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়– ঢাকার মিরপুরে।
- মুক্তিযুদ্ধের বীর শহিদদের স্মৃতিকে জাগ্রত রাখার জন্য নির্মাণ করা হয়– শিখা চিরন্তন।
- বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের রজতজয়ন্তীতে নির্মিত হয়– শিখা চিরন্তন।
- দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করে নির্মিত হয়– রায়ের বাজার বধ্যভূমি।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩১৫. শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে কী নির্মিত হয়? (জ্ঞান)
ক প্রাঙ্গণ ● জাতীয় স্মৃতিসৌধ গ মসজিদ ঘ পিরামিড

৩১৬. ঢাকা থেকে সাভারের দূরত্ব কত কিলোমিটার? (জ্ঞান)
ক ৩০ খ ৩২ গ ৩৩ ● ৩৫

৩১৭. মূল জাতীয় স্মৃতিসৌধে কত জোড়া দেয়াল রয়েছে? (জ্ঞান)
● সাত খ আট গ নয় ঘ দশ

৩১৮. জাতীয় স্মৃতিসৌধের দেওয়ালগুলো কোন আকৃতির? (জ্ঞান)
ক আয়তকার খ বর্গাকার ● ত্রিভুজাকার ঘ কর্ণাকার

৩১৯. জাতীয় স্মৃতিসৌধের নির্মাণকাজ কখন শুরু হয়? (জ্ঞান)
ক ১৯৭০ খ ১৯৭১ ● ১৯৭২ ঘ ১৯৭৩

৩২০. জাতীয় স্মৃতিসৌধের কাজ সম্পন্ন হয় কতটি পর্যায়ে? (জ্ঞান)
ক ২ ● ৩ গ ৪ ঘ ৫

৩২১. বাঙালির প্রতিবাদী মনোভাবের মূর্ত প্রতীক কী? (জ্ঞান)
● অপরাজেয় বাংলা খ গৌরবময় ত্যাগ
গ সংগ্রাম ঘ অপূর্ব দক্ষতা

৩২২. অপরাজেয় বাংলা কোথায় অবস্থিত? (জ্ঞান)
ক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ● ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে
গ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে

৩২৩. সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ কে? (জ্ঞান)
● মুক্তিযোদ্ধা ভাস্কর খ ছাত্র
গ শিক্ষক ঘ লেখক

৩২৪. তিনজন তরুণ মুক্তিযোদ্ধার অবয়ব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে কোথায়? (জ্ঞান)
ক জাতীয় স্মৃতিসৌধে খ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে
গ মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে ● অপরাজেয় বাংলায়

৩২৫. মুজিবনগর স্মৃতিসৌধের স্থপতি কে? (জ্ঞান)
ক মঈনুল হোসেন ● তানভির করিম
গ নিতুন কুন্ডু ঘ কামরুল হাসান

৩২৬. বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধের স্থপতি কে? (জ্ঞান)
ক তানভির করিম খ নিতুন কুন্ডু
● মোস্তফা আলী কুদ্দুস ঘ কামরুল হাসান

৩২৭. বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধের নির্মাণকাজ শেষ হয় কত খ্রিস্টাব্দে? (জ্ঞান)
ক ১৯৭১ ● ১৯৭২ গ ১৯৭৩ ঘ ১৯৭৪

৩২৮. 'শিখা চিরন্তন' নির্মিত হয়েছে কেন? (অনুধাবন)
ক রাজাকারদের স্মৃতি রক্ষার্থে
● শহিদদের স্মৃতি চির জাগরূক রাখার জন্য
গ পাক বাহিনীর জন্য
ঘ বিশ্ব ঐতিহ্যে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য

৩২৯. শহিদদের স্মৃতি চির জাগরুক রাখতে কী নির্মিত হয়? (জ্ঞান)
ক অপরাজেয় বাংলা খ রাজু ভাস্কর্য
গ প্রজন্ম ভাস্কর্য ● শিখা চিরন্তন

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৩০ ও ৩৩১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
'ক' বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন চত্বরে একটি স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে। যার উচ্চতা ১২ ফুট। যা ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মুক্তি যুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

৩৩০. অনুচ্ছেদে কোন স্থাপনার কথা বলা হয়েছে? (প্রয়োগ)
ক স্মৃতিসৌধ খ শিখা চিরন্তন
● অপরাজেয় বাংলা ঘ বুদ্ধিজীবী স্মৃতি সৌধ

৩৩১. উক্ত স্থাপনাটি– (অনুধাবন)
i. ছাত্র সমাজের প্রেরণার উৎস
ii. বাঙালির প্রতিবাদী চেতনার প্রতীক
iii. পাক বাহিনীর মূর্তপ্রতীক
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

■ বোর্ড ও সেরা স্কুলের সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১ ▸▸ মুক্তিযুদ্ধ ও বিভিন্ন সংগঠন

ছকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

A ← গণমাধ্যমের ভূমিকা
B ← নারীদের ভূমিকা
C ← স্বাধীনতা বিরোধীদের তৎপরতা

[স. বো. '১৬]

ক. মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রীর নাম কী ছিল? ১
খ. অপারেশন 'সার্চ লাইট' বলতে কী বোঝ? ২
গ. 'B'–এর ভূমিকা মহান মুক্তিযুদ্ধে গৌরবোজ্জ্বল অবদান রেখেছিল"– ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'C'–এর ভূমিকা ছিল বাঙালির জন্য ঘৃণ্য তৎপরতা"–এর সপক্ষে তোমার মতামত দাও। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুজিব নগর সরকারের প্রধানমন্ত্রীর নাম তাজউদ্দিন আহমদ।

খ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানিরা পূর্ববাংলার নিরস্ত্র, নিরীহ, স্বাধীনতাকামী সাধারণ মানুষের ওপর হামলা করে এবং নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালায়। পাকিস্তানি বাহিনী তাদের এ অভিযানের নাম দেয় 'অপারেশন সার্চ লাইট'। ২৫ মার্চ এ অভিযান পরিচালনা করলেও মূলত মার্চের প্রথম থেকেই তারা এ নৃশংস হত্যাকাণ্ড পরিচালনার

নীলনকশা তৈরি করে। এ হত্যাকাণ্ডের মূল লক্ষ্য ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ এদেশের ছাত্রসমাজ, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি যারা অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে বিশ্বাসী আর সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়।

গ ছকটিতে 'B' তথা নারীদের ভূমিকা মহান মুক্তিযুদ্ধে গৌরব উজ্জ্বল অবদান রেখেছিল। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে মার্চের প্রথম থেকেই দেশের প্রতিটি অঞ্চলে যে সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়, তাতে নারীদের বিশেষ করে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। নারীরা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে মিছিল, মিটিং ও গণসমাবেশ করে পাকিস্তানিদের অত্যাচার আর নির্যাতনের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। অনেক নারী মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়ে, খাবার দিয়ে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অস্ত্র লুকিয়ে রেখে, সেবা দিয়ে নানাভাবে সহায়তা করে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। যুদ্ধের নয় মাসে কয়েক লক্ষ মা–বোন পাকবাহিনীর অত্যাচারের শিকার হয়। প্রত্যক্ষ যুদ্ধেও নারীর অংশগ্রহণ কম নয়। যার কারণে তাদেরকে 'বীরাঙ্গনা' উপাধি দেওয়া হয়েছে।

ঘ ছকটিতে "C" তথা স্বাধীনতা বিরোধীদের তৎপরতা ছিল বাঙালির জন্য ঘৃণ্য তৎপরতা। এই বিষয়েটি আমি সমর্থন করি। স্বাধীনতা বিরোধীদের নিয়ে রাজাকার বাহিনী গড়ে তুলেছিল পাকিস্তান সরকার। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে লে. জেনারেল টিক্কা খান 'পূর্ব পাকিস্তান রাজাকার অর্ডিন্যান্স' জারি করেন। শুরুতে আনসার, মুজাহিদদের দিয়ে এই বাহিনী গঠিত হয়। পরে পাকিস্তানপন্থি অনেকে এই বাহিনীতে যোগ দেয়। রাজাকার বাহিনী ছাড়াও আলবদর নামে আরও একটি ভয়ঙ্কর বাহিনী ছিল। জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্রসঙ্ঘের সদস্যদের নিয়ে আল–বদর বাহিনী গড়ে তোলা হয়। অন্যান্য ইসলামী ছাত্রসংগঠনের নেতা–কর্মীদের নিয়ে আল–শামস বাহিনী গঠিত হয়। বাঙালি বুদ্ধিজীবী হত্যার প্রধান দায়িত্ব ছিল আল–বদর বাহিনীর ওপর। তাই এই বাহিনী ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও হিংস্র প্রকৃতির। স্বাধীনতা বিরোধীরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, দোকান–পাট, ঘরবাড়ি, হাসপাতাল, মসজিদ, মন্দির ইত্যাদিতে হামলা চালায়। শুধু তাই নয় তারা এই ভূখণ্ডের অসংখ্য মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করতে সাহায্য করে। তাই আম মনে করি "c" তথা স্বাধীনতা বিরোধীদের তৎপরতা ছিল বাঙালির জন্য ঘৃণ্য তৎপরতা।

প্রশ্ন– ২ ▸▸ ১৯৭০ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব

কয়েক শত মাইল দূরে অবস্থিত রূ পপুর থেকে শাসকগোষ্ঠী রসুলপুরকে শাসন ও শোষণ করত। এ বিষয়টি রসুলপুরের সচেতন নাগরিকরা মেনে নিতে পারে না। ফলে শাসকগোষ্ঠী নির্বাচন দিতে বাধ্য হয়। নির্বাচনে রসুলপুরের জনপ্রিয় দল ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে। আইন অনুযায়ী অধিক আসনে জয় লাভ করায় রসুলপুরের পরিচালনার ভার জনপ্রিয় দলের হাতে ন্যস্ত করা উচিত। কিন্তু রূ পপুরের শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা ছেড়ে দিতে টালবাহানা করলে এক সশস্ত্র লড়াইয়ের মাধ্যমে রসুলপুর আলাদা হয়ে যায়। [স. বো. '১৫]

ক. বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের রচয়িতা কে? ১
খ. মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে স্বাধীনতাপূর্ব কোন নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে উক্ত নির্বাচনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

খ প্রবাসী বাঙালিরা মুক্তিযুদ্ধে নানাভাবে সাহায্য–সহযোগিতা করেন। বিভিন্ন দেশে তারা মুক্তিযুদ্ধের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছেন। বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন আদায়ে পার্লামেন্ট সদস্যদের নিকট ছুটে গিয়েছেন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেছেন, পাকিস্তানকে অস্ত্র গোলাবারুদ সরবরাহ না করতে সরকারের নিকট আবেদন করেছেন। এক্ষেত্রে, ব্রিটেনের প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠনে তারা কাজ করেছেন।

গ উদ্দীপকে স্বাধীনতাপূর্ব সত্তরের নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হাজার মাইল ব্যবধানের পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক শাসক যখন পূর্ব পাকিস্তানের ওপর একের পর এক নিপীড়নমূলক আচরণ করে তখনই এদেশের জনগণ তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে। যার পরিণতি ছিল ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের গণ–অভ্যুত্থান। এ অভ্যুত্থানে ২৫ মার্চ আইয়ুব খান পদত্যাগ করলে তার উত্তরসূরী জেনারেল ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার আশ্বাস দেন। তিনি ঘোষণা করেন জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে সামরিক সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করবে। যার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উদ্দীপকেও দেখা যায় কয়েক শত মাইল দূরে অবস্থিত রূ পপুর থেকে শাসকগোষ্ঠী রসুলপুরকে শাসন ও শোষণ করত। এ বিষয়টি রসুলপুরের সচেতন নাগরিকরা মেনে নিতে পারে না। ফলে শাসকগোষ্ঠী নির্বাচন দিতে বাধ্য হয়। ১৯৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল বিজয় অর্জন করলেও পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে গড়িমসি করে। একপর্যায়ে তারা ক্ষমতা ধরে রাখতে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে এবং শেষ পর্যায়ে এদেশের নিরীহ মানুষের ওপর আক্রমণ করে। যার পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ শত্রুর দখলমুক্ত হয়। অতএব, নিশ্চিতভাবে বলা যায়, উদ্দীপকে স্বাধীনতাপূর্ব সত্তরের নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে উক্ত নির্বাচন তথা সত্তরের নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম। বস্তুত বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতা সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পেছনে ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনের পর এটিই ছিল সবচেয়ে বেশি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে বাঙালি জাতি, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রে যে স্বাতন্ত্র্য দাবি করে আসছিল, ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনে বাঙালির সে স্বাতন্ত্র্যবাদের বিজয় ঘটে। এছাড়া পূর্বাঞ্চলের জনগণ স্বায়ত্তশাসনের যে দাবি করে আসছিল তা পশ্চিমাঞ্চলের সরকার অবৈধ বলে ঘোষণা করে। এ নির্বাচনের ফলাফলে ছয় দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের দাবির বৈধতা প্রমাণিত হয়। সর্বোপরি ইয়াহিয়া খানের ঘোষণা অনুযায়ী নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় আসলে তিনি তা না করে নিরীহ বাঙালির ওপর সেনাবাহিনীকে লেলিয়ে দেন। শুরু হয় বাঙ্গার মানুষের মুক্তির সশস্ত্র সংগ্রাম, যার পরিণতিতে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর পৃথিবীর বুকে বাঙ্গাদেশ নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র জন্ম নেয়।

প্রশ্ন– ৩ ▸▸ মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের ভূমিকা

তারামন বিবি ও সেতারা বেগম তারা দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছিলেন। তারা দেশের মানুষের জন্য বিভিন্নভাবে শত্রুর মোকাবিলা করেছিলেন। নিজেদের জীবন বাজি রেখে স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষের লোকজনকে সাহায্য–সহযোগিতা করেছিলেন। জাতি আজও তাদের এ অবদান ভোলেনি। [মাগুরা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

ক. মুজিবনগর সরকারের প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন? ১
খ. মহান মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতা বিরোধীদের অপতৎপরতার ব্যাখ্যা দাও। ২
গ. তারামন বিবি ও সেতারা বেগমের কর্মকাÊ মহান মুক্তিযুদ্ধের কাদের অবদান স্মরণ করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে বলা যায়, উক্ত নারীরা ছাড়াও মহান মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন শ্রেণি–পেশার মানুষের অবদান কম নয়–মূল্যায়ন কর। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুজিবনগর সরকারের প্রধান সেনাপতি ছিলেন কর্নেল এমএজি ওসমানী।

খ মহান মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতা বিরোধীদের অপতৎপরতা ছিল জঘন্যতম। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে নির্যাতন, হত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন ইত্যাদি অপরাধকর্মে পাকবাহিনীকে সহযোগিতা করেছে রাজাকার, আলবদর, আল শামস ও শান্তি কমিটি। পাক বাহিনীর 'পোড়ামাটি নীতি' অনুযায়ী বাংলাদেশের সব সম্পদ অর্থাৎ শিৰাপ্রতিষ্ঠান, দোকানপাট, ঘরবাড়ি, হাসপাতাল, মসজিদ, মন্দির প্রভৃতি মানবতাবিরোধী, বাঙালি বুদ্ধিজীবী হত্যার দায়িত্ব ছিল আলবদর বাহিনীর ওপর। অত্যাচার, নির্যাতন ও গণহত্যার বিশ্বস্ত সহচর ছিল শান্তি কমিটি।

গ তারামন বিবি ও সেতারা বেগমের কর্মকাÊ মুক্তিযুদ্ধে নারীদের গৌরবোজ্জ্বল অবদানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পুরবষের পাশাপাশি নারীরাও মুক্তিযুদ্ধে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছেন। উদ্দীপকে উলিৱখিত তারামন বিবি ও সেতারা বেগমের মতো জীবন বাজি রেখে স্বাধীনতা সংগ্রামের পৰের লোকজনকে সাহায্য–সহযোগিতা করেছেন। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে মার্চের প্রথম থেকেই দেশের প্রতিটি অঞ্চলে যে সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়, তাতে নারীদের বিশেষ করে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। নারীরা মুক্তিযুদ্ধের পৰে মিছিল, মিটিং ও গণসমাবেশ করে পাকিস্তানিদের অত্যাচার আর নির্যাতনের বিরবদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। অনেক নারী মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়ে, খাবার দিয়ে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অস্ত্র লুকিয়ে রেখে, সেবা দিয়ে নানাভাবে সহায়তা করে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। যুদ্ধের নয় মাসে কয়েক লৰ মা–বোন পাকবাহিনীর অত্যাচারের শিকার হয়। প্রত্যৰ যুদ্ধেও নারীর অংশগ্রহণ কম নয়। মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বের স্বীকৃতি স্বরূ প তারামন বিবি ও ডা. সিতারা বেগম বীরপ্রতীক খেতাব অর্জন করেছেন। সারা দেশে আরও অনেক নারী মুক্তিযোদ্ধা বিভিন্ন রণাঙ্গনে পাকিস্তান বাহিনীর মোকাবিলা করেছেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে উলিৱখিত দুজন নারী মুক্তিযোদ্ধার কর্মকাÊ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল নারীর অবদানকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

ঘ উদ্দীপকে উলিৱখিত নারীরা ছাড়াও মহান মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন শ্রেণি–পেশার মানুষের গুরবত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের পৰের লোকজনকে সাহায্য–সহযোগিতা করেছে। তবে নারীরা ছাড়াও মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন শ্রেণি–পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ নানাভাবে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছেন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাকিস্তান বাহিনীর বিরবদ্ধে প্রাথমিক প্রতিরোধ গড়ে তোলায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে ছাত্ররা। স্বাধীনতা লাভের জন্য যেকোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত ছিলেন কৃষকেরা, মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়জুড়ে 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বেতার কেন্দ্রের সাথে যুক্ত লেখক, সাংবাদিক, শিল্পী, সুরকার, মন্ত্রী, কর্মকর্তা ও কলাকুশলী প্রত্যেকে কঠোর পরিশ্রম করেছেন। প্রবাসী–বাঙালিরা মুক্তিযুদ্ধের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছেন। সুরকার আলতাফ মাহমুদ, সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেন, খেলোয়াড় সেলিনা পারভীন, ডা. ফজলে রাব্বি, শিৰক গিয়াসউদ্দিন আহমদসহ অগণিত গুণীজনের জীবনের বিনিময়ে এসেছে স্বাধীনতা। সাধারণ জনগণের সাহায্য–সহযোগিতা ও স্বাধীনতার প্রতি ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষার ফলেই মাত্র নয় মাসের যুদ্ধে বাঙালির স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হয়েছে। উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, নারীরা ছাড়াও মহান মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন শ্রেণি–পেশার মানুষেরা তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

প্রশ্ন– ৪ মুক্তিযুদ্ধ ও বিভিন্ন সংগঠন

জয় টেলিভিশনে মুক্তিযুদ্ধের ওপর একটি সিনেমা দেখছিল। সিনেমার কাহিনীতে দেখা যায়, একটি দেশের যুদ্ধের সময় সেই দেশের কবি সাহিত্যিকগণ, কবিতা, নাটক, গান ইত্যাদি রচনা করে নিজ যোদ্ধাদের সাহস যোগাচ্ছেন। [সাতৰীরা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]

ক. মুজিবনগর সরকারের উপরাষ্ট্রপতি কে ছিলেন? ১
খ. আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জয়ের দেখা সিনেমার ঘটনাগুলো আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের ৰেত্রে কতটুকু সত্য? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ এরূ প আরও অনেক শ্রেণির মানুষের ভূমিকার সম্মিলিত ফসল? বিশেৱষণ কর। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুজিবনগর সরকারের উপরাষ্ট্রপতি ছিলেন সৈয়দ নজরবল ইসলাম।

খ প্রবাসী বাঙালিরা মুক্তিযুদ্ধে নানাভাবে সাহায্য–সহযোগিতা করেন। বিভিন্ন দেশে তারা মুক্তিযুদ্ধের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছেন। বাংলাদেশের পৰে সমর্থন আদায়ে পার্লামেন্ট সদস্যদের নিকট ছুটে গিয়েছেন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেছেন, পাকিস্তানকে অস্ত্র ও গোলাবারবদ সরবরাহ না করতে সরকারের নিকট আবেদন করেছেন। এৰেত্রে ব্রিটেনের প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকা বিশেষভাবে উলেৱখযোগ্য। মুক্তিযুদ্ধের পৰে জনমত গঠনে তারা কাজ করেছেন।

গ উদ্দীপকে উলিৱখিত জয়ের দেখা সিনেমার ঘটনাটি আমাদের স্বাধীনতার ৰেত্রে পুরোপুরি সত্য। মুক্তিযুদ্ধের মূল নিয়ামক ছিল জনগণ। তথাপি যুদ্ধে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার ৰেত্রে শিল্পী–সাহিত্যিক–বুদ্ধিজীবী, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মীর অবদান ছিল খুবই প্রশংসনীয়। এমনকি নিজের ও পরিবারের সদস্যদের জীবনের ঝুঁকি নিয়েও নানাভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করেছেন। পত্র–পত্রিকায় লেখা, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে খবর পাঠ, দেশাত্মবোধক গান, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গান, কবিতা পাঠ, নাটক, কথিকা, এম আর আখতার মুকুলের অত্যন্ত জনপ্রিয় 'চরমপত্র' অনুষ্ঠান এবং 'জলরাদের দরবার' ইত্যাদি মুক্তিযুদ্ধকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করে। এসব অনুষ্ঠান রণৰেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের মানসিক শক্তি যুগিয়েছে ও সাধারণ জনগণকে শত্রবর বিরবদ্ধে দুর্দমনীয় করেছে। তাদের ত্যাগের বিনিময়ে এদেশ শত্রবমুক্ত হয়েছে। উদ্দীপকেও দেখা যায়, জয় মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক একটি সিনেমা দেখছিল। সিনেমার কাহিনীতে বাংলাদেশের একটি দেশের যুদ্ধের সময় সেই দেশের কবি, সাহিত্যিকগণ কবিতা, নাটক, গান ইত্যাদি রচনা করে যোদ্ধাদের সাহস যুগিয়েছেন। আলোচনা হতে বলা যায়, আমাদের মুক্তিযুদ্ধে কবি–সাহিত্যিকগণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

ঘ আমি মনে করি আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুধু কবি, সাহিত্যিকগণ নন এরূ প আরও অনেক শ্রেণি–পেশার মানুষের ভূমিকার সম্মিলিত ফসল। আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি ছিল ছাত্র। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাকবাহিনীর বিরবদ্ধে প্রাথমিক প্রতিরোধ গড়ে তোলায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে ছাত্ররা। মুক্তিযুদ্ধে কৃষকদের অবদান ছিল অত্যন্ত গৌরবময়। স্বাধীনতা লাভের জন্য যেকোনো ত্যাগ স্বীকারে তারা প্রস্তুত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে নারীদেরও ভূমিকা ছিল গৌরবোজ্জ্বল। সারাদেশে অনেক নারী মুক্তিযোদ্ধা বিভিন্ন রণাঙ্গনে

পাকবাহিনীর মোকাবিলা করেছেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গণমাধ্যমের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। সংবাদপত্র ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। প্রবাসী বাঙালিরা মুক্তিযুদ্ধে নানাভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন। বিভিন্ন দেশে তারা মুক্তিযুদ্ধের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছেন। সাধারণ জনগণের সাহায্য ও সহযোগিতা এবং স্বাধীনতার প্রতি ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষার ফলেই মাত্র নয় মাসের যুদ্ধে বাঙালির স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হয়েছে। উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয়, উদ্দীপকে উলিরখিত নানা শ্রেণি–পেশার মানুষের মতো আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধ ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক, শিৰক, কবি, সাহিত্যিক, চিকিৎসক, শিল্পীসহ আরও অনেক শ্রেণির মানুষের ভূমিকার সম্মিলিত ফসল।

প্রশ্ন– ৫ ▸▸ মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বজনমত ও বিভিন্ন দেশের ভূমিকা

আজকাল টিভি ও পত্রিকাতে বিএসএফের হাতে বাংলাদেশিদের নিহত হবার ঘটনা প্রায়ই দেখি। আসিফের দাদা বললেন যে, এদেশটিই আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে নানাভাবে সাহায্য করে আমাদের বিজয় ত্বরান্বিত করেছে। [সাতৰীরা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]

ক. বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় পতাকা কে তৈরি করেন? ১
খ. জর্জ হ্যারিসন কে ছিলেন? ২
গ. উদ্দীপকে আসিফের দাদা আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে কোন দেশের সাহায্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন– ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিজয় এরূ প আরও অনেক দেশ সহায়তা করেছে– বিশ্লেষণ কর। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমাদের জাতীয় পতাকা প্রথম তৈরি করেন শিবনারায়ণ দাস।

খ জর্জ হ্যারিসন ছিলেন লন্ডনে জন্মগ্রহণকারী বিখ্যাত সংগীত শিল্পী। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে বিশ্বজনমত সৃষ্টি ও দান সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনার লৰ্যে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে ৪০,০০০ লোকের সমাগমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মানবতাবিরোধী কর্মকাÊভিত্তিক গান পরিবেশন করেন। তার এ গান জনমনে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল, নাড়া দিয়েছিল বিশ্ববিবেককে।

গ উদ্দীপকে উলিরখিত আসিফের দাদা আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধে ভারতের ভূমিকার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। উদ্দীপকে মুক্তিযুদ্ধের সময় নানাভাবে সাহায্য করে আমাদের বিজয় ত্বরান্বিত করার ৰেত্রে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের অবদানের কথা তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে সরাসরি সমর্থন জানায় প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চের কালরাত্রির বীভৎস হত্যাকাÊ ও পরবর্তী ৯ মাস ধরে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী যে নারকীয় গণহত্যা, লুণ্ঠন ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায়, ভারত তা বিশ্ববাসীর নিকট সার্থকভাবে তুলে ধরে। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী অনেক ৰেত্রে ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের পৰে বিশ্বজনমত গঠনে অনন্যসাধারণ ভূমিকা পালন করেন। ভারতের জনগণ ও সরকার প্রায় এক কোটি শরণার্থীকে আশ্রয়, খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রশস্ত্র এবং প্রশিৰণ দিয়ে সাহায্য করে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারতে বিমান হামলা চালায়। পাকিস্তানের আক্রমণের পরিপ্রেৰিতে বাংলাদেশ এবং ভারত সরকার মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর সমন্বয়ে 'যৌথ কমান্ড' গঠন করে। ভারত ৬ ডিসেম্বর স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি প্রদান করে। ৬–১৬ ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে ভারতের সেনা, নৌ, বিমানবাহিনী ও পাকিস্তান বাহিনীর বিরবদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেয়। ভারতের বহু সৈন্য বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ হারায়। উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয়, আসিফের দাদা আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় ভারতের ভূমিকার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

ঘ আমাদের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের মতো এরূ প আরও অনেক দেশ সহায়তা করেছে। উদ্দীপকে যেমন আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের নানাভাবে সাহায্য করার ইঙ্গিত রয়েছে, ঠিক তেমনি ভারতের মতো আরও অনেক দেশও সাহায্য করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে ভারতের পর সর্বাধিক অবদান রাখে অধুনা বিলুপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন (বর্তমান রাশিয়া)। পাকবাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশে গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ, নারী নির্যাতন বন্ধ করার জন্য সোভিয়েত রাষ্ট্রপ্রধান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে আহ্বান জানান। তিনি ইয়াহিয়াকে বাংলাদেশের জনপ্রতিনিধিদের হাতে ৰমতা হস্তান্তরের জন্যও বলেন। সোভিয়েত পত্রপত্রিকা প্রচারমাধ্যমগুলো বাংলাদেশে পাকিস্তান বাহিনীর নির্যাতনের কাহিনী ও মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতি প্রচার করে বিশ্ব জনমত সৃষ্টিতে সহায়তা করে। কিউবা, যুগোস্লোভিয়া, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, পূর্ব–জার্মানি প্রভৃতি তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে সমর্থন জানায়। লন্ডন ছিল বহির্বিশ্বে মুক্তিযুদ্ধের পৰে প্রচারের প্রধান কেন্দ্র। বিবিসি এবং লন্ডন থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকা বাঙালিদের ওপর পাক বাহিনীর নির্মম নির্যাতন প্রতিরোধ, বাঙালিদের সংগ্রাম, ভারতে আশ্রয় নেওয়া শরণার্থীদের করবণ অবস্থা, পাক বাহিনীর গণহত্যা এবং মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতি সম্পর্কে বিশ্ব জনমতকে জাগ্রত করে তোলে। অস্ট্রেলিয়া, পশ্চিম জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, জাপান ও কানাডার প্রচার মাধ্যমগুলো পাক হানাদার বাহিনীর বিরবদ্ধে বিশ্বজনমত সৃষ্টিতে সাহায্য করে। ইরাক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পৰে সমর্থন জানায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ, প্রচারমাধ্যম, কংগ্রেসের অনেক সদস্য এদেশের মুক্তিযুদ্ধের পৰে সোচ্চার ছিল। উপরিউক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ে ভারতের মতো এরূ প আরও অনেক দেশ সহায়তা করেছে।

প্রশ্ন– ৬ ▸▸ জাতীয় সংগীতের ইতিহাস

অথৈই প্রতিদিন বিকালে ঠাকুরমার কাছে গল্প শুনে। তিনি বলেন প্রতিটি ঘটনা, অভিনয়ের পিছনে অন্তর্নিহীত কারণ থাকে। তেমনি একটি বিশেষ ঘটনার প্রেৰাপটে জাতীয় সঙ্গীত গানটি রচিত হয়। [কুড়িগ্রাম সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

ক. বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের মূল বিষয় কয়টি? ১
খ. পতাকার লাল বৃত্তে কেন বাংলাদেশের মানচিত্র অর্ঙ্কিত ছিল? ২
গ. অথৈয়ের ঠাকুরমার গল্প তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে জাতীয় সংগীতের মতো তোমার পাঠ্যবইয়ের আরও কিছু জাতীয় প্রতীক রয়েছে তোমার মতামত বিশেরষণ কর। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের মূল বিষয় চারটি।

খ পতাকার লালবৃত্ত অংকনের মাধ্যমে সারাবিশ্বকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল এই ভূখÊ স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হবে। মানচিত্র খচিত এই পতাকা আমাদের সংগঠিত, একত্রিত ও ঐক্যবদ্ধ করেছে। অনেক রক্ত আর ত্যাগের বিনিময়ে লাল–সবুজের এই পতাকা এদেশের জনগণ অর্জন করেছে। জাতীয় পতাকার সবুজ আয়তৰেত্র বাংলাদেশের সবুজ প্রকৃতির প্রতীক আর বৃত্তের লাল রং মুক্তিযুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারী শহিদদের রক্তের প্রতীক। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধের সময় ব্যবহৃত পতাকায় লাল বৃত্তে বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কিত ছিল।

গ অথৈয়ের ঠাকুরমার গল্প আমার পাঠ্যবইয়ের 'জাতীয় সংগীত রচনা'র ঘটনার ইতিহাসের প্রতি ইঙ্গিত করেছে। উদ্দীপকে যেমন অথৈয়ের ঠাকুরমা কোনো ঘটনা, অভিনয়ের পেছনে অন্তর্নিহিত কারণ থাকার কথা বলেছেন ঠিক তেমনি ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার বাংলাকে বিভক্ত করে পূর্ব বঙ্গ ও আসাম নামে একটি নতুন প্রদেশ সৃষ্টি করলে এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের জাতীয় সংগীত রচনা করেন। বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে স্বদেশি আন্দোলনের সময় এটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মুক্তিযুদ্ধের সময় গানটির পুনরুজ্জীবন ঘটে। মুজিবনগরে বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার এই গানটিকে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে গানটি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে নিয়মিত পরিবেশিত হয়। স্বাধীনতার পর সাংবিধানিকভাবে 'আমার সোনার বাংলা' গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতরূপে ঘোষিত হয়। গানের প্রথম ১০ লাইন কণ্ঠসংগীত এবং প্রথম ৪ লাইন যন্ত্রসংগীত হিসেবে পরিবেশনের বিধান রাখা হয়। উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয়, উদ্দীপকের অথৈয়ের ঠাকুরমার গল্প ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাংলাকে বিভক্ত করার প্রেক্ষাপটে 'জাতীয় সংগীত রচনা' ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেছে।

ঘ উদ্দীপকের জাতীয় সংগীতের মতো আমাদের আরও কিছু জাতীয় প্রতীক রয়েছে। আমাদের জাতীয় সংগীত যেমন একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছে, ঠিক তেমনি স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের বিশেষ বিশেষ ঘটনার নিমিত্তে নির্মিত হয়েছে আরও অনেক জাতীয় প্রতীক। মুক্তিযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ নাম না জানা শহিদদের অমর স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত জাতীয় স্মৃতিসৌধ। মঈনুল হোসেনের নকশা অনুযায়ী জাতীয় স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়। মূল স্মৃতিসৌধে সাত জোড়া দেয়াল, মূলত বাঙালির গৌরবময় সংগ্রামের প্রতীক। বাঙালির প্রতিবাদী মনোভাব ও মুক্তিযোদ্ধাদের লড়াকু চেতনার মূর্ত প্রতীক অপরাজেয় বাংলা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন চত্বরে ৬ ফুট উঁচু বেদির ওপর নির্মিত। অপরাজেয় বাংলা বাংলাদেশের ছাত্রসমাজের প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। মহান মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী মুজিবনগর সরকারের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুরে এই স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়। মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী বীর শহিদদের অমর স্মৃতি চিরজাগরূক রাখার জন্য ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে 'শিখা চিরন্তন' স্থাপিত হয়। বাঙালি জাতিকে মেধাশূন্য করার ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের অগণিত বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করা হয়। তাদের স্মৃতিকে অমর করে রাখার জন্য ঢাকার মিরপুরে শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় লক্ষ লক্ষ মানুষ হত্যা করেছে পাক বাহিনী। সারা দেশেই ছড়িয়ে আছে অগণিত বধ্যভূমি ও গণকবর। উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, জাতীয় সংগীতের মতো আমাদের আরও কিছু জাতীয় প্রতীক রয়েছে।

প্রশ্ন– ৭ ▸▸ জাতীয় স্মৃতিসৌধ

ঢাকা শহরের উত্তর–পশ্চিমে স্থপতি মঈনুল হোসেন একটি স্থাপনা নির্মাণ করেন। যা ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মুক্তিযুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

[গাইবান্ধা সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়]

ক. জাতীয় সংগীতের রচয়িতা কে? ১
খ. বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার বর্ণনা দাও। ২
গ. মঈনুল হোসেনের স্থাপনাটির ব্যাখ্যা দাও। ৩
ঘ. 'স্থাপনার সাতটি জোড়া মূলত বাঙালির গৌরবময় সংগ্রামের প্রতীক'– তোমার মতামত ব্যক্ত কর। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতীয় সংগীতের রচয়িতা হলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

খ বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা আমাদের অহংকার আর গৌরবের প্রতীক। অনেক রক্ত আর ত্যাগের বিনিময়ে লাল–সবুজের এই পতাকা এদেশের জনগণ অর্জন করেছে। জাতীয় পতাকার সবুজ আয়তক্ষেত্র বাংলাদেশের সবুজ প্রকৃতির প্রতীক আর বৃত্তের লাল রং মুক্তিযুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারী শহিদদের রক্তের প্রতীক। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধের সময় ব্যবহৃত পতাকায় লাল বৃত্তে বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কিত ছিল। মানচিত্র খচিত এই পতাকা আমাদের সংগঠিত, একত্রিত ও ঐক্যবদ্ধ করেছে। জাতীয় পতাকা প্রথম ডিজাইন করেছেন শিবনারায়ণ দাস এবং পটুয়া কামরুল হাসানের হাতে জাতীয় পতাকা বর্তমান রূপ লাভ করেছে।

গ মঈনুল হোসেনের স্থাপনাটি হলো জাতীয় স্মৃতিসৌধ। উদ্দীপকের বর্ণনা অনুযায়ী ঢাকা শহরের উত্তর–পশ্চিমে স্থাপিত স্থাপনা যা আমাদের ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মুক্তিযুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় তা হলো– স্থপতি মঈনুল হোসেনের নকশা অনুযায়ী নির্মিত জাতীয় স্মৃতিসৌধ। বাঙালির অহংকার, গৌরব আর মর্যাদার প্রতীক এই স্মৃতিসৌধ। স্মৃতিসৌধটি সাভারে অবস্থিত। সাতটি জোড়া ত্রিভুজাকার দেয়ালের মাধ্যমে ছোট থেকে বড় হয়ে ধাপে ধাপে সৌধটি ১৫০ ফুট উচ্চতায় পৌঁছেছে। মূল স্মৃতিসৌধে সাত জোড়া দেয়াল মূলত বাঙালির গৌরবময় সংগ্রামের প্রতীক। এই রাজনৈতিক ঘটনাগুলো হলো ১৯৫২, ১৯৫৪, ১৯৫৬, ১৯৬২, ১৯৬৬, ১৯৬৯ এবং ১৯৭১। স্মৃতিস্তম্ভের মূল বেদিতে যেতে হলে বেশ দীর্ঘ উঁচু–নিচু পথ, পেভমেন্ট ও একটি কৃত্রিম লেকের ওপর নির্মিত সেতু পার হতে হয়। এসবকিছুই আসলে আমাদের দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামে বিভিন্ন আন্দোলন–সংগ্রামের প্রতীক। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় স্মৃতিসৌধের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে তিনটি পর্যায়ে তা সম্পন্ন হয়।

ঘ জাতীয় স্মৃতিসৌধের সাতটি জোড়া মূলত বাঙালির গৌরবময় সংগ্রামের প্রতীক। উদ্দীপকে উল্লিখিত ঢাকা শহরের উত্তর–পশ্চিমে স্থপতি মঈনুল হোসেনের একটি স্থাপনা হলো জাতীয় স্মৃতিসৌধ। সৌধটি সাভারে অবস্থিত। সাতটি জোড়া ত্রিভুজাকার দেয়ালের মাধ্যমে ছোট থেকে বড় হয়ে ধাপে ধাপে সৌধটি ১৫০ ফুট উচ্চতায় পৌঁছেছে। স্মৃতিসৌধে সাত জোড়া দেয়াল মূলত বাঙালির গৌরবময় সংগ্রামের প্রতীক। এই রাজনৈতিক ঘটনাগুলো হলো ১৯৫২, ১৯৫৪, ১৯৫৬, ১৯৬২, ১৯৬৬, ১৯৬৯ এবং ১৯৭১। ১৯৫২–এর ভাষা আন্দোলন ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতির প্রথম প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ, বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রথম প্রেরণা। এরই হাত ধরে সম্ভব হয় ষাটের দশকের স্বাধিকার আদায়ের জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলন। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচন ছিল মুসলিম লীগের অন্যায়, বৈষম্যমূলক, ব্যর্থ শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালির ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ। ১৯৫৬–এর সংবিধান প্রণয়ন, ১৯৬২–এর শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬–তে বাঙালির মুক্তির দাবি ছয় দফা, ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে গণঅভ্যুত্থান এবং সর্বোপরি ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়। ১৯৫২–এর ভাষা আন্দোলন থেকে ১৯৭১–এর মহান মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত ঘটনার ফলেই পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে বাঙালি স্বাধীনতা অর্জনে সক্ষম হয়। অর্থাৎ স্বায়ত্তশাসনের দাবি থেকে স্বাধীনতার দাবি এবং তারই ফলে বীর বাঙালি মুক্তিযুদ্ধে জয়লাভ করে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটায়। উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, স্মৃতিসৌধের সাতটি জোড়া মূলত বাঙালির গৌরবময় সংগ্রামের প্রতীক।

■ মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ৮ ▸▸ বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ

ড. মালেক চৌধুরী তার একটি প্রবন্ধে লিখেছেন– "৬ মার্চ সন্ধ্যা এলেই ৭ মার্চের ভাবনাগুলো আমার মনে, চিন্তা–চেতনায় আনাগোনা করতে থাকে। চুয়াল্লিশ বছর আগের সে দিনটি ধোঁয়াশা–আচ্ছন্নতা থেকে ক্রমশ স্পষ্টতর হতে থাকে। তখন দিনটিকে যেন স্পষ্ট দেখতে পাই। কানে

যেন স্পষ্ট ধ্বনিত হতে থাকে সেই সম্মোহনকারী অত্যাশ্চর্য কবিতার বাণী 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম'। আমার পরম সৌভাগ্য যে জাতির ঐ ঐতিহাসিক মুহূর্তটিতে লৰ জনতার সঙ্গে আমিও দ্রবীভূত হয়ে ঐ কবিতা শুনেছিলাম। কি মর্মস্পর্শী সেই কবিতার বাণী।"

ক. 'অপারেশন সার্চলাইট' কখন পরিচালিত হয়? ১
খ. ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচন পরবর্তী সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ বিৰোভে ফেটে পড়ে কেন? ২
গ. উদ্দীপকের ড. মালেক চৌধুরীর প্রবন্ধে কোন ঘটনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. কি মর্মস্পর্শী সেই কবিতার বাণী– উদ্দীপকের এ উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'অপারেশন সার্চলাইট' ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চ পরিচালিত হয়

খ ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক শাসক ইয়াহিয়া আওয়ামী লীগের হাতে ৰমতা হস্তান্তরে গড়িমসি আরম্ভ করে। তার উদ্দেশ্য সাধনে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করলে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র, শ্রমিক, সরকারি বেসরকারি কর্মকর্তা–কর্মচারী তথা সাধারণ মানুষ বিৰোভে ফেটে পড়ে।

গ উদ্দীপকে ড. মালেক চৌধুরীর প্রবন্ধে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ৭ মার্চের ভাষণের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ৭ মার্চে রেসকোর্স ময়দানে লৰ লৰ জনতার সামনে বঙ্গবন্ধু তার ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। এ ভাষণে তিনি চলমান সামরিক আইন প্রত্যাহার ও সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়ার কথা বলেন। এছাড়াও তিনি এ ভাষণে গণহত্যার তদন্ত এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ৰমতা হস্তান্তরের কথা বলেন। এ ভাষণে তিনি পরোৰভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তিনি এ ভাষণে বলেছিলেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।" উদ্দীপকে আমরা লৰ করি যে, ড. মালেক চৌধুরী তার একটি প্রবন্ধে লিখেছেন যে, "৬ মার্চ সন্ধ্যা এলেই ৭ মার্চের ভাবনাগুলো আমার মনে পড়ে। চুয়াল্লিশ বছর আগের সেদিনের সম্মোহনকারী কবিতার বাণী এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম আমার কানে স্পষ্ট আসে।" এ বিষয়গুলোর সাথে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ৭ মার্চের ভাষণের মিল বিদ্যমান।

ঘ উদ্দীপকে ড. মালেক চৌধুরীর প্রবন্ধে লেখা 'কি মর্মস্পর্শী সেই কবিতার বাণী' এই বক্তব্যের মাধ্যমে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ৭ মার্চের ভাষণের তাৎপর্য ও মহত্ব তুলে ধরা হয়েছে। ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। এ ভাষণের পরদিন সারাদেশে ব্যাপক আন্দোলন শুরব হয়। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে দেশের অফিস–আদালত, কলকারখানা, স্কুল–কলেজ বন্ধ হয়ে যায়। খাজনা ও ট্যাক্স বন্ধ হয়ে যায়। টিক্কা খান পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ১০ মার্চ সামরিক শাসন জারি করে সকল কর্মকর্তা–কর্মচারীকে কর্মস্থলে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেন। তবে এর পরও আন্দোলন চলতে থাকলে ১৩ মার্চ পুনরায় সামরিক শাসন জারি করেন। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৪ মার্চ জুলফিকার আলী ভুট্টোর সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকারের কাছে ৰমতা ছেড়ে দেওয়ার এক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বঙ্গবন্ধু ৩৫ দফা দাবিনামা জারি করেন এবং জনগণকে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। সমস্যা সমাধানের আলোচনা করতে এসে আলোচনা অসমাপ্ত রেখে গোপনে ইয়াহিয়া খান ২৫ মার্চ ঢাকা ত্যাগ করেন। ইয়াহিয়া খানের দিয়ে যাওয়া এক আদেশ অনুসারে পাক বাহিনী সেদিন রাতে বহু বাঙালিকে নির্বিচারে হত্যা করে। আর এ হত্যাকাণ্ডের প্রতিদান হিসেবে শুরব হয় আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। আর তারপর আসে আমাদের স্বাধীনতা। পরিশেষে বলা যায় যে, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ৭ মার্চের ভাষণের মাঝেই আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের নির্দেশনা নিহিত ছিল।

প্রশ্ন– ৯ মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার ঘোষণা

ইহাই হয়ত আমার শেষ বার্তা, আজ হইতে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের জনগণকে আহ্বান জানাইতেছি যে, যে যেখানে আছ, যাহার যা কিছু আছে তাই নিয়ে রুখে দাঁড়াও .....

–বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

ক. বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার কখন শপথ গ্রহণ করে? ১
খ. মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা উলেৱখ কর? ২
গ. উদ্দীপকের ঘোষণা পূর্ব পাকিস্তানে কিরূ প প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের ঘোষণার প্রেক্ষাপটে সংঘটিত ঐতিহাসিক ঘটনার তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৭ এপ্রিল বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার শপথ গ্রহণ করে।

খ আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রতিবেশী দেশ ভারত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নির্বিচারে মানুষ হত্যা শুরু করলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সম্পৃক্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী, ছাত্র–যুবসমাজ এবং বিভিন্ন পেশাজীবীসহ প্রায় এক কোটি নারী–পুরুষ ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে মুক্তিযুদ্ধকে ত্বরান্বিত করে। এক কোটি বাঙালিকে আশ্রয় দান এবং মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশকে সরাসরি সহযোগিতা করে ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ উদ্দীপকের ঘোষণা পূর্ব পাকিস্তানে অত্যন্ত গুরবত্বপূর্ণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। ২৫ মার্চ কালরাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে ২৫ মার্চ রাতের শেষ প্রহরে অর্থাৎ ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন যার অংশ বিশেষ উদ্দীপকে তুলে ধরা হয়েছে। এরূ প অবস্থায় ২৭ তারিখ বিকালবেলায় চট্টগ্রামে অবস্থিত কালুরঘাট অস্থায়ী বেতার কেন্দ্র' থেকে মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর নামে দ্বিতীয়বার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। স্বাধীনতার ঘোষণা পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মধ্যে দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। বিদ্যুৎ বেগে এই ঘোষণা সারা দেশের মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। প্রবল আত্মবিশ্বাসে ও দিকনির্দেশনা পেয়ে বাংলার মানুষ প্রবল শক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুনিধন করে দেশকে মুক্ত করার আশায়। অর্থাৎ উদ্দীপকের ঘোষণায় অভূতপূর্ব উদ্দীপনায় ফেটে পড়ে বাংলার মানুষ। কৃষক–শ্রমিক–ছাত্র–জনতা সবাই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে দেশকে মুক্ত করার প্রত্যাশায়। স্বাধীনতার ঘোষণা পেয়ে বাংলার আবাল–বৃদ্ধ–বনিতা ঝাঁপিয়ে পড়ে পাক হানাদার বাহিনীর ওপর।

ঘ উদ্দীপকের ঘোষণার প্রেক্ষাপটে সংঘটিত ঐতিহাসিক ঘটনা তথা মহান মুক্তিযুদ্ধের তাৎপর্য অপরিসীম। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মহান মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাসে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। এ যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রাচীন যুগ থেকে এ জনপদে বাঙালির একটি স্থায়ী আবাসভূমি গড়ে তোলার লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয় মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে। এর জন্য আমাদের পূর্বপুরুষদের অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছিল। সবশেষে পাকিস্তানের ২৪ বছরের শাসন, শোষণের ফলে জাতীয়তাবাদের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সমগ্র জাতি বঙ্গবন্ধু শেখ

মুজিবুরের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, যুবক, নারী, পুরুষ, পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবী, শিল্পীসহ বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার কোটি কোটি মানুষ এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। স্বাধীনতার জন্য বাঙালি জাতি শৌর্যবীর্যের সর্বোচ্চ প্রমাণ রেখেছিল। পাকিস্তানি সৈন্যদের সকল অত্যাচার নিপীড়ন সহ্য করে আমাদের জনসাধারণ দেশপ্রেমের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। একটি সুখী সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে এদেশের ত্রিশ লাখ মানুষ আত্মাহুতি দিয়েছেন। কোটি কোটি মানুষ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতা আমাদেরকে পৃথিবীর বুকে একটি আত্মমর্যাদাশীল স্বাধীন জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ করে দেয়।

প্রশ্ন– ১০ ▸▸ বঙ্গবন্ধুর মার্চের ভাষণ

ক. কখন পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠিত হয়? ১

খ. মুক্তিযুদ্ধে জাতিসংঘের ভূমিকা উলেরখ কর। ২

গ. প্রদর্শিত ছবিটি বাংলাদেশের কোন ঐতিহাসিক ঘটনার সাব্য বহন করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. প্রদর্শিত ছবিটির ঘটনার মধ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা নিহিত রয়েছে মতামত দাও। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠিত হয় ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে।

খ মুক্তিযুদ্ধে জাতিসংঘের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত হতাশাজনক। বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রৰা করা জাতিসংঘের মূল লৰ্য ও উদ্দেশ্য। বাংলাদেশের নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের হাতে ৰমতা না দিয়ে সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান যখন বাঙালি নিধনে তৎপর, তখন জাতিসংঘ বলতে গেলে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। নারকীয় হত্যাযজ্ঞ, মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরবদ্ধে জাতিসংঘ কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। প্রকৃতপৰে 'ভেটো' ৰমতাসম্পন্ন পাঁচটি বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্রের বাইরে জাতিসংঘের নিজস্ব উদ্যোগ কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করার ৰমতাও ছিল সীমিত।

গ প্রদর্শিত ছবিটি বাংলাদেশের ঐতিহাসিক ঘটনা ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণের সাক্ষ্য বহন করে। কারণ ছবিতে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের খÊ চিত্রই প্রদর্শিত হয়েছে। ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে পাকিস্তানের সামরিক সরকার ৰমতা হস্তান্তর না করায়, পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনে এক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। সারা দেশব্যাপী নানারকম উদ্বেগ, উত্তেজনার মধ্যে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ছিল জাতির জন্য সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানের সমাবেশে লৰ লৰ জনতার ঢল নামে। বঙ্গবন্ধু এ সমাবেশে যে ভাষণ দেন তা বিশ্বের ইতিহাসে খ্যাত হয়ে আছে। তার বক্তব্যের মূল বিষয় ছিল ৪টি। যথা : ১. চলমান সামরিক আইন প্রত্যাহার; ২. সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া; ৩. গণহত্যার তদন্ত করা এবং; ৪. নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ৰমতা হস্তান্তর করা। এ ভাষণের পরদিন থেকে সারাদেশে ব্যাপক আন্দোলন শুরব হয়। তার নির্দেশে দেশের স্কুল–কলেজ, অফিস–আদালত, কলকারখানা সব বন্ধ হয়ে যায়।

ঘ প্রদর্শিত ছবিটির ঐতিহাসিক ঘটনা হলো বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ। এ ভাষণে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা নিহিত রয়েছে।

৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু কৌশলগত কারণে প্রত্যৰভাবে ঘোষণা না দিয়ে পরোৰভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তিনি মুক্তি সংগ্রামের জন্য সকলকে প্রস্তুত হওয়ার আদেশ দেন এবং দেশকে শত্রুমুক্ত করতে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের আহ্বান জানান। প্রদর্শিত ছবিটিও বঙ্গবন্ধুর ভাষণের এ ঘটনার সাব্য বহন করে। তার এ ভাষণ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে 'বজ্রকণ্ঠ' নামে প্রচারিত হয়, যা বাঙালিকে স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করে। তার নির্দেশ অনুসারে দেশের স্কুল–কলেজ, অফিস–আদালত, কল–কারখানা সব বন্ধ হয়ে যায়। বিৰুব্ধ জনতা পাকবাহিনীর সদস্যদের বিভিন্ন স্থানে প্রতিরোধ করতে থাকে। অন্যায়ের বিরবদ্ধে প্রতিবাদী হতে, শত্রবপৰকে পরাজিত করতে এবং স্বাধীন জাতি হিসেবে বাঙালির মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণ মূল প্রেরণাদাতা হিসেবে কাজ করেছে। স্বাধীনতা অর্জনের ৰেত্রে তার এ ভাষণ একটি মাইলফলক। বাঙালিকে দাবি আদায়ের সংগ্রামে সোচ্চার করে তুলতে তার এ ভাষণ গভীর প্রভাব রেখেছিল। তাই বলা যায় প্রদর্শিত ৭ মার্চের ভাষণের ছবিটির ঘটনার মধ্যেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা নিহিত ছিল।

প্রশ্ন– ১১ ▸▸ মুক্তিযুদ্ধ ও সংগঠন

পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই সাধারণভাবে পৃথিবী থেকে প্রকৃতির নিয়মেই চলে যায়। এর মাঝে কেউ আসে অসাধারণ, যারা আশপাশের মানুষের কাছে রাজকীয় ভঙ্গিতে কিংবদন্তি হয়ে আমাদের সামনে হাজির হন। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের একজন মহানায়কের কথা স্মরণ করা যেতে পারে যিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল নেতৃত্বে ছিলেন। তার নামেই আমাদের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়। ৪৮ ও ৫২–এর ভাষা আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। কী সংসদ, কী রাজপথ, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির পৰে তার কণ্ঠ ছিল সর্বদা সোচ্চার।

ক. পূর্ববঙ্গ ও আসাম' নামে প্রদেশ গঠন করা হয় কত খ্রিষ্টাব্দে? ১

খ. বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় পতাকা কীভাবে ডিজাইন করা হয়েছিল? ২

গ. উদ্দীপকে কোন মহান নেতার ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে? ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে এ মহান নেতা ছাড়া অন্য রাজনৈতিক ব্যক্তিদের কোনো অবদান ছিল? মতামত দাও। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' নামে প্রদেশ গঠন করা হয় ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে।

খ ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় পতাকায় লালবৃত্তে বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কিত ছিল। মানচিত্র খচিত এ পতাকা আমাদের সংঘটিত, ও ঐক্যবদ্ধ করে। কুমিলরা ছাত্রলীগের সেক্রেটারি শিবনারায়ণ দাস এ পতাকার ডিজাইন করেন। ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের ৬ জুন গভীর রাতে অত্যন্ত গোপনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহরবল হক হলের ১১৮ নম্বর কৰে এ পতাকার ডিজাইন করা হয়েছিল।

গ উদ্দীপকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল নেতৃত্বে ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তার সারা জীবনের কর্মকাণ্ড, আন্দোলন, সংগ্রাম নির্দেশিত হয়েছে বাঙালির জাতির মুক্তির লৰ্যে। এই লৰ্যে তিনি ১৯৪৮

খ্রিষ্টাব্দে ছাত্রলীগ এবং ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে আওয়ামী লীগ গঠন করেন। ৪৮ ও ৫২–এর ভাষা আন্দোলনে তিনি ভূমিকা পালন করেন। এরপর ১৯৫৪–এর যুক্তরাষ্ট্র নির্বাচন, ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দের সংবিধানে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদান, ১৯৫৮–এর আন্দোলন, '৬৬–এর ছয় দফা অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেন। তিনি ২৫ মার্চের গণহত্যার পর ২৬ মার্চ '৭১ প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। দীর্ঘ সংগ্রামের পথ ধরে তিনি ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে ৭ মার্চের ভাষণে মুক্তিযুদ্ধের ডাক দিয়েছেন। তার বলিষ্ঠ নেতৃত্বেই আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। উদ্দীপকে বাংলাদেশের স্থপতির কথা বলা হয়েছে। তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

ঘ উদ্দীপকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কথা বলা হয়েছে। তিনি ছাড়াও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অন্য নেতাদেরও ভূমিকা ছিল বলে আমি মনে করি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় অন্যতম একজন নেতা ছিলেন তাজউদ্দিন আহমদ। যিনি ঐ সময়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য গঠিত মুজিবনগর সরকারে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন এই মহান নেতা। এছাড়াও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় অন্যতম আরেকজন নেতা হলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম। ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিব নগর সরকারের অর্থমন্ত্রী ছিলেন। এএইচএম কামরুজ্জামান মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসনমন্ত্রী ছিলেন। স্বাধীনতা অর্জনে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর ভূমিকা ছিল উলেরখযোগ্য। মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে অবস্থান করে তিনি বিভিন্ন দেশের প্রতি বাংলাদেশের সমর্থন দান ও পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান। এছাড়া অধ্যাপক মুজাফফর আহমেদ, কমরেড মনি সিংহ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। উলিরখিত নেতারাও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিরাট ভূমিকা পালন করেছিলেন।

প্রশ্ন– ১২ ▸▸ ২৫ মার্চের গণহত্যা

ক. বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের অর্থমন্ত্রী কে ছিলেন? ১

খ. স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় হিন্দু সম্প্রদায় আক্রমণের শিকার হয় কেন? ২

গ. প্রদর্শিত চিত্রটি বাংলাদেশের কোন ঐতিহাসিক ঘটনাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত ঘটনার প্রেরাপটে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন– বিশেরষণ কর। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের অর্থমন্ত্রী ছিলেন ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী।

খ পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর দৃষ্টিতে হিন্দু মাত্রই ছিল আওয়ামী লীগের সমর্থক এবং পবিত্র পাকিস্তানের অখণ্ডতার প্রতি হুমকিস্বরূ প। আর এদের পেছনে রয়েছে ভারতের আনুকূল্য ও সমর্থন। এমনি অন্ধবিশ্বাস থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় হিন্দু সম্প্রদায় আক্রমণের শিকার হয়।

গ প্রদর্শিত চিত্রটি বাংলাদেশের ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ মার্চের গণহত্যার ঘটনাকে নির্দেশ করে। ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ঘোষিত কর্মসূচি এবং আহ্বানের প্রতি সকল স্তরের জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়। পূর্ববাংলার সকল অফিস, আদালত, শিরাপ্রতিষ্ঠান, কলকারখানা বন্ধ হয়ে যায়। ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা বেগতিক দেখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আলোচনা করতে ঢাকায় আসেন। এ সময় ভুট্টোও ঢাকায় আসেন। অপরদিকে, ইয়াহিয়া গোপনে আলোচনার নামে কালরেপণ, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য, গোলাবারুদ এনে পূর্ব বাংলায় সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ১৭ মার্চ টিক্কা খান, রাও ফরমান আলী 'অপারেশন সার্চলাইট' বা বাঙালির ওপর নৃশংস হত্যাকাণ্ড পরিচালনার নীলনকশা তৈরি করে। ২৫ মার্চ রাতে পৃথিবীর ইতিহাসে ঘটে বর্বরতম গণহত্যা। এ রাতে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের পুলিশ ক্যাম্প, পিলখানা, বিডিআর ক্যাম্প, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আক্রমণ চালায় এবং নৃশংস গণহত্যা সংঘটিত করে, যা ইতিহাসে ২৫ মার্চের কালরাত নামে পরিচিত। এই রাতে একইভাবে গণহত্যা চলেছিল পুরনো ঢাকায়, কচুরেত, তেজগাঁও, ইন্দিরা রোড, মিরপুর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা বিমানবন্দরের অভ্যন্তরে, রায়ের বাজার, ধানমন্ডি প্রভৃতি স্থানে। সুতরাং বলা যায় যে, প্রদর্শিত চিত্রে ২৫ মার্চের গণহত্যার গণহত্যার কয়েকটি ছবিই দেখা যাচ্ছে।

ঘ উক্ত ঘটনাটি ২৫ মার্চ গণহত্যার। ২৫ মার্চ রাতে ঢাকায় গণহত্যা শুরু হলে এ ঘটনার প্রেরাপটেই বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন।
২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনারা বহু বাঙালিকে নির্বিচারে হত্যা করে। ২৫ মার্চ মধ্যরাতে বাঙালির তথা পৃথিবীর ইতিহাসে একটি কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সূচনা হয়। পাকবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের নিরস্ত্র, নিরীহ, স্বাধীনতাকামী সাধারণ জনগণের ওপর হামলা করে এবং নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালায়। প্রদর্শিত চিত্রেও ২৫ মার্চের গণহত্যার চারটি ভয়াবহ দৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে লোকজন রাতের অন্ধকারে ছোটাছুটি করছে। চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নানা শ্রেণি–বর্ণ পেশায় মানুষের লাশ। এই ঘটনার প্রেরাপটেই বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং তা ওয়্যারলেসযোগে পাঠিয়ে দেন। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাবাণী শোনামাত্রই চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়। শুরু হয় পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে বাঙালি পুলিশ, আনসার ও সাধারণ মানুষের এক অসম লড়াই যা বাংলাদেশের ইতিহাসে মহান মুক্তিযুদ্ধ নামে পরিচিত।

প্রশ্ন– ১৩ ▸▸ ২৫ মার্চের গণহত্যা

আমার এক বন্ধুর আজ জন্মদিন। কিন্তু এ শুভ জন্মদিনটিতে সে বিষণ্ন থাকে। কেননা আজ মার্চের কালরাত। আমাদের বাঙালির ইতিহাসের সবচেয়ে জঘন্য একটি অধ্যায়। মার্চের এই রাতেই তার বাবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের গণহত্যার লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও অলৌকিকভাবে বেঁচে যান। হলে পুরো রাত পাকিস্তানি সৈন্যরা তাদের গণহত্যা এবং ধ্বংসলীলা চালিয়েছিল। প্রতিবছর এ রাত এলে সে জগন্নাথ হলে যায়। হাজার মানুষের মোমবাতির মিছিলে সেও গুটি গুটি পায়ে হাজির হয় জগন্নাথ হলের গণকবরে।

(তথ্যসূত্র : ১৯৭১ : ভয়াবহ সহিংসতা রশিদ হায়দার সম্পাদিত)

ক. বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকারের প্রধান কে ছিলেন? ১

খ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষক ও স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে কোন ঘটনার ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে? পাঠ্যবইয়ের আলোকে উক্ত ঘটনাটির প্রেরাপট ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত ঘটনায় পূর্ব পাকিস্তানের নিরস্ত্র, নিরীহ স্বাধীনতাকামী সাধারণ মানুষের ওপর পাকিস্তান সেন বাহিনী হামলা চালায় এবং নির্বিচারে হত্যা করে– এ বক্তব্যের যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকারের প্রধান ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

খ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল নেতৃত্বে ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৪৮ থেকে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পাকবিরোধী বাঙালি স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিটি আন্দোলনে তার ভূমিকা ছিল অনন্য। ৭ মার্চে তিনিই মুক্তিযুদ্ধের ডাক দিয়েছিলেন। তার নামেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়। তিনি ছিলেন স্বাধীনতার ঘোষক ও স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি।

গ ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনা অসমাপ্ত রেখেই গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন। তার আগে তিনি সামরিক বাহিনীকে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর আক্রমণ চালানোর নির্দেশ দেন। উদ্দীপকে ২৫ মার্চ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরতার কথা বলা হয়েছে।
২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনারা বহু বাঙালিকে হত্যা করে। এই রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহুরুল হক হল, জগন্নাথ হলে চালানো হয় হত্যাকাণ্ড। একইভাবে ঢাকার কচুরেত, রায়েরবাজার, কলাবাগান, মিরপুর, মোহাম্মদপুর প্রভৃতি স্থানে চালানো হয় হত্যাকাণ্ড। উদ্দীপকে আমরা লক্ষ করি যে, আজ আমার বন্ধুর জন্মদিন। কিন্তু তার এই শুভ জন্মদিনে সে বিষণ্ন থাকে। কেননা আজ মার্চের কালরাত। বাঙালির ইতিহাসে এক বর্বর রাত। এই তথ্যগুলোর সাথে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চের গণহত্যার সঙ্গে মিল বিদ্যমান।

ঘ উদ্দীপকে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চের গণহত্যার কথা বলা হয়েছে। এই ঘটনায় পূর্ব পাকিস্তানের নিরস্ত্র, নিরীহ সাধারণ মানুষের ওপর পাকিস্তানের সেনাবাহিনী হামলা এবং নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড চালায়। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে বাঙালি তথা পৃথিবীর ইতিহাসে একটি কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সূচনা হয়। এ রাতে পাক বাহিনী নিরস্ত্র নিরীহ বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড চালায়। পাকিস্তান তাদের এ অভিযানের নাম দেয় 'অপারেশন সার্চলাইট।' ২৫ মার্চ রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের জহুরুল হক হল, সলিমুলরাহ হল, রোকেয়া হলের ঘুমন্ত ছাত্রছাত্রীর ওপর চালায় হত্যাকাণ্ড এবং নির্যাতন। পাকিস্তান হানাদার বাহিনী ২৫ মার্চ রাতে ঘুমন্ত পুরনো ঢাকার নবাবপুর, তাঁতিবাজার, শাখারিবাজার এলাকায় বসবাসকারী হিন্দু জনগোষ্ঠীর ওপর নিষ্ঠুর গণহত্যা চালায়। এছাড়াও ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনী নিরস্ত্র ঘুমন্ত ঢাকার ইন্দিরা রোড, ঢাকা বিমানবন্দরের অভ্যন্তরে গণকটুলী, ধানমন্ডি, কাঁঠালবাগান প্রভৃতি স্থানে হত্যাকাণ্ড চালায়। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চের হত্যাকাণ্ডে বাঙালি তথা পৃথিবীর ইতিহাসের এক কালো অধ্যায় সূচনা করেছিল।

প্রশ্ন– ১৪ মুক্তিযুদ্ধ ও বিভিন্ন সংস্থান

অনুর বাবা একজন মুক্তিযোদ্ধা। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে তিনি খুলনার মেজর জলিলের সাথে থেকে সরাসরি শত্রুর মুখোমুখি যুদ্ধ করেছেন। তিনি তৎকালীন পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর সদস্য ছিলেন। অনুর ছোট চাচা হাসিব তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্ধুদের সাথে নিয়ে খুলনায় চলে আসে। গোপন পথে ভারতে গিয়ে তারা ট্রেনিং নিয়ে আসে। এরপর ভারত থেকে ফিরে তারা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

ক. পাকবাহিনীর কত তারিখে অসংখ্য বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করে? ১
খ. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদান ব্যাখ্যা কর। ২
গ. অনুর চাচা মুক্তিযুদ্ধের কোন বাহিনীর সদস্য ছিলেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর স্বাধীনতা অর্জনে শুধু অনুর বাবার মতো মুক্তিযোদ্ধাদের ভূমিকা ছিল? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাকবাহিনী ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৪ ডিসেম্বর অসংখ্য বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করে।

খ মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় জনগণ ও সরকার অনন্য সাধারণ ভূমিকা রাখে। ভারত এদেশের ১ কোটি নাগরিককে খাদ্য, চিকিৎসা ও আশ্রয় দিয়ে বাঁচিয়ে রাখে। হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধার প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রের ব্যবস্থা করে। সাধারণ জনগণ শরণার্থীদের আশ্রয়দান করে। বাংলাদেশকে শত্রুমুক্ত করতে ভারতের বহু সৈনিক জীবন উৎসর্গ করেছেন।

গ উদ্দীপকে অনুর চাচা মুক্তিযুদ্ধের অনিয়মিত বাহিনীর সদস্য ছিলেন। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মুক্তিযুদ্ধে সামরিক বাহিনীর পাশাপাশি বিভিন্ন অনিয়মিত বাহিনীও অংশগ্রহণ করেছিল। এসব অনিয়মিত বাহিনী ছাত্র, কৃষক, যুবক, নারী, রাজনৈতিক দলের কর্মী, শ্রমিকসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেছিল। তারা যুদ্ধের প্রশিক্ষণের জন্য সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে যায়। এরপর তারা দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে পাকিস্তানি সামরিক ছাউনি বা আস্তানায় হামলা চালায়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিন সপ্তাহের প্রশিক্ষণ আর হালকা অস্ত্র নিয়ে এরা অসীম সাহস ও মনোবল নিয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। উদ্দীপকে আমরা লক্ষ করি যে, অনুর চাচা ছাত্র ছিলেন। তিনি ট্রেনিং নিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এ বৈশিষ্ট্যগুলো মুক্তিযুদ্ধের অনিয়মিত বাহিনীর মাঝেও লক্ষণীয়।

ঘ উদ্দীপকের অনুর বাবার মতো মুক্তিযোদ্ধারাই শুধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে ভূমিকা রেখেছিল বলে আমি মনে করি না। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মুক্তিযুদ্ধে এদেশের ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক, কবি, সাংবাদিক, চিকিৎসক, শিল্পীসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ মুক্তির সংগ্রামে শামিল হয়। এদের মধ্যে সংখ্যায় বেশি ছিল ছাত্র। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধে কৃষকদের অবদান ছিল অত্যন্ত গৌরবময়। আর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মার্চ থেকেই দেশের প্রতিটি অঞ্চলে যে সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় তাতে নারীদের বিশেষ করে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। সারা দেশে বিভিন্ন রণাঙ্গনে নারী মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি বাহিনীর মোকাবিলা করেছেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সংবাদ, দেশাত্মবোধক গান, মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্ব গাঁথা রণাঙ্গনের নানা ঘটনা ইত্যাদি দেশ ও জাতির সামনে তুলে ধরে সাধারণ মানুষকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত করে। আর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের অবদানও যথেষ্ট ছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনগণও অংশগ্রহণ করেছিল। অনেকে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হন। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে এদেশের সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণে মুক্তিযুদ্ধ সফল হয়।

প্রশ্ন– ১৫ মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র ও গ্রেট ব্রিটেনের ভূমিকা

মার্কিন কূটনৈতিক বরাক ক্র্যাম। তালেবানের হামলার শিকার মালালা ইউসুফ জাইয়ের জন্য তিনি একটি গান গেয়েছেন। বরাক ক্র্যাম জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আল কায়দা ও তালেবান জঙ্গিদের শক্ত ঘাঁটি পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলে উপজাতিদের মাঝে গিয়ে পশতু ভাষায় গান গেয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের নারীরাও মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়ে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অস্ত্র লুকিয়ে রেখে, সেবা দিয়ে নানাভাবে সহায়তা করেন। তবে এটা ঠিক মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি ছিল ছাত্র।

ক. 'অপরাজেয় বাংলা'র স্থপতি কে? ১
খ. মুজিবনগর স্মৃতিসৌধের নির্মাণের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের বব্র্যাক ক্র্যাম যেন মুক্তিযুদ্ধে জর্জ হ্যারিসনের প্রতিচ্ছবি– ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি ছিল ছাত্র। উদ্দীপকের এ উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'অপরাজেয় বাংলা'র স্থপতি সৈয়দ আব্দুলরাহ খালেদ।

খ মহান মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী মুজিবনগর সরকারের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়। স্মৃতিসৌধে ২৪টি পৃথক ত্রিভুজাকৃতির দেয়াল বৃত্তাকারে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে সর্বশেষ উচ্চতায় স্থির হয়েছে। ২৪টি ত্রিভুজাকৃতির দেয়াল হলো ১৯৪৭–১৯৭১ পর্যন্ত ২৪ বছরের পাকিস্তানি শোষণের প্রতীক।

গ উদ্দীপকের বব্র্যাক ক্র্যাম অন্যায়ের বিরবদ্ধে প্রতিবাদের জন্য বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গুরবত্বপূর্ণ অবদান রাখা বিশ্ববিখ্যাত সংগীতশিল্পী জর্জ হ্যারিসনের প্রতিচ্ছবি। পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর বিরবদ্ধে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশের বর্হিবিশ্বের ভূমিকা ছিল গৌরবোজ্জ্বল। বিশেষ করে যুদ্ধের ৯ মাসে গ্রেট বৃটেন অনন্য ভূমিকা পালন করে। লন্ডন ছিল বহির্বিশ্বে মুক্তিযুদ্ধের পবে প্রচারের প্রধানকেন্দ্র। লন্ডনে জন্মগ্রহণকারী বিখ্যাত সংগীতশিল্পী জর্জ হ্যারিসন মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে বিশ্বজনমত সৃষ্টি ও দানসহায়তা কার্যক্রম পরিচালনার লব্যে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে ৪০,০০০ লোকের সমাগমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ডভিত্তিক গান পরিবেশন করেন। উদ্দীপকে বব্র্যাক ক্র্যামও গান গেয়ে শোষিতকের পবে কাজ করেন। তাই বলা যায় বব্র্যাক ক্র্যামের প্রতিবাদ আর মুক্তিযুদ্ধে জর্জ হ্যারিসনের অংশগ্রহণ একই রকম।

ঘ উদ্দীপকের শেষ অংশে বলা হয় মুক্তিযুযোদ্ধাদের মধ্যে সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি ছিল ছাত্র। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে ছাত্রদের অবদান প্রশংসনীয়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের দেশ বিভাগের পর থেকে পাকিস্তানি শোষকচক্রের বিরবদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন পূর্ব বাংলার ছাত্র সমাজ। তারা ৫২–এর ভাষা আন্দোলন, ৬৬'র আন্দোলন, ১৯৬৯'র গণআন্দোলনে অসামান্য অবদান রেখেছে। আর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মুক্তিযুদ্ধে তারা ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি ছিল ছাত্র। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরবদ্ধে প্রাথমিক প্রতিরোধ গড়ে তোলায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে ছাত্ররা। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পাশাপাশি স্কুলপড়ুয়া কিশোরও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তারা যুদ্ধের প্রশিবণের জন্য সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারত যায়। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনাকারী বাংলাদেশ সরকার ছাত্র যুবকদের জন্য প্রশিবণ ও অস্ত্রের সংস্থান করেন। অধিকাংশ বেত্রে মাত্র তিন সপ্তাহের প্রশিবণ আর হালকা অস্ত্র নিয়ে অসীম সাহস, মনোবল আর দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে শত্রবদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে মুক্তি সেনাদল। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মুক্তিযুদ্ধে ছাত্ররা অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন– ১৬ ▸▸ পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পন : স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়

ক. ছয় দফা দাবি পেশ করেন কে? ১

খ. অপারেশন সার্চলাইট বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উলিরখিত চিত্রটি কোন ঘটনার কথা মনে করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ছবির সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনাটি বিশ্ব ইতিহাসে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা– বিশ্লেষণ কর। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ছয় দফা দাবি পেশ করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

খ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানিরা পূর্ববাংলার নিরস্ত্র, নিরীহ, স্বাধীনতাকামী সাধারণ মানুষের ওপর হামলা করে এবং নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালায়। পাকিস্তানি বাহিনী তাদের এ অভিযানের নাম দেয় 'অপারেশন সার্চলাইট'। ২৫ মার্চ এ অভিযান পরিচালনা করলেও মূলত মার্চের প্রথম থেকেই তারা এ নৃশংস হত্যাকাণ্ড পরিচালনার নীলনকশা তৈরি করে। এ হত্যাকাণ্ডের মূল লব্য ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ এদেশের ছাত্রসমাজ, শিবিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি যারা অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে বিশ্বাসী আর সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়।

গ প্রদর্শিত চিত্রটি পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণের কথা মনে করিয়ে দেয়। যৌথ বাহিনীর সুপরিকল্পিত প্রবল আক্রমণে আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণের পূর্বেই হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর নৈতিক পরাজয় ঘটে। অবশেষে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর বিকেল চারটা একুশ মিনিটে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) পাকিস্তানের ইস্টার্ন কমান্ডের অধিনায়ক লে. জেনারেল আমীর আবদুলরাহ খান নিয়াজি প্রায় ৯৩ হাজার সৈন্যসহ বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করেন। প্রদর্শিত ছবিটি সেই আত্মসমর্পণের। যেখানে পাকিস্তানের কমান্ডার নিয়াজি যৌথবাহিনীর প্রধান জগজিৎ সিং অরোরার নিকট আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে মিলিত হয়েছেন এবং আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করছেন। এ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন গ্রবপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকার। ত্রিশ লব শহিদ, কয়েক লব মা–বোনের সীমাহীন কষ্ট, নিপীড়ন আর ত্যাগের বিনিময়ে এই মহান স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হয়েছে। বিশ্বের মানচিত্রে সগৌরবে স্থান করে নিয়েছে স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

ঘ উদ্দীপকের সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনা তথা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিশ্ব ইতিহাসে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। উদ্দীপকের ছবিটিতে পাকিস্তানের ইস্টার্ন কমান্ডের অধিনায়ক লে. জেনারেল নিয়াজির বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ বাহিনীর প্রধান জগজিৎ সিং অরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করার দৃশ্য ফুটে উঠেছে। আর এ ছবিটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অংশ বিশেষ। বাংলাদেশ হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের মধ্যে প্রথম দেশ, যে দেশ সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ থেকেই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী দ্বারা পূর্ব বাংলার জনগণ সর্বপ্রকার অত্যাচার, শোষণ, বৈষম্য, জাতি নিপীড়নের শিকার হয়েছে। কিন্তু এ ভূখণ্ডের সংগ্রামী মানুষ অন্যায়ের বিরবদ্ধে রবখে দাঁড়ান। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জনের মধ্য দিয়ে এর পরিসমাপ্তি ঘটে। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ৭ মার্চ ঐতিহাসিক ভাষণে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার যে ডাক দেন এবং ২৬ মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার যে ঘোষণা প্রদান করেন, ১৬ ডিসেম্বর তা বাস্তবে পূর্ণতা পায়। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বপ্রকার সহযোগিতা করে। ফলে মুক্তিযুদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় বাঙালির শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী চেতনার বহিঃপ্রকাশ। মুক্তিযুদ্ধ এ অঞ্চলের বাঙালি এবং এ ভূখণ্ডে বসবাসকারী অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর জনগণের মধ্যে নতুন যে দেশপ্রেমের জন্ম দেয়, তা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে যুদ্ধ শেষে জনগণ বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন এবং সমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করে। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালির হাজার বছরের স্বপ্ন পূরণ হলো।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিশ্বের নিপীড়িত, স্বাধীনতাকামী জনগণকে অনুপ্রাণিত করে। তাই বলা যায়, ছবির সাথে সংশিরষ্ট ঘটনাটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের যা বিশ্ব ইতিহাসে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

প্রশ্ন– ১৭ ▸▸ ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের সাধারণ নির্বাচন

২০০৮ খ্রিস্টাব্দের জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচন করলেও এককভাবেই তারা সরকার গঠনের প্রয়োজনীয় আসনে জয়লাভ করে। আওয়ামী লীগের এই জনসমর্থন দেখে ঝন্টুর বাবা বললেন, পাকিস্তান আমলেও আমাদের এ দলটি একটি নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। তবে ষড়যন্ত্রকারীদের বিশ্বাঘাতকতায় আমরা তখন সরকার গঠন করতে পারিনি। তবে এ নির্বাচন আমাদের বিজয় ছিনিয়ে আনায় অনুপ্রেরণা দেয়।

ক. বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠিত হয় কখন? ১
খ. 'অপারেশন 'সার্চলাইট' বলতে কী বোঝ? ২
গ. ঝন্টুর বাবা অতীতের কোন নির্বাচনের কথা মনে করলেন? উক্ত নির্বাচনের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের আসন বণ্টন ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত নির্বাচনে একাধিক রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে? উত্তরের পবে যুক্তি দাও। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠিত হয় ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১০ এপ্রিল।

খ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চ রাতে ঢাকায় পাক বাহিনীর নৃশংস গণহত্যাই 'অপারেশন সার্চলাইট।' ২৫ মার্চ জিরো আওয়ারে পাক বাহিনীর অভিযান শুরব করার কথা থাকলেও রাত সাড়ে এগারোটার দিকে অভিযান শুরব হয়। 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে ঢাকায় যে গণহত্যা শুরব করে এর প্রধান লব্য ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ এ দেশের ছাত্র সমাজ মধ্যবিত্তশ্রেণি ও সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়।

গ উদ্দীপকে ঝন্টুর বাবা ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনের কথা মনে করলেন। ইয়াহিয়া খানের ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের ২৮ মার্চ জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণ অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের সাধারণ সদস্য হবে ১৬২ ও মহিলা সদস্য হবে ৭ জন এবং প্রাদেশিক পরিষদে সাধারণ সদস্য হবে ৩০০ ও মহিলা সদস্য হবে ১০ জন। সিন্ধুতে জাতীয় পরিষদে সাধারণ সদস্য হবে ২৭ জন ও মহিলা ১ জন এবং প্রাদেশিক পরিষদে সাধারণ সদস্য হবে ৬০ জন ও মহিলা সদস্য ২ জন। উত্তর–পশ্চিম সীমান্তে জাতীয় পরিষদে সাধারণ সদস্য ১৮ জন ও মহিলা ১ জন এবং প্রাদেশিক পরিষদে সাধারণ ৪০ জন ও মহিলা ২ জন। বেলুচিস্তানের জাতীয় পরিষদে সাধারণ সদস্য হবে ৪ জন ও মহিলা ১ জন এবং প্রাদেশিক পরিষদে সাধারণ সদস্য ২০ জন ও মহিলা ১ জন। আর কেন্দ্রশাসিত উপজাতীয় এলাকায় জাতীয় পরিষদে সাধারণ সদস্য হবে ৩ জন। এ নির্বাচনে এদেশের মানুষ এদেশের জনপ্রতিনিধিদের নিরঙ্কুশভাবে বিজয়ী করে। তাই বলা যায় উদ্দীপকে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে ঝন্টুর বাবার মনে পড়া নির্বাচন তথা ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে একাধিক রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে বলে আমি মনে করি। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে আওয়ামী লীগপন্থী দলগুলো আওয়ামী লীগের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচন করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেও দলীয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এককভাবে নির্বাচনের ঘোষণা দেন। ফলে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলো পৃথকভাবে প্রার্থী মনোনীত করে। মোট ৭৮১ জন প্রার্থী নির্বাচনে অংশ নেয়। জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগের ছিল ১৬২ জন প্রার্থী এবং তাদের নির্বাচনি প্রতীক ছিল নৌকা। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ছিল নিখিল পাকিস্তান কেন্দ্রীয় জমিয়াতুল উলেমা ও নেজাম–ই–ইসলামী (৪৫), ইসলামী গণতন্ত্রী দল (৫), জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান (৬৯)। এছাড়াও রয়েছে পাকিস্তান ডেমোক্রেট পার্টি (৮১) ও পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কনভেনশন–৯৩)। তাছাড়া রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আরও হচ্ছে পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাউন্সিল–৫০) ও পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাইয়ুম–৬৫) প্রভৃতি। পরিশেষে বলা যায় যে, ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের নিজস্ব মতাদর্শ নিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল।

প্রশ্ন– ১৮ ▸▸ মুজিবনগর সরকারের অধীনে প্রশাসন ও যুদ্ধ

সাতজন মানুষ, সাতটি রাইফেল–এই সামান্য শক্তি নিয়ে ওদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে যাওয়াটা কি ঠিক? যোদ্ধাদের মধ্যে একজন এ প্রশ্নটা তুলেছিলেন। কথাটা মিথ্যা নয় এটা একটা দুঃসাহসের কাজ হবে। গর্জে উঠলেন সুবেদার কবির সিকদার, "যে ভাবেই হোক এদের প্রতিরোধ করতেই হবে। ওরা আমাদের রক্ত নিয়েছে, তার বিনিময়ে ওদের কিছুটা রক্ত দিতে হবে। জীবন দিয়ে হলেও এদেশকে শত্রবমুক্ত করব।"

ক. মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেন কে? ১
খ. মুক্তিযুদ্ধে নারীদের অবদান ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে কোন যুদ্ধের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? কীভাবে যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল পাঠ্যবইয়ের আলোকে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত যুদ্ধের তৎকালীন বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের ভূমিকা বিশেরষণ কর। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেন তানভীর করিম।

খ যুদ্ধের ৯ মাসে লাখ লাখ মা–বোন পাক বাহিনীর অত্যাচারের শিকার হন। বিরাট সংখ্যক নারী মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় ও খাবার দিয়ে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অস্ত্র লুকিয়ে রেখে, সেবা দিয়ে নানাভাবে সহায়তা করেছেন। মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বের স্বীকৃতিস্বরূ প দুজন নারী 'বীর প্রতীক' খেতাব অর্জন করেন। প্রত্যব যুদ্ধে নারীর অংশগ্রহণের দৃষ্টান্তও কম ছিল না।

গ উদ্দীপকে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মুক্তিযুদ্ধের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠিত হওয়ার পর মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য সামরিক ও বেসামরিক জনগণকে নিয়ে একটি মুক্তিযোদ্ধা বাহিনী গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ১০ এপ্রিল সরকার ৪টি সামরিক জোনে বাংলাদেশকে ভাগ করে ৪ জন সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত করেন। ১১ এপ্রিল তা পুনর্নির্ধারিত হয়ে ১১টি ব্রিগেড ফোর্স গঠিত হয়। প্রতিটি সেক্টরেই নিয়মিত সেনা, গেরিলা ও সাধারণ যোদ্ধা ছিল। এরা মুক্তিযোদ্ধা নামে পরিচিত ছিল। এসব বাহিনীতে দেশের ছাত্র–যুবক–নারী–কৃষক–রাজনৈতিক দলের কর্মী সমর্থক শ্রমিকসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করে। উদ্দীপকে সুবেদার কবির সিকদারের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মুক্তিযুদ্ধ। এই যুদ্ধ বাংলার সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণে পরিচালিত হয়েছিল।

ঘ উদ্দীপকের বর্ণিত বিষয় তথা ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মুক্তিযুদ্ধে তৎকালীন বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন। দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রামের ফসল মহান মুক্তিযুদ্ধ। স্বাভাবিক কারণেই মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে নানা মতভেদ লব করা যায়। বাম রাজনৈতিক দলগুলোর বড় অংশ মুক্তিযুদ্ধের পবে থাকলেও একটি অংশ বিরবদ্ধে ছিল। মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব

দানকারী রাজনৈতিক দল হলো আওয়ামী লীগ। বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি ও তাজউদ্দিনকে প্রধানমন্ত্রী করে গঠিত প্রথম বাংলাদেশ সরকার যথেষ্ট যোগ্যতা, দৰতা ও দূরদৃষ্টির সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে সমমনা বাম রাজনৈতিক দলসমূহ নিয়ে আওয়ামী লীগ একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করে। এই কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন মওলানা হামিদ খান ভাসানী (ন্যাপ–ভাসানী), মণি সিং (বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি)। এছাড়াও অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন মনোরঞ্জন ধর (বাংলাদেশ ন্যাশনাল কংগ্রেস), অধ্যাপক মুজাফফর আহমেদ (ন্যাপ–মুজাফফর)। সুতরাং বলা যায়, উপরিউক্ত রাজনৈতিক দলগুলোর অগ্রগণ্য নেতৃত্বই আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে সফল করেছিল।

প্রশ্ন– ১৯ ▸▸ অবরবদ্ধ বাংলাদেশ ও স্বাধীনতা বিরোধীদের অপতৎপরতা

ঘটনা–১ : নয় মাসে ত্রিশ লক্ষ তাজা প্রাণ ও দুই লক্ষ মা–বোনের সম্ভ্রম বিসর্জন।

ঘটনা–২ : ১৪ ডিসেম্বরে মেধা, মনন ও সৃজনশীলতার বিসর্জন।

ক. মুক্তিযুদ্ধের সময় সমগ্র বাংলাদেশকে কয়টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল? ১

খ. মুক্তিযুদ্ধে কৃষকদের অবদান উলেরখ কর। ২

গ. উদ্দীপকের ঘটনা দুটিতে যে যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি তুলে ধরা হয়েছে তার একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ঘটনা–২–এর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুক্তিযুদ্ধের সময় সমগ্র বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়।

খ মুক্তিযুদ্ধের কৃষকদের অবদান ছিল অত্যন্ত গৌরবময়। স্বাধীনতা লাভের জন্য যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত ছিলেন তারা। শত্রবর বিরবদ্ধে পরিচালিত প্রতিটি আক্রমণে তারা ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। ব্যক্তিগত লাভ–ৰতির হিসাব তাদের কাছে গুরবত্ব পায়নি। একটাই লৰ্য–যে কোনো মূল্যে স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে।

গ উদ্দীপকের ঘটনা দুটিতে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের মুক্তিযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি তুলে ধরা হয়েছে। ঘটনা–১ এ নয় মাসে ত্রিশ লৰ তাজা প্রাণ ও দুই লৰ মা–বোনের সম্ভ্রম বিসর্জন এবং ঘটনা–২ এ ১৪ ডিসেম্বরে মেধা, মনন ও সৃজনশীলতার বিসর্জনের কথা বলা হয়েছে যা মুক্তিযুদ্ধের সময় সংঘটিত ৰয়ৰতিকে নির্দেশ করে। একটানা নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। কিন্তু এই যুদ্ধে আমাদের দেশের মানুষের জীবন ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ মার্চের গভীর রাত থেকে ওই বছরের ১৬ ডিসেম্বরের বিজয় লাভ পর্যন্ত পাকিস্তানি হানাদার এদেশে নির্মম ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। তারা ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনাসহ দেশের বড় শহরগুলোতে হামলা চালিয়ে ছাত্রাবাস, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান,

কলকারখানা, গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও জনসাধারণের বাড়িঘরের বিপুল ক্ষতিসাধন করে। গ্রামেগঞ্জে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী নেতাকর্মীদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়। ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারীদের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও তাদের সম্পদ লুটপাট করা হয়। যুদ্ধে অগণিত পুল, কালভার্ট, অনেক রাস্তাঘাট ও রেললাইন ধ্বংস করা হয়েছে। চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্রবন্দর জাহাজ চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে। নৌবন্দরগুলোও ছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত। এমনকি রাজকোষে কোনো অর্থ ছিল না। পরিকল্পিতভাবে তারা সবকিছু লুট করে নিয়েছিল। বেসামরিক ও সামরিক বিমানগুলো পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে নেওয়া হয়।

ঘ উদ্দীপকের ঘটনা–২–এর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা হলেন এদেশের বুদ্ধিজীবী। তার কারণ ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ ডিসেম্বর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বুদ্ধিজীবীদের হত্যার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের মেধা, মনন ও সৃজনশীলতা ধ্বংসের অপচেষ্টা করে। বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। তারা দেশ–বিদেশে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত সৃষ্টি এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় কবি–সাহিত্যিক, লেখক, শিল্পী, দার্শনিক, উকিল, শিক্ষক মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যারা ভারতে ও দেশের বাইরে ছিলেন, তারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সফর করে বাংলাদেশের জন্য সাহায্য ও সমর্থন আদায় করেন। বাংলাদেশের যুবসমাজ বিশেষ করে ছাত্র সমাজকে তারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য মানসিক ও নৈতিক প্রস্তুতি গ্রহণে উৎসাহিত করেন। বাংলাদেশে অবরুদ্ধ বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় শত নির্যাতনের মধ্যেও মুক্তিসংগ্রামকে সফল করে তুলতে নানাভাবে সাহায্য করেন। তারা তাদের লেখনী ও গণসংযোগের মাধ্যমে মুক্তি আন্দোলনকে গতিশীল করে তোলেন। বুদ্ধিজীবীরা মুক্তিযোদ্ধাদের মানসিক ও নৈতিক সাহস যুগিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে দুর্দমনীয় করে তোলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ১০ এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভিসি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ছাত্র–শিক্ষক গণহত্যার একটি বিবরণ বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেন। এছাড়া প্রবাসী বাঙালিরাও মুক্তিযুদ্ধের সাফল্যের জন্য নানাভাবে সাহায্য করেন। পাক হানাদার বাহিনীর এরূ প নৃশংস হত্যাকাণ্ডে মুক্তিবাহিনী আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। স্বাধীনতা সংগ্রামে বিজয়ের প্রাক্কালে যেসব বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করা হয় তাদের কথা বাঙালি কোনোদিন ভুলবে না। তাদের অবদান চিরদিন শ্রদ্ধাভরে স্মরণ রাখার জন্য ১৪ ডিসেম্বরকে 'বুদ্ধিজীবী দিবস' ঘোষণা করা হয়।

■ অনুশীলনমূলক কাজের আলোকে সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ২০ ▸▸ ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের সাধারণ নির্বাচন ও তার ফলাফল

অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সংক্রান্ত আলোচনা সভায় মি. 'X' বিগত সময়ে পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশের একটি নির্বাচনের কথা বলছিলেন। যে নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলো পৃথকভাবে প্রার্থী মনোনীত করেছিল। ইয়াহিয়া খানের ঘোষণা অনুযায়ী পাকিস্তানের সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি আব্দুস সাত্তারের নেতৃত্বে একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছিল।

ক. বাংলাদেশের পতাকা দিবস পালিত হয় কত তারিখে? ১

খ. ২৫ মার্চ রাতকে কালরাত্রি বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের 'X' পাকিস্তান আমলের কোন নির্বাচনের ইঙ্গিত করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পেছনে উক্ত নির্বাচনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের পতাকা দিবস পালিত হয় ২ মার্চ তারিখে।

খ ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি বাহিনী নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালির ওপর ইতিহাসের বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড চালায় বলে এ রাতকে কালরাত্রি বলা হয়। পাকিস্তান তাদের এ অভিযানের নাম দেয় অপারেশন সার্চলাইট। ঐ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের পুলিশ, পিলখানা, বিডিআর ক্যাম্প, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আক্রমণ চালায় এবং নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে, যা বাংলার ইতিহাসে কালরাত্রি হিসেবে চিহ্নিত।

গ উদ্দীপকের 'X' পাকিস্তান আমলের ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনের ইঙ্গিত করেছেন। ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় এসে ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ মার্চ এক বেতার ভাষণে পরবর্তী নির্বাচন ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে

ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। ইয়াহিয়া খানের ঘোষণা অনুযায়ী পাকিস্তানের সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি আবদুস সাত্তারের নেতৃত্বে একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়। এ নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করলে সে নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলো পৃথকভাবে প্রার্থী মনোনীত করেছিল। এ বিষয়গুলো উদ্দীপকেও বর্ণিত হয়েছে। ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে ১৬২টি আসনের মধ্যে ১৬০টি আসন লাভ করে। সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ আওয়ামী লীগ মোট ১৬৭টি আসন লাভ করে জাতীয় পরিষদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। আবার পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের ৩১০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ মোট ২৯৮টি আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। ভোটের ফলাফল মূল্যায়নে দেখা যায়, মোট প্রদত্ত ভোটের মধ্যে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদে ৭৫.১০% এবং প্রাদেশিক পরিষদে ৭০.৪৮% ভোট পায়। নির্বাচনের এমন ফলাফল পূর্ব পাকিস্তানকে একটি পৃথক অঞ্চল এবং বাঙালি জাতিকে একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে চিহ্নিত করে।

ঘ উদ্দীপকের 'X' পাকিস্তান আমলের ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনের ইঙ্গিত করেছেন। বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পেছনে ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম। ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনের পর ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনই ছিল সবচেয়ে বেশি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে বাঙালি জাতি ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রে যে স্বাতন্ত্র্য দাবি করে আসছিল ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনে বাঙালির সে স্বাতন্ত্র্যবাদের বিজয় ঘটে। এছাড়া পূর্বাঞ্চলের জনগণ স্বায়ত্তশাসনের যে দাবি করে আসছিল তা পশ্চিমাঞ্চলের সরকার অবৈধ বলে ঘোষণা করে। এ নির্বাচনের ফলাফলে ছয় দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের দাবির বৈধতা প্রমাণিত হয়। সর্বোপরি ইয়াহিয়া খানের ঘোষণা অনুযায়ী নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় আসলে তিনি তা না করে নিরীহ বাঙালির ওপর সেনাবাহিনীকে লেলিয়ে দেন। শুরু হয় বাংলার মানুষের মুক্তির সশস্ত্র সংগ্রাম, যার পরিণতিতে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর পৃথিবীর বুকে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র জন্ম নেয়।

প্রশ্ন– ২১ ▸▸ বাংলাদেশ সরকার (মুজিবনগর সরকার) গঠন

পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে নির্বাচনে বিজয়ী জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য দ্বারা একটি সরকার গঠন করা হয়েছিল দক্ষিণ এশিয়ার একটি দেশে। উক্ত সরকারের উদ্দেশ্য ছিল দেশের পক্ষে বিশ্বজনমত সৃষ্টি করা। এ সরকারের মোট ১২টি মন্ত্রণালয় বা বিভাগ ছিল।

ক. মুজিবনগর সরকারের প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন? ১
খ. মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ–এর পরিচয় দাও। ২
গ. উদ্দীপকে পাঠ্যপুস্তকের যে সরকার ও তার কার্যক্রমের প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়েছে তার ব্যাখ্যা দাও। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর এ ধরনের একটি সরকার গঠনের পরই বাংলাদেশে শুরু হয়েছিল চূড়ান্ত পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধ? পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুজিবনগর সরকারের প্রধান সেনাপতি ছিলেন কর্নেল এমএজি ওসমানী।

খ মহান মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বকারী মুজিবনগর সরকারের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুরে মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়। স্মৃতিসৌধে ২৪টি পৃথক ত্রিভুজাকৃতির দেয়াল বৃত্তাকারে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে সর্বশেষ উচ্চতায় স্থির হয়েছে। ২৪টি ত্রিভুজাকৃতির দেয়াল হলো ২৪ বছরের পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শোষণের প্রতীক। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে এদেশের জনগণ তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ে ক্রমে সংগঠিত হয়েছে। একপর্যায়ে দৃঢ় মনোবল আর সংকল্প নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে দেশ স্বাধীন করেছে। কারণ এখানেই শপথ নিয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার। এ স্মৃতিসৌধের স্থপতি হলেন তানভির করিম।

গ উদ্দীপকে পাঠ্যপুস্তকের মুজিবনগর সরকার ও তার কার্যক্রমের প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৭০–৭১ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনে বিজয়ী জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য দ্বারা মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয়। এ সরকার শপথ গ্রহণ করে ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা এবং বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্ব জনমত সৃষ্টি করা ছিল এ সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য। বাঙালি কর্মকর্তাদের নিয়ে সরকার প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা করেন। এতে মোট ১২টি মন্ত্রণালয় বা বিভাগ ছিল। এ সরকার বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরে (কলকাতা, দিল্লি, লন্ডন, নিউইয়র্ক) বাংলাদেশ সরকারের মিশন স্থাপন করেন। এসব মিশন বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে প্রচারণা ও সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে। সরকারের বিশেষ দূত মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত সৃষ্টি ও বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সমর্থন আদায়ের জন্য কাজ করে। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য সামরিক, বেসামরিক জনগণকে নিয়ে একটি মুক্তিযোদ্ধা বাহিনী গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে মুক্তিযোদ্ধাগণ মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্বে দেশকে পাকিস্তানিদের দখলমুক্ত করার জন্য রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করেছেন, অনেকে আহত হয়েছেন, অনেকে দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন। উদ্দীপকেও পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হবার লক্ষ্যে মুজিবনগর সরকারের মতো নির্বাচনে বিজয়ী জাতীয় প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য দ্বারা সরকার গঠন করা হয়েছিল দক্ষিণ এশিয়ার একটি দেশে। এ সরকারেরও উদ্দেশ্য ছিল দেশের পক্ষে বিশ্বজনমত সৃষ্টি করা। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকার ও তার কার্যক্রমের প্রতিচ্ছবিই প্রকাশিত হয়েছে মুজিবনগর সরকার ব্যবস্থায়।

ঘ মুজিবনগর সরকার গঠনের পরই বাংলাদেশে চূড়ান্ত পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছিল বলে আমি মনে করি।

১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ মার্চ পাকিস্তান সামরিক বাহিনী কর্তৃক গণহত্যা শুরু হলে প্রাথমিকভাবে পূর্ব প্রস্তুতি ও সাংগঠনিক তৎপরতা ছাড়াই পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। কিন্তু যুদ্ধের মাধ্যমে একটি জাতির মুক্তির জন্য প্রয়োজন ছিল বলিষ্ঠ নেতা ও নেতৃত্বের। কারণ সঠিক দিকনির্দেশনা ছাড়া যুদ্ধ সম্ভব নয়, জাতির মুক্তিও সম্ভব নয়। উদ্দীপকেও দেখা যায় পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে এবং দেশের পক্ষে বিশ্বজনমত সৃষ্টির জন্য সরকার গঠন করে। ঠিক তেমনি বাংলাদেশের দুর্যোগ মুহূর্তে মুক্তিযুদ্ধ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যই মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা এবং বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্বজনমত সৃষ্টি করাই ছিল এ সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য। বাঙালি কর্মকর্তাদের নিয়ে এ সরকার প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা করে। ৪টি সামরিক জোনে বাংলাদেশকে ভাগ করে ৪ জন সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত করে এবং তা পুনর্নির্ধারিত করে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। প্রতিটি সেক্টরেই নিয়মিত সেনা, গেরিলা ও সাধারণ যোদ্ধা ছিল। এসব বাহিনীতে দেশের ছাত্র, যুবক, নারী, কৃষক, রাজনৈতিক দলের কর্মী সমর্থক, শ্রমিকসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ অংশ নিয়েছিল। প্রশিক্ষণ শেষে যোদ্ধাগণ দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে পাকিস্তানি সামরিক ছাউনি বা আস্তানায় হামলা চালায়। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে মুক্তিযোদ্ধাগণ মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্বে দেশকে পাকিস্তানিদের দখলমুক্ত করার জন্য রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করেছেন, অনেকে আহত হয়েছেন, অনেকে দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন। উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলতে পারি, পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাবার জন্য বা কোনো বড় অর্জনের

জন্য প্রয়োজন সঠিক সিদ্ধান্ত ও নেতৃত্বের। তাই বলা যায়, মুজিবনগর সরকার গঠনের পরই বাংলাদেশে চূড়ান্ত পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধ শুরব হয়েছিল বলে আমি মনে করি।

■ অনুশীলনের জন্য সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক (উত্তরসংকেতসহ)

প্রশ্ন– ২২ ▸▸ শেখ মুজিবুর রহমান

ক. অস্থায়ী সরকার কখন গঠিত হয়? ১

খ. ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচন বাংলাদেশের জন্য কেন গুরবত্বপূর্ণ? ২

গ. চিত্রে প্রদর্শিত ব্যক্তি আমাদের ইতিহাসে কীভাবে সমুজ্জ্বল? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত ব্যক্তির সফল নেতৃত্ব আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছিল? যুক্তি দাও। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১০ এপ্রিল।

খ বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচন অত্যন্ত গুরবত্বপূর্ণ। আইয়ুব খানের পতনের পর ইয়াহিয়া গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার আশ্বাস দিলেও তা পূরণ করেননি। ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। কিন্তু ইয়াহিয়া নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ৰমতা ছাড়তে গড়িমসি করে। এর ফলে বাঙালিরা বুঝতে পারে যে যুদ্ধ ব্যতীত শান্তিপূর্ণভাবে কখনও তাদের ন্যায্য অধিকার আদায় সম্ভব নয়।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে শেখ মুজিবের অবদান– ব্যাখ্যা কর।

ঘ বঙ্গবন্ধুর সফল নেতৃত্ব আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছিল– আলোচনা কর।

প্রশ্ন– ২৩ ▸▸ মুজিবনগর সরকার

১২টি মন্ত্রণালয়
১১টি সেক্টর
৩টি ব্রিগেড ফোর্স

ক. মুজিব সরকারের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? ১

খ. বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার ইতিহাস বর্ণনা কর। ২

গ. উদ্দীপকের চার্টটি কোন সরকারের প্রশাসন ও যুদ্ধ পরিচালনার ৰেত্রে প্রযোজ্য? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, উক্ত প্রশাসন ও তার যুদ্ধ পরিচালনার কৌশল দেশকে স্বাধীনতা এনে দিতে সৰম হয়েছিল? যুক্তি দাও। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তাজউদ্দিন আহমদ।

খ বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার ডিজাইন করেন শিবনারায়ণ দাস। ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের ৬ জুন গভীর রাতে তিনি এ পতাকা তৈরির কাজ করেন। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে পটুয়া কামরবল হাসানকে জাতীয় পতাকার ডিজাইন চূড়ান্ত করার দায়িত্ব দেন। পটুয়া কামরবল হাসানের হাতেই আমাদের জাতীয় পতাকা বর্তমান রূ প লাভ করে।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ মুজিবনগর সরকারের গঠন ব্যাখ্যা কর।

ঘ মুজিবনগর সরকারের দৰ যুদ্ধ পরিচালনায় দেশ স্বাধীন হয়– আলোচনা কর।

প্রশ্ন– ২৪ ▸▸ বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ

মেডিকেল কলেজে নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তির প্রতিবাদে সারাদেশের মেডিকেল ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীরা এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে। রাজু ভাস্কর্যের সামনে এই প্রতিবাদ সমাবেশে ভাষণ দেন মাসুম রেজা। মাসুম রেখার বক্তব্য শুনে ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলন আরও বেগবান হয়। সমাবেশ থেকে প্রতীকী অনশনসহ আরও বিভিন্ন কর্মসূচির ঘোষণা দেওয়া হয়। পরবর্তীতে কর্তৃপৰ তাদের বিগত অবস্থান থেকে সরে এসে পরীৰার মাধ্যমে ভর্তি করার সিদ্ধান্ত নেয়।

ক. কার নেতৃত্বে ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়? ১

খ. মুক্তিযুদ্ধে কৃষকদের অবদান ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে মাসুম রেজার ভাষণের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন রাজনৈতিক নেতার ভাষণের সাদৃশ্য বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত নেতার ভাষণের পর থেকেই সারাদেশে ব্যাপক আন্দোলন শুরব হয়– বিশেরষণ কর। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিচারপতি আব্দুস সাত্তারের নেতৃত্বে ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়।

খ মুক্তিযুদ্ধে কৃষকদের অবদান ছিল অত্যন্ত গৌরবময়। স্বাধীনতা লাভের জন্য তারা যেকোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত ছিলেন। শত্রবর বিরবদ্ধে পরিচালিত প্রতিটি আক্রমণে তারা ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। ব্যক্তিগত লাভ–ৰতির হিসাব তাদের কাছে গুরবত্ব পায়নি। তাদের একটাই লৰ্য ছিল যেকোনো মূল্যে স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ মার্চের ভাষণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ মার্চের ভাষণের তাৎপর্য মূল্যায়ন কর।

প্রশ্ন– ২৫ ▸▸ মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বজনমত ও বিভিন্ন দেশের ভূমিকা

বিশিষ্ট সাংবাদিক অখিল পোদ্দার মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক এক সেমিনারে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পার্শ্ববর্তী একটি দেশের সহায়তার কথা তুলে ধরেন। একটি দেশের সরকার এবং জনগণ আমাদের দেশের লৰ লৰ শরণার্থীকে আশ্রয়, খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রশস্ত্র এবং প্রশিৰণ দিয়ে সাহায্য করেছিল। এ প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি আরও বলেন, মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভূমিকা ছিল উলেরখযোগ্য।

ক. জাতীয় পতাকার বৃত্তের লাল রং কীসের প্রতীক? ১

খ. বাংলাদেশের ইতিহাসে ২৫ মার্চ কালোরাত নামে পরিচিত কেন? ২

গ. উদ্দীপকে সাংবাদিক অখিল পোদ্দার বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পার্শ্ববর্তী কোন দেশের সহায়তার কথা তুলে ধরেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভূমিকা ছিল উলেরখযোগ্য– সাংবাদিক অখিল পোদ্দারের এ উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতীয় পতাকার বৃত্তের লাল রং মুক্তিযুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারী শহিদদের রক্তের প্রতীক।

খ বাংলাদেশের ইতিহাসে ২৫ মার্চ কালোরাত নামে পরিচিত। কারণ এ রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী নিরীহ বাঙালির ওপর নৃশংস হত্যাকাণ্ড পরিচালনার নীলনকশা তৈরি করে। এই নীলনকশা অনুযায়ী স্বাধীনতাকামী সাধারণ জনগণের ওপর নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালায়।

***X-clusive লিংক** : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দক্ষতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–*

গ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা বর্ণনা কর।

ঘ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অন্যান্য ভূমিকা মূল্যায়ন কর।

■ অধ্যায় সমন্বিত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ২৬ ▸▸ জাতীয় স্মৃতিস্তম্ভ

'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি।'

গানটি শুনতে শুনতে শফি প্রভাত ফেরিতে অংশগ্রহণ করতে দু'হাতে ফুল গুচ্ছ আর হৃদয়ে রক্তিম ভালোবাসা নিয়ে বাসা থেকে বের হলো। জাতীয় শহীদ মিনারে যাওয়ার পথে সে একটি স্মৃতিস্তম্ভ দেখতে পেল। বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া তার বড় ভাই পাশ থেকে বলল, এটি বাঙালির প্রতিবাদী মনোভাব ও মুক্তিযোদ্ধাদের লড়াকু চেতনার মূল প্রতীক।

[একাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায়]

ক. কর্নেল (অব) আবু তাহেরকে গ্রেফতার করা হয় কত তারিখে? ১
খ. সিন্ধু সভ্যতার অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল? ২
গ. শফির দেখা জাতীয় স্মৃতিস্তম্ভটির বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. শফির শোনা গানটি কোন দিনকে স্মরণ করিয়ে দেয়? দিনটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কর্নেল (অব) আবু তাহেরকে গ্রেফতার করা হয় ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ নভেম্বর।

খ সিন্ধু সভ্যতার অর্থনীতি ছিল মূলত কৃষি নির্ভর। এছাড়া অর্থনীতির আর একটি বড় দিক ছিল পশুপালন। কৃষি ও পশুপালনের পাশাপাশি মৃৎপাত্র নির্মাণ, ধাতুশিল্প, বয়নশিল্প, অলঙ্কার নির্মাণ, পাথরের কাজ ইত্যাদিতেও তারা যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছিল। এই উন্নতমানের শিল্পপণ্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সিন্ধু বণিকরা বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ রক্ষা করে চলত।

গ উদ্দীপকে শফির দেখা স্মৃতি স্তম্ভটি অপরাজেয় বাংলা। বাঙালির প্রতিবাদী মনোভাব ও মুক্তিযোদ্ধাদের লড়াকু চেতনার মূল প্রতীক এ অপরাজেয় বাংলা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন চত্বরে ৬ ফুট উঁচু বেদির ওপর নির্মিত। মূল ভাস্কর্যের উচ্চতা ১২ ফুট। প্রস্থ ৮ ফুট ও ব্যাস ৬ ফুট। বাংলাদেশের প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলন–সংগ্রামে ছাত্রদের গৌরবময় ত্যাগকে স্মরণীয় করার জন্য 'অপরাজেয় বাংলা' নির্মাণ করা হয়। মুক্তিযোদ্ধা ভাস্কর সৈয়দ আব্দুলরাহ খালিদ এটি নির্মাণ করেন। এই ভাস্কর্যে অসমসাহসী তিনজন তরুণ মুক্তিযোদ্ধার অবয়ব অপূর্ব দক্ষতায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। দুইজন তরুণ রাইফেল হাতে শত্রুর মোকাবেলায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আর ওষুধের ব্যাগ কাঁধে তরুণী মুক্তিযোদ্ধাদের সেবায় নিবেদিত প্রাণ। উদ্দীপকে শফির বড় ভাইয়ের কথায়ও এসবের ইঙ্গিত রয়েছে। বস্তুত ছাত্রসমাজকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে 'অপরাজেয় বাংলা'–র ভূমিকা অপরিসীম।

ঘ 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি' শফির শোনা এ গান আমাদের সেই দিনটির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যে দিনটিতে বাঙালি জাতি রক্তের বিনিময়ে অর্জন করেছিল মাতৃভাষা বাংলার কথা বলার স্বীকৃতি। সেদিন ছিল ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসে এক অনন্য সাধারণ ঘটনা। পাকিস্তান রাষ্ট্রের বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে এটি ছিল বাঙালি জাতির প্রথম প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ। পাকিস্তান সরকার চেয়েছিল বাংলা ভাষা, বাংলা সংস্কৃতিকে চিরতরে মুছে ফেলতে। তারা এই বাংলায় 'উর্দু'কে করতে চেয়েছিল রাষ্ট্রভাষা। কিন্তু বাঙালিদের মাঝে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বীজ বপিত হয় বাংলা ভাষাকে নিজেদের মাতৃভাষা ও রাষ্ট্রীয় ভাষারূপে স্বীকৃতি আদায়ের লড়াইয়ে। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্রসমাজ রক্তের বিনিময়ে মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা করেছিল। এই বিজয় চেতনা নিয়ে শুরু হয় ষাটের দশকের স্বাধিকার আদায়ের জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলন। এর পর শুরু হয় সায়ত্ত্বশাসনের দাবি থেকে স্বাধীনতার দাবি এবং তারই ফলে বীর বাঙালি মুক্তিযুদ্ধে জয়লাভ করে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটায়। বাঙালি জাতির জন্য ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটি এক মহান অর্জন। আর তাইতো এই দিনটি সারা বিশ্বে আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে।

নিশ্চিত কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

■ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ বাংলাদেশ কখন স্বাধীন হয়?
উত্তর : বাংলাদেশ ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে স্বাধীন হয়।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ আওয়ামী লীগের নির্বাচনি প্রতীক কী ছিল?
উত্তর : আওয়ামী লীগের নির্বাচনি প্রতীক ছিল নৌকা।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ কয়টি আসন লাভ করে?
উত্তর : জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ ১৬০টি আসন লাভ করে।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ কয়টি আসনে জয়লাভ করে?
উত্তর : প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ ২৯৮টি আসনে জয়লাভ করে।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ভাষণ দেন কোথায়?
উত্তর : বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ভাষণ দেন রেসকোর্স ময়দানে।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনের পর ইয়াহিয়া খান কত তারিখে ঢাকা সফরে আসেন?
উত্তর : ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনের পর ১৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান ঢাকা সফরে আসেন।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ বাংলাদেশের ইতিহাসে ২৫ মার্চ কী নামে পরিচিত?
উত্তর : বাংলাদেশের ইতিহাসে ২৫ মার্চ কালরাত্রি নামে পরিচিতি।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস কবে?
উত্তর : বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস ২৬ মার্চ।

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ অস্থায়ী সরকার গঠন হয় কখন?
উত্তর : ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে অস্থায়ী সরকার গঠন হয়।

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥ কত খ্রিষ্টাব্দে শিখা চিরন্তন স্থাপিত হয়?
উত্তর : ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে শিখা চিরন্তন স্থাপিত হয়।

প্রশ্ন ॥ ১১ ॥ মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন?
উত্তর : মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম।

প্রশ্ন ॥ ১২ ॥ কোথায় মুজিবনগর সরকারের সদরদপ্তর ছিল?
উত্তর : মুজিবনগর সরকারের সদরদপ্তর ছিল কলকাতার ৮নং থিয়েটার রোডে।

প্রশ্ন ॥ ১৩ ॥ বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের মন্ত্রণালয় কয়টি ছিল?
উত্তর : বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের মন্ত্রণালয় ছিল বারোটি।

প্রশ্ন ॥ ১৪ ॥ অপারেশন সার্চলাইট কী?
উত্তর : অপারেশন সার্চলাইট হলো পাক সেনাবাহিনী কর্তৃক ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চ ঢাকায় পরিচালিত অভিযানের নাম।

প্রশ্ন ॥ ১৫ ॥ 'পূর্ব পাকিস্তান রাজাকার অর্ডিন্যান্স' জারি করে কে?
উত্তর : পূর্ব পাকিস্তান রাজাকার অর্ডিন্যান্স জারি করে লে. জেনারেল টিক্কা খান।

প্রশ্ন ॥ ১৬ ॥ মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতার প্রথম সংগঠনের নাম কী?
উত্তর : মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতার প্রথম সংগঠনের নাম শান্তি কমিটি।

প্রশ্ন ॥ ১৭ ॥ ঢাকা নাগরিক শান্তি কমিটির আহ্বায়ক কে ছিলেন?
উত্তর : ঢাকা নাগরিক শান্তি কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন খাজা খয়েরুদ্দিন।

প্রশ্ন ॥ ১৮ ॥ ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশ কী নামে পরিচিত ছিল?
উত্তর : ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত বাংলাদেশ 'পূর্ববঙ্গ' নামে পরিচিত ছিল।

প্রশ্ন ॥ ১৯ ॥ বর্তমান জাতীয় পতাকার ডিজাইনার কে?
উত্তর : বর্তমান জাতীয় পতাকার ডিজাইনার কামরুল হাসান।

প্রশ্ন ॥ ২০ ॥ জাতীয় স্মৃতিসৌধ কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : জাতীয় স্মৃতিসৌধ ঢাকার সাভারে অবস্থিত।

প্রশ্ন ॥ ২১ ॥ জাতীয় স্মৃতিসৌধের স্থপতি কে?
উত্তর : জাতীয় স্মৃতিসৌধের স্থপতি মঈনুল হোসেন।

প্রশ্ন ॥ ২২ ॥ বাংলাদেশের সাংবিধানিক নাম কী?
উত্তর : বাংলাদেশের সাংবিধানিক নাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

প্রশ্ন ॥ ২৩ ॥ ভারতের জনগণ ও সরকার এক কোটি শরণার্থীকে কী দিয়ে সাহায্য করে?
উত্তর : ভারতের জনগণ ও সরকার এক কোটি শরণার্থীকে আশ্রয়, খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রশস্ত্র এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে সাহায্য করে।

প্রশ্ন ॥ ২৪ ॥ জাতিসংঘের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী ছিল?
উত্তর : জাতিসংঘের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা

প্রশ্ন ॥ ২৫ ॥ মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালির কী পূরণ হয়?
উত্তর : মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালির হাজার বছরের স্বপ্ন পূরণ হয়।

প্রশ্ন ॥ ২৬ ॥ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে কাদের নিয়ে আওয়ামী লীগ একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করে?
উত্তর : ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে আওয়ামী লীগ সমমনা বাম রাজনৈতিক দলসমূহ নিয়ে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করে।

প্রশ্ন ॥ ২৭ ॥ মুক্তিযুদ্ধে কাদের অবদান অত্যন্ত গৌরবময় ছিল?
উত্তর : মুক্তিযুদ্ধে কৃষকদের অবদান ছিল অত্যন্ত গৌরবময়।

প্রশ্ন ॥ ২৮ ॥ দেশকে স্বাধীন করতে পুরুষের পাশাপাশি কাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল?
উত্তর : দেশকে স্বাধীন করতে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল।

প্রশ্ন ॥ ২৯ ॥ বঙ্গবন্ধু কাদের কন্যার ন্যায় মমতায় বীরাঙ্গনা বলে সম্বোধন করেছেন?
উত্তর : যুদ্ধের নয় মাসে পাক বাহিনীর অত্যাচারের শিকার নারীদের বঙ্গবন্ধু কন্যার ন্যায় 'বীরাঙ্গনা' বলে মমতায় সম্বোধন করেছেন।

প্রশ্ন ॥ ৩০ ॥ পাকিস্তান সেনাবাহিনী পোড়ামাটি নীতি অনুযায়ী কী করতে চেয়েছে?
উত্তর : পাকিস্তান সেনাবাহিনী পোড়ামাটি নীতি অনুযায়ী বাংলাদেশের সব সম্পদ–প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দিতে চেয়েছে।

প্রশ্ন ॥ ৩১ ॥ স্বাধীনতার মহানায়ক ও স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি কে?
উত্তর : স্বাধীনতার মহানায়ক ও স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

প্রশ্ন ॥ ৩২ ॥ অপরাজেয় বাংলা কিসের প্রতীক?
উত্তর : অপরাজেয় বাংলা হলো বাঙালির প্রতিবাদী মনোভাব ও মুক্তিযোদ্ধাদের লড়াকু চেতার মূর্তপ্রতীক।

প্রশ্ন ॥ ৩৩ ॥ মুজিবনগর স্মৃতিসৌধের ২৪টি ত্রিভুজাকৃতির দেয়াল কিসের প্রতীক?
উত্তর : মুজিবনগর স্মৃতিসৌধের ২৪টি ত্রিভুজাকৃতির দেয়াল ২৪ বছরের পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শোষণের প্রতীক।

প্রশ্ন ॥ ৩৪ ॥ মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে কাদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ছিল?
উত্তর : মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ছাত্রদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ছিল।

প্রশ্ন ॥ ৩৫ ॥ কে ভাষা আন্দোলনের প্রথম কারাবন্দি ছিলেন?
উত্তর : ভাষা আন্দোলনের প্রথম কারাবন্দি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

■ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ শিখা চিরন্তন সম্পর্কে কী জান? ব্যাখ্যা কর।
উত্তর : মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী বীর শহিদদের অমর স্মৃতি চির জাগরূক রাখার জন্য ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দের ২৬ মার্চ শিখা চিরন্তন স্থাপিত হয়।
১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু তার ঐতিহাসিক ভাষণে এই স্থান থেকেই 'মুক্তির সংগ্রাম ও স্বাধীনতা সংগ্রামের' ডাক দিয়েছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান দখলদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছিল এই সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী উপলক্ষে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে শিখা চিরন্তন স্থাপন করা হয়।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ বুদ্ধিজীবীদেরকে কেন হত্যা করা হয়?
উত্তর : বাঙালি জাতিকে মেধাশূন্য করার ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের সময় অগণিত বুদ্ধিজীবীদেরকে হত্যা করা হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে মানবতাবিরোধী এই বর্বর কাজে সহায়তা করেছে রাজাকার ও আলবদর বাহিনী। পাকবাহিনী চূড়ান্ত পরাজয়ের দু'দিন পূর্বে ১৪ ডিসেম্বর অসংখ্য বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে। তাদের স্মৃতিকে অমর করে রাখার জন্য ঢাকার মিরপুরে শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সম্পর্কে কী জান?
উত্তর : সৈয়দ নজরুল ইসলাম ছিলেন আওয়ামী লীগের অন্যতম শীর্ষ নেতা। তিনি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মুজিবনগর সরকারের উপ রাষ্ট্রপতি ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মুক্তিযুদ্ধকে বেগবান ও সফল করার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান। সৈয়দ নজরুল ইসলাম মুক্তিযুদ্ধের একজন অন্যতম সংগঠক ও পরিচালক ছিলেন।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ মুক্তিযুদ্ধে গণমাধ্যমের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।
উত্তর : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গণমাধ্যমের ভূমিকা অপরিসীম। সংবাদপত্র ও স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ২৬ মার্চ চট্টগ্রাম বেতারের শিল্পী ও সংস্কৃতিকর্মীরা স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র চালু করেন। স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র সংবাদ, দেশাত্মবোধক গান, মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাঁথা রণাঙ্গনের নানা ঘটনা ইত্যাদি দেশ ও জাতির সামনে তুলে ধরে সাধারণ মানুষকে যুদ্ধে

অংশগ্রহণের লব্যে অনুপ্রাণিত করে; মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস যুগিয়ে বিজয়ের পথ সুগম করে। এছাড়া মুজিবনগর সরকারের প্রচার সেলের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত পত্রিকা মুক্তিযুদ্ধে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ মুক্তিযুদ্ধে ছাত্রদের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সংখ্যায় বেশি ছিল ছাত্র। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাকিস্তান বাহিনীর বিরবদ্ধে প্রাথমিক প্রতিরোধ গড়ে তোলায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে ছাত্ররা। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পাশাপাশি স্কুলপড়ুয়া কিশোরও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তারা যুদ্ধের প্রশিৰণের জন্য সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে যায়। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনাকারী বাংলাদেশ সরকার ছাত্র–যুবকদের জন্য প্রশিৰণ ও অস্ত্রের সংস্থান করে। অধিকাংশ ৰেত্রে মাত্র তিন সপ্তাহের প্রশিৰণ আর হালকা অস্ত্র নিয়ে অসীম সাহস, মনোবল আর দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে শত্রবদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে ছাত্ররা।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ মুজিবনগর সরকারের সদর দপ্তর কলকাতায় স্থানান্তর করা হয় কেন?

উত্তর : পাকিস্তানি সৈন্যরা মেহেরপুর দখল করে নেওয়ার কারণে মুজিবনগর সরকারের সদর দপ্তর কলকাতায় স্থানান্তর করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১০ এপ্রিল গঠিত হয় বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার। এ সরকার গঠনের মাত্র দুই ঘণ্টা পর পাকিস্তানি বাহিনীর বিমান মুজিবনগরে বোমাবর্ষণ করে এবং মেহেরপুর দখল করে নেয়। ফলে মুজিবনগর সরকারের সদর দপ্তর কলকাতার ৮নং থিয়েটার রোডে স্থানান্তরিত হয়।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ জনগণ কীভাবে সহায়তা করেছে?

উত্তর : মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ জনগণ মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়, খাবার ও ওষুধ সরবরাহ, তথ্য ও সেবাপ্রদান করার মাধ্যমে সহায়তা করেছে। সাধারণ জনগণ মুক্তিযোদ্ধাদের শত্রুর অবস্থান ও চলাচলের তথ্য দিয়েছে। ক্ষুধার্ত ও যুদ্ধে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের খাবার, ওষুধ ও সেবা প্রদান করেছে। সাধারণ জনগণের সাহায্য–সহযোগিতা ও স্বাধীনতার জন্য প্রচণ্ড ত্যাগের ফলেই মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হয়েছে।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ ১৬ ডিসেম্বরে বিজয় দিবস পালন করা হয় কেন?

উত্তর : ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি জাতির বিজয় সম্পূর্ণ হয়েছে বলে ১৬ ডিসেম্বরে বিজয় দিবস পালন করা হয়। ২৫ মার্চের অতর্কিত হামলার পেক্ষাপটে ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা হলে দেশের মানুষ দীর্ঘ ৯ মাস যুদ্ধ করে ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণের মধ্যদিয়ে বিজয় অর্জন করে। তাই প্রতিবছর ১৬ ডিসেম্বর বিজয়দিবস পালন করা হয়। ১৬ ডিসেম্বর বাঙালির জীবনে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল।

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ পাকবাহিনী বাংলাদেশের সব সম্পদ, প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দিতে চেয়েছে কেন?

উত্তর : পাকিস্তান সেনাবাহিনী 'পোড়ামাটি নীতি' অনুযায়ী বাংলাদেশের সব সম্পদ, প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দিতে চেয়েছে। যে কারণে শিৰা প্রতিষ্ঠান, দোকানপাট, ঘরবাড়ি, হাসপাতাল, মসজিদ, মন্দির কোনো কিছুই তাদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। তাদের লব্য ছিল এই ভূখণ্ডের মানুষদের হত্যা করে কেবল ভূমির দখল নেয়া। পাক বাহিনীকে এসব মানবতাবিরোধী অপকর্মে সহায়তা করেছে এদেশীয় কিছু দালালচক্র।

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥ নারীরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে কীভাবে?

উত্তর : মুক্তিযুদ্ধে নারীদেরও ভূমিকা ছিল গৌরবোজ্জ্বল। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের মার্চের প্রথম থেকেই দেশের প্রতিটি অঞ্চলে যে সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়, তাতে নারীদের বিশেষ করে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। দেশকে স্বাধীন করতে পুরবষের পাশাপাশি নারীদের গুরবত্বপূর্ণ অবদান ছিল। অনেক নারী মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়ে, খাবার দিয়ে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অস্ত্র লুকিয়ে রেখে, সেবা দিয়ে, নানাভাবে সহায়তা করে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।

প্রশ্ন ॥ ১১ ॥ স্বাধীনতা অর্জনে রাজনৈতিক ব্যক্তিরা কীভাবে অবদান রেখেছেন?

উত্তর : বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের অবদান অপরিসীম। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবর্গ বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। নানা অত্যাচার–নিপীড়ন সহ্য করেছেন। রাজনীতিবিদগণ স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরব থেকে শেষ পর্যন্ত জীবন বাজি রেখে রাজনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে গেছেন।

প্রশ্ন ॥ ১২ ॥ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল?

উত্তর : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নানা রকম প্রতিক্রিয়া লৰ করা যায়। ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন (রাশিয়া)সহ বিশ্বের বহু দেশের সরকার ও জনগণ মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অত্যাচার, নির্যাতন ও গণহত্যার বিবরণ পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত হলে সে সব দেশের জনগণ নানাভাবে আমাদের সাহায্য–সহযোগিতা করেছে। তারপরও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও মুসলিম বিশ্বের কিছু দেশের সরকার মুক্তিযুদ্ধের পৰে ছিল না।

প্রশ্ন ॥ ১৩ ॥ বঙ্গবন্ধু গণভোটের মাধ্যমে মানুষের মতামত গ্রহণ করতে বলেন কেন?

উত্তর : ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজ শাসনের অবসান হলে পশ্চিমবঙ্গ ভারতে আর পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। পাকিস্তান আমলেও ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দ অবধি আজকের বাংলাদেশ 'পূর্ববঙ্গ' নামেই পরিচিত ছিল। পাকিস্তান সরকার পূর্ববঙ্গ পরিবর্তন করে পূর্ব পাকিস্তান নামকরণ করলে বঙ্গবন্ধু এর বিরোধিত করেন। বঙ্গবন্ধু বলেন, বাংলা নামের দীর্ঘ ইতিহাস–ঐতিহ্য আছে। তাই তিনি বাংলার নাম পরিবর্তনের পূর্বে গণভোটের মাধ্যমে এই অঞ্চলের মানুষের মতামত গ্রহণ করতে বলেন।

প্রশ্ন ॥ ১৪ ॥ পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ জনগণ বিৰোভে ফেটে পড়ে কেন?

উত্তর : ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করায় এ দলের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হওয়া ছিল ন্যায়সংগত। কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগের হাতে ৰমতা হস্তান্তরে গড়িমসি আরম্ভ করে। তিনি ৩ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন জুলফিকার আলী ভুট্টোর প্ররোচনায় ১ মার্চ স্থগিত ঘোষণা করেন। এ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র, শ্রমিক, সরকারি বেসরকারি কর্মকর্তা–কর্মচারী তথা সাধারণ মানুষ বিৰোভে ফেটে পড়ে।

প্রশ্ন ॥ ১৫ ॥ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলেন স্বাধীনতার মহানায়ক ও স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি– ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল নেতৃত্বে ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সংগ্রামের পথ ধরে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ মার্চ তার ঐতিহাসিক ভাষণে তিনি মুক্তিযুদ্ধের ডাক দিয়েছেন। তার নামেই আমাদের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়। তার বলিষ্ঠ ও আপসহীন নেতৃত্বে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। তাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলেন স্বাধীনতার মহানায়ক ও স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি।

প্রশ্ন ॥ ১৬ ॥ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সঙ্গে তাজউদ্দিন আহমদের নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত কেন?

উত্তর : মুক্তিযুদ্ধের সময় তাজউদ্দিন আহমদ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিশ্বস্ত ও ঘনিষ্ঠ সহচর। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য গঠিত মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন এই মহান নেতা। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় তিনি সফলভাবে নেতৃত্ব প্রদান করেন। তাই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সঙ্গে তার নাম অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত।

প্রশ্ন ॥ ১৭ ॥ অপরাজেয় বাংলা ভাস্কর্যের মাধ্যমে কী বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : বাঙালির প্রতিবাদী মনোভাব ও মুক্তিযোদ্ধাদের লড়াকু চেতনার মূর্তপ্রতীক অপরাজেয় বাংলা। এই ভাস্কর্যে অসম সাহসী তিনজন তরবণ মুক্তিযোদ্ধার অবয়ব অপূর্ব দৰতায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। দুইজন তরবণ রাইফেল হাতে শত্রবর মোকাবিলায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আর ওষুধের ব্যাগ কাঁধে তরবণী মুক্তিযোদ্ধাদের সেবায় নিবেদিতপ্রাণ। অপরাজেয় বাংলা বাংলাদেশের ছাত্র সমাজের প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।